জনসংখ্যা শব্দকোষ

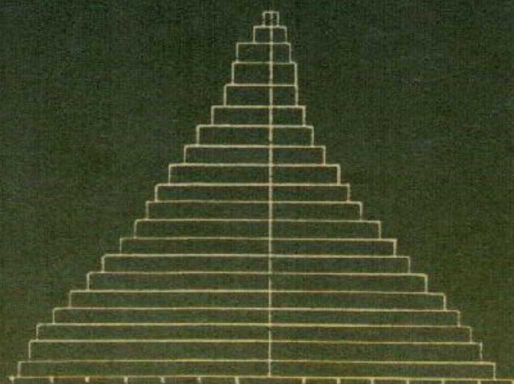

কে. মউদুদ ইলাহী
মোঃ কামরুজ্জামান

Web

জনসংখ্যা শব্দকোষ

কে. মউদুদ ইলাহী

প্রফেসর
ভূগোল বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

মোঃ কামরুজ্জামান

ভূগোল বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

BANSDOC Library
Acc. No. 18992
Call No. 304.6 ইলাহী
Date 10.6.04 Sign.

বাংলা একাডেমী

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ় ১৪০২

জুন ১৯৯৫

বাএ ৩২৭২

মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান

জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ

Library
Accession No.
Date

জীকৃচি ২২২

প্রকাশক

গোলাম মঈন উদ্দিন

পরিচালক

পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

কম্পোজ ও মুদ্রণ

প্রকাশ

২/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রচ্ছদ

মোঃ আবদুল ওদুদ

মূল্য

পয়ষট্টি টাকা মাত্র

JANASANKHA SABDAKOSH (a compendium of population terms) by Dr. K. Maudood Elahi and Md. Kamruzzaman, Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First edition : June 1995 Price: Tk. 65.00 only.

ISBN 984-07 3281-1

উৎসর্গ

যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ
তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জনসংখ্যা বিদ্যার চর্চা অপেক্ষাকৃত নতুন সংযোজন। আবার এই শাখাসমূহে জনসংখ্যা বিষয়ের প্রেক্ষিত এবং পরিধি এক নয়। তবে সকল শাখার সাথে জনমিতির মূল সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই এই মূল থেকেই জনসংখ্যা চর্চার বহুমুখী বিকাশ ও চর্চার প্রকাশ ঘটেছে। এই পুস্তকে এরই প্রতিফলন ঘটেছে।

পুস্তকটিতে জনমিতি ছাড়াও সম্পর্কীয় বিষয়ে ব্যবহৃত জনসংখ্যা আখ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সারণি, চিত্র এবং মানচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে অধুনা জনসংখ্যা চর্চায় যে বিস্তৃত পরিধি রয়েছে তারও প্রতিফলন পাওয়া যাবে। আশা করা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, গবেষক ও জনসংখ্যা সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ পুস্তকটির উপস্থাপনা ও বিষয়বস্তু থেকে উপকৃত হবেন।

পুস্তকটি রচনা এবং পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তকরণে বেশ কিছু সুধীজন আমাদের উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রফেসর আবজাদ হোসেন চৌধুরী (ভূগোল বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ (ইংরেজী বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), এবং প্রফেসর সাবিহা সুলতানা (ভূগোল বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)-কে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। পুস্তকটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পেশাগত জীবনে জনসংখ্যা ভূগোল পাঠদান এবং গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয় অনুধাবন, বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচন এবং ব্যাখ্যায় নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখেছি একই সাথে জনসংখ্যা বিদ্যার সমসাময়িকতা এবং প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ধারণার অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করেছি। এই সমস্ত বিষয় মূলত পুস্তকটি রচনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের বিশ্বাস, পুস্তকটি এদের শিক্ষাগত এবং পেশাগত জীবনে বিশেষ সহায়ক হবে

ঢাকা, ১৯৯৫

কে. মউদুদ ইলাহী
মোঃ কামরুজ্জামান

সূচিপত্র

স্বরবর্ণ

অ	১
আ	১২
ই	১৫
উ	১৬
ঊ	১৯
ঋ	১৯
এ	২০
ঐ	২১
ঔ	২১

ব্যঞ্জন বর্ণ

ক	২১
খ	২৭
গ	২৯
ঘ	৩৬
চ	৩৬
জ	৩৭
ট	৬৫
ড	৬৫
ত	৬৬
দ	৬৭
ধ	৬৮
ন	৭০
প	৮২
ফ	৯৮
ব	৯৯
ভ	১২১
ম	১২৪
য	১৩৪
র	১৩৫
ল	১৩৭
শ	১৩৮
স	১৪৮
হ	১৬০

চিত্র সূচি

চিত্র ১ ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক অঞ্চল ৯

চিত্র ২ ঃ উপশহর ১৮

চিত্র ৩ ঃ বাংলাদেশে মহিলা ও পুরুষ ভেদে কর্মী জনসংখ্যা, ১৯৬১-১৯৯১ ২২

চিত্র ৪ ঃ মাথাপিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ, ১৯৯০-২০২৫ ২৩

চিত্র ৫ ঃ প্রচলিত গর্ভনিরোধক ব্যবহারের আঞ্চলিক ধারা ৩১

চিত্র ৬ ঃ বাংলাদেশে গর্ভনিরোধক প্রচলন হার, ১৯৯৩ ৩৩

চিত্র ৭ ঃ বাংলাদেশে লিঙ্গ অনুপাত ৪০

চিত্র ৮ ঃ জনসংখ্যা পিরামিড ৪৪

চিত্র ৯ ঃ বিশ্ব জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ৪৫

চিত্র ১০ ঃ জনসংখ্যার ভৌগোলিক বন্টন, ১৯৯০ ৫৩

চিত্র ১১ ঃ বিশ্বের প্রধান ধর্মাবলম্বীদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ৬৯

চিত্র ১২ ঃ নগরপুঞ্জ ৭২

চিত্র ১৩ ঃ নগর ফিতা বিস্তৃতি ৭৪

চিত্র ১৪ ঃ জনপদের শ্রেণীক্রম ও অবস্থানের বিন্যাস ৭৫

চিত্র ১৫ ঃ বিশ্ব জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধিতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রভাব ৮৪

চিত্র ১৬ ঃ প্রমিত মহানগরীয় পরিসংখ্যান এলাকা, ঢাকা ও ঢাকা সিটি করপোরেশন ৯৬

চিত্র ১৭ ঃ বিভিন্ন ধরনের বয়স-লিঙ্গ কাঠামো ১০৩

চিত্র ১৮ ঃ বিশ্বের প্রধান বর্ণগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি ১০৭

চিত্র ১৯ ঃ চট্টগ্রাম নগরীর বস্তিসমূহের অবস্থান ১০৯

চিত্র ২০ ঃ শক্তি প্রবাহের সাথে প্রাণ পরিবেশের সম্পর্ক ১১২

চিত্র ২১ ঃ বিন্দু মানচিত্র ১১৪

চিত্র ২২ : বাংলাদেশে বেদে সম্প্রদায়ের অবস্থান ১১৭
চিত্র ২৩ : বিশ্বের প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি ১২২
চিত্র ২৪ : নগর কেন্দ্রের সাথে শহরতলী, শহরতলী জনগোষ্ঠী এবং নগর উপকণ্ঠের সম্পর্ক প্রদর্শনকারী মহানগরী অঞ্চল ১২৭
চিত্র ২৫ : শহরতলী এলাকা ১৪০
চিত্র ২৬ : বাংলাদেশে মহিলা-পুরুষ ভেদে শিক্ষিতের হার, ১৯৬১-১৯৯১ ১৪১
চিত্র ২৭ : বাংলাদেশে মহিলা সাক্ষরতা, ১৯৯১ ১৪২

অ

অংশগ্রহণ হার (Participation rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটা জনগোষ্ঠীর প্রকৃত শ্রমশক্তির মধ্যে যে পরিমাণ লোক কাজে অংশ গ্রহণ করে তার অনুপাতকে অংশগ্রহণ হার বলে।

অকাল প্রসব (Miscarriage)

স্বেচ্ছাপ্রসূত গর্ভপাত/অকাল প্রসব। সাধারণত ভ্রূণ মৃত্যুর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অকৃষি জনসংখ্যা (Non-agricultural population)

কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসংখ্যা। সাধারণত দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসংখ্যা অকৃষিভুক্ত।

অগ্রবর্তী উদ্বর্তন (পদ্ধতি) (Forward survival)

পূর্বে পর্যবেক্ষণকৃত বয়স বিন্যাস নিরূপণ করার কিছু দিন পরে পুনরায় বয়স বিন্যাস নিরীক্ষণের পদ্ধতি। অধিকাংশ সময়ে আদর্শ জীবন সারণি থেকে প্রাপ্ত দীর্ঘজীবিতার অনুপাত এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। মূলত এই পদ্ধতি কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে সদ্য জন্মগ্রহণকারী ছাড়া অন্যান্য জনসংখ্যা অভিক্ষেপের একটি উপায় মাত্র।

অতিজনাধিক্য (Overcrowding)

যখন ব্যবহারযোগ্য অথবা কার্যকর সম্পদের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হয়ে যায়, তখন তাকে অতিজনাধিক্য বলে। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, সম্পদের ক্রমহ্রাস, শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পেলে অথবা এইসব নিয়ামকের সমন্বয়ের অভাবের ফলে জনসংখ্যাধিক্য দেখা দিতে পারে। যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পদের উন্নয়ন হয় না সেখানে অতিজনাধিক্যতা দেখা যেতে পারে।

SDCC Library
Accession No. 18992

অতিনগরায়ন (Hyperurbanisation)

অধুনা বিকাশশীল দেশগুলোতে নগরায়ন প্রক্রিয়া বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করছে এবং যথাযথ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াই নগর এলাকা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তার লাভ করছে। নগরায়নের এই প্রক্রিয়াকে অতিনগরায়ন বলা হয়।

অতিরিক্ত গণনা (Over enumeration)

জনসংখ্যার এমন একটা গণনা যেখানে বর্তমান অবস্থার চেয়ে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে ভুল করে গণনা করা হয়ে থাকে। বিশেষ জনগোষ্ঠী প্রাধান্যলাভের উদ্দেশ্যে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

অদৃশ্য বেকারত্ব (Invisible unemployment)

পরিসংখ্যানিক অথবা অর্থনৈতিকভাবে বেকারত্বকে পরিমাপ করা যায় না। বিকাশশীল দেশে সাধারণত যৌথ দারিদ্রতাজনিত কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে, অথবা উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই অপ্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। এই অবস্থা ছদ্ম বেকারত্ব বলে ও অভিহিত।

অধিবাসী (Inhabitant)

একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা দেশে স্থায়ীভাবে থাকা/বসবাসরত ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠী সেই স্থান, অঞ্চল বা দেশের অধিবাসী।

অনাথ (Orphan)

যে শিশু মৃত্যুজনিত কারণে পিতা বা মাতা অথবা উভয়কে হারিয়েছে। এরূপ সন্তান এতিম বলেও অভিহিত হয়।

অনাথ পরিমাপ পদ্ধতি (Orphanhood technique)

শুমারি বা জরিপ চলাকালীন যাদের পিতা বা মাতা বেঁচে নেই সেই সমস্ত ব্যক্তির বয়সের উপর ভিত্তি করে মধ্যবয়সীদের মরণশীলতার মাত্রা পরিমাপের পদ্ধতি।

অনুন্নত দেশ (Underdeveloped country)

যে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ (আবিষ্কৃত বা অনাবিষ্কৃত) বা উপাদান থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে উন্নয়নের সম্ভাব্যতা অতি

সম্প্রতি বিকশিত হয়েছে তাকে অনুন্নত বা অধুনা প্রচলিত, স্বল্পোন্নত বা বিকাশশীল দেশ বলা হয় (চিত্র-১)। অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে :

(ক) কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ত ব্যবহার,

(খ) প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধি,

(গ) মূলধন ও উদ্যোক্তার অভাব,

(ঘ) দ্বৈত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা,

(ঙ) অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এবং

(চ) কৃষিতে ছদ্ম বেকারত্ব।

অনুপস্থিতি প্রবণতা (Absenteeism)

যে কোনো নির্দেশিত/অর্পিত দায়িত্ব থেকে প্রায়শ অনুপস্থিত থাকা অথবা অনুপস্থিত থাকার প্রবণতাকেই অনুপস্থিতি প্রবণতা বলে। এটা স্কুলগামী জনসংখ্যা অথবা ছাত্রদের জন্যে বেশি প্রযোজ্য। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে অনুপস্থিতি প্রবণতার হার অত্যন্ত বেশি যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ।

অনুপস্থিতিতা (Absentee)

ফিরে আসার অভিপ্রায় নিয়ে কোন দেশের নাগরিক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (অধিকাংশ দেশে ১-৫ বছর পর্যন্ত) যদি দেশে অনুপস্থিত থাকে অথবা নিজের বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করে তাকে অনুপস্থিতিতা বলে।

অন্তঃবিবাহ/অন্তর্গোত্র বিবাহ (Endogamy)

কেবল নিজস্ব সম্প্রদায় অথবা গোত্র অথবা কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রচলিত বিবাহ করার রীতি।

অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি (Coverage error)

যখন কোনো গণনা/জরিপ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তার আওতাভুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তখন সেই জনসংখ্যাকে শতকরা হারে প্রকাশ করে অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি নিরূপণ করা হয়। পরে এই হারের সাহায্যে জনসংখ্যা সমন্বয় করা হয়।

অপুষ্টি (Malnutrition)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর অপর্যাপ্ত পুষ্টি বা পুষ্টিহীন অবস্থা। এটা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মরণশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। খাদ্য স্বল্পতা অথবা পুষ্টিযুক্ত খাদ্যের অভাবের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয় (সারণি ১)।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অভিমত অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক পুরুষের দৈনিক ক্যালরির প্রয়োজন হয় ২৩৫০ ক্যালরি, মাঝারী শ্রমজীবী মহিলাদের প্রয়োজন হয় ২১০০ ক্যালরি। প্রাত্যহিক খাদ্যের ৪০%-৫০% শ্বেতসার ও শর্করা, ৩৫%-৪৫% চর্বি এবং ১০%-১৫% আমিষ উপাদানে বণ্টিত হওয়া আবশ্যক। এছাড়াও প্রচুর শাকসবজি ও টাটকা ফল-মূলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সারণি ১ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার ক্যালরি গ্রহণের তারতম্য

উন্নত অঞ্চল		উন্নয়নশীল অঞ্চল	
দেশ	ক্যালরি	দেশ	ক্যালরি
যুক্তরাষ্ট্র	৩৩৩০	ইথিওপিয়া	২১৬০
অস্ট্রিয়া	৩৩১০	ভারত	২০৭০
জার্মানী	৩২৯০	বাংলাদেশ	১৯৪৩
ফ্রান্স	৩২১০	পাকিস্তান	২১৬০
জাপান	২৫১০	ফিলিপাইন	১৯৪০

উৎস : UNO. 1987. World Population Chart.

অপূর্ণ চাহিদা (পরিবার পরিকলপনা) (Unmet need)

দম্পতি অথবা মহিলা, যারা আর অধিক সন্তান আশা করছেন না এবং গর্ভনিরোধক সামগ্রী ব্যবহার করেন না কিন্তু তারা জন্ম বিলম্বিতকরণের উদ্দেশ্যে গর্ভনিরোধক ওষুধ সামগ্রীর জন্য কার্যকর চাহিদা প্রদর্শন করেন। এই অবস্থাকে অপূর্ণ চাহিদা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় (সারণি ২)।

সারণি ২ : বিশ্বে অঞ্চলভিত্তিক অপূর্ণ চাহিদার হার

অঞ্চল	অপূর্ণ চাহিদা	অঞ্চল	অপূর্ণ চাহিদা
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	১৭	ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল	২২
আফ্রিকা	২৪	নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	২২

* ১৫-৪৪ বৎসরের মহিলাদের মধ্যে শতকরা হার

উৎস : Population Reports, 11:1992.

অভিগমন (Migration)

একটি নতুন স্থায়ী আবাস স্থল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ন্যূনপক্ষে ৬ মাস (ক্ষেত্র বিশেষে অধিক) সময় পর্যন্ত মানুষ একটি সুনির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে স্থানান্তরিত হয়। একে অভিগমন বলে। অভিগমন দুই প্রকার ঃ (১) আন্তর্জাতিক অভিগমন (বিভিন্ন দেশের মধ্যে অভিগমন), এবং (২) অভ্যন্তরীণ অভিগমন (একটি দেশের ভিতরে অভিগমন)। উৎপত্তি, গন্তব্যস্থান এবং অভিগমনের প্রবাহ ও দিক নির্দেশে প্রভাব বিস্তার করে এমন মধ্যবর্তী বাধাসমূহ অভিগমন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত (দ্রষ্টব্য : মধ্যবর্তী বাধাসমূহ)।

অভিগমন নীতি (Migration policy)

একটি দেশের ভিতরে এবং বাইরে অভিগমনের প্রবাহ সুনির্দিষ্ট করার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে রূপরেখা তৈরি করা হয় তাই অভিগমন নীতি।

অভিগমন প্রবাহ (Migration stream)

একটি নির্দিষ্ট অভিগমনকালে একদল অভিগমনকারীর উৎস স্থল এবং গন্তব্যস্থল যখন একই হয় তখন তাকে অভিগমন প্রবাহ বলে এবং বিপরীত দিক থেকে স্থানান্তরকে অভিগমনের বিপরীত প্রবাহ বলে।

অভিজ্ঞান-দৃষ্টিভঙ্গি-ব্যবহার জরিপ (Knowledge-attitude-practice survey)

ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা ও পরিবার গঠনের রীতিনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট গর্ভনিরোধক ওষুধপত্রের ব্যবহার, তাদের আচার-আচরণ ও জ্ঞানাভিমুখে পরিচালিত জরিপই অভিজ্ঞান-দৃষ্টিভঙ্গি-ব্যবহার জরিপ।

অভিবাসন (Immigration)

স্থায়ী বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অন্য একটি দেশ থেকে একটি নির্দিষ্ট দেশে আগমনের/প্রবেশের প্রক্রিয়া।

অভিবাসী (Immigrant)

স্থায়ী আবাসস্থল স্থাপনের উদ্দেশ্যে অন্যদেশ থেকে আগত ব্যক্তি বা অভিগমনকারী।

অপ্রধান পেশা (Secondary occupation)

কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্নকৃত, প্রধান পেশা থেকে আলাদা, একটি দ্বিতীয় বা খণ্ডকালীন পেশাকে অপ্রধান পেশা বলে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহ (Early mariage)

বিবাহের অনুমোদিত বয়সের পূর্বে যথাশাস্ত্র বিবাহ কার্য সম্পাদন করা অর্থাৎ, অল্প বয়সে বিবাহ সম্পন্ন করা। এখনও গ্রামাঞ্চলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ বেশ প্রচলিত।

অবগণনা (Under enumeration)

জনসংখ্যার ভুলক্রমে শুমারিতে প্রকৃত জনসংখ্যার চেয়ে কিছু কম গণনা করা।

অবৈধ বিদেশী (Illegal alien)

একটি দেশের বৈধ অনুপ্রবেশের আইন লঙ্ঘন করে অথবা উপযুক্ত প্রমাণাদি ও সঠিক অনুমোদন ছাড়া কোন বিদেশী সংশ্লিষ্ট দেশে অনেক দিন অবস্থান করলে তাকে অবৈধ বিদেশী বলে। পর্যটক বা ছাত্র ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অবস্থানকারীদেরও অবৈধ বিদেশী বলা হয়ে থাকে।

অভিক্ষেপিত প্রাক্কলন (Projected estimates)

সর্বশেষ গ্রহণযোগ্য আদমশুমারির সংখ্যা, সম্পূর্ণ জীবন সংক্রান্ত নথি থেকে গৃহীত উপাত্ত অথবা নমুনা জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বছরের জীবন সংক্রান্ত অনুপাতসহ সমগ্র জনসংখ্যার হিসাব বর্ণনার জন্য এই বিশেষ ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। নিচে একটি সাধারণ প্রাক্কলন সূত্র দেওয়া হলো :

$$P_1 = P_0 + B - D + I - E$$

যখন, P_1 = পরবর্তী সময়ে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা;

P_0 = নমুনা/শুমারী জনসংখ্যা;

B = পূর্ববর্তী হতে পরবর্তী সময় পর্যন্ত জন্মের সংখ্যা;

D = ঐ সময়ের মধ্যে মোট মৃতের সংখ্যা;

I = জনসংখ্যার অভিবাসন; এবং

E = জনসংখ্যার বহির্গমন।

সাধারণত পূর্বের আদমশুমারির তথ্য ব্যবহার করে পরবর্তী কোনো এক সময়ের জনসংখ্যা নির্ধারণ করাই হচ্ছে অভিক্ষেপিত প্রাক্কলন।

অভ্যন্তরীণ অভিগমন (Internal migration)

সাধারণত কোনো একটি দেশের মধ্যে জনসাধারণের আবাসস্থল পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানান্তরকে অভ্যন্তরীণ অভিগমন বলে। রাষ্ট্রীয় সীমানার ভিতরে নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত স্থানে আবাসস্থলে স্থায়ী পরিবর্তনও উল্লিখিত অভিগমনের আওতাভুক্ত।

অমিশ্রিত গড় প্রথম বিবাহ বয়স (Singulate mean age of marriage)

সাধারণত পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে আলাদাভাবে হিসাবকৃত বিভিন্ন বয়স অথবা বয়স শ্রেণীর জনসাধারণের অনুপাতের সারণি থেকে গৃহীত প্রথম বিবাহের গড় বয়স পরিমাপকে অমিশ্রিত গড় প্রথম বিবাহ বয়স বলে।

অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ (Ascribed characteristics)

পদ্ধতিগত উপায়ে জনসংখ্যা যে বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে থাকে অর্থাৎ জনসংখ্যার সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ যা একটি সমাজের মধ্যে সচেতন প্রচেষ্টা অথবা গ্রহণযোগ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদর্শের মাধ্যমে অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষরতা ও শিক্ষার মান, পেশাগত কাঠামো, বৈবাহিক মর্যাদা এবং অনেক সময় ধর্মও অর্জিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic region)

সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসংবলিত অঞ্চল যা মানুষের কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপর পরস্পর ক্রিয়াশীল (চিত্র ১)।

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (Economic characteristics)

একটি জনসংখ্যার অর্থনৈতিক গঠন যা পরোক্ষভাবে জনসংখ্যার ধারাকেও প্রভাবিত করে। এর মধ্যে জনসংখ্যার অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় অংশ, যেমন- কর্মক্ষম জনসংখ্যা (প্রাপ্তবয়স্ক), কর্মরত জনসংখ্যা (অস্থায়ীভাবে কর্মহীন জনসংখ্যাসহ) এবং কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যা ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার পেশাগত কাঠামো ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনৈতিক ভিত্তি (Economic base)

অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য এমন একটি ব্যাপৃত অবস্থা যা থেকে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো সমাজের

অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে শিল্প, আবার কোনো কোনো সমাজের অর্থনীতি কৃষির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থনৈতিক মর্যাদা (Economic status)

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনীতির জন্য সামগ্রিকভাবে কোনো একটি দেশের বা একটি জনগোষ্ঠীর অর্থনীতিক সফলতা লাভ করা (অর্থাৎ শিল্পসমৃদ্ধ দেশ, উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন সমাজ ইত্যাদি)।

অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা (Economically active population)

অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি সমার্থসম্পন্ন এবং বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

(ক) কর্মক্ষম জনসংখ্যা ঃ কার্যত বয়স্ক জনসংখ্যা।
(খ) শ্রমজীবী বা কর্মরত জনসংখ্যা ঃ পুরুষ ও মহিলাসহ সাধারণত যারা কাজে নিয়োজিত কিন্তু যারা সাময়িকভাবে বেকার তারাও এই পর্যায়ভুক্ত।
(গ) কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা ঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃত উৎপাদনশীল খাতে প্রকৃতপক্ষে নিয়োজিত জনসংখ্যা (কর্মহীন জনসংখ্যাকে যুক্ত করে এটি কর্মরত জনসংখ্যা গঠন করে)।

অশিক্ষিত (Illiterate)

যে কোনো ভাষায় লিখতে ও পড়তে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে অশিক্ষিত বলে। অশিক্ষিতের হার নিরূপণ পদ্ধতি নিম্নরূপ :

$$\text{অশিক্ষিতের হার} = \frac{\text{মোট অশিক্ষিত জনসংখ্যা}}{\text{৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সী মোট জনসংখ্যা}} \times \text{১০০}$$

অশোধিত জন্মহার (Crude birth rate)

কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার মধ্যে জীবিত সন্তান সংখ্যার হারকে অশোধিত জন্মহার বলে। কোনো বৎসরে জীবিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বৎসরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে অশোধিত জন্মহার নির্ণয় করা হয়। একে স্থূল জন্মহারও বলে। এই হার নির্ণয়ে নিম্ন সূত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে :

চিত্র ১ ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক অঞ্চল

$$\text{অশোধিত জন্মহার} = \frac{\text{কোনো বৎসরে জন্মানো জীবিত মোট সন্তান সংখ্যা}}{\text{উক্ত বৎসরের মধ্য বছরের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০।$$

সারণি ৩ :বিশ্ব এবং বাংলাদেশে অশোধিত জন্মহারের পরিবর্তন(১৯৫০-১৯৮৫)

এলাকা	প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার		
	১৯৫০-৫৫	১৯৭৫-৮০	১৯৮০-৮৫
সমগ্র বিশ্ব	৩৮.০	২৮.৯	২৭.৩
উন্নত অঞ্চল	২২.৭	১৫.৮	১৫.৫
বিকাশশীল অঞ্চল	৪৫.৪	৩৩.৫	৩১.২
বাংলাদেশ	৪৮.০	৪০.০	৩৫.০

উৎস : UNO. 1989. World Population Situation.

অশোধিত বিবাহ হার (Crude marriage rate)

কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি এক হাজার জনসংখ্যার মধ্যে মোট বিবাহিতের সংখ্যাকে অশোধিত বিবাহ হার বলে। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে এই হার নিরূপণ করা যায় :

$$\mu = \frac{M}{P} \times ১০০০$$

এখানে, μ = অশোধিত বিবাহ হার;

M = নির্দিষ্ট বৎসরে কোনো এলাকার বিবাহিতের সংখ্যা; এবং

P = ঐ সময়ে এলাকায় বসবাসকারী মধ্য বৎসর জনসংখ্যা।

অশোধিত মৃত্যুহার (Crude death rate)

কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি এক হাজার জনসংখ্যার মধ্যে মোট মৃত জনসংখ্যার হারকে অশোধিত মৃত্যু হার বলে।

সাধারণত একক বৎসরের অশোধিত মৃত্যুহার হিসাব করা হয়। বৎসরের মোট মৃতের সংখ্যাকে উক্ত বৎসরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এই হার পাওয়া যাবে। একে স্থূল মৃত্যুহারও বলে। এই হারের সূত্র নিম্নরূপ :

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{\text{কোনো বৎসরের মৃত্যুর মোট সংখ্যা}}{\text{উক্ত বৎসরের মধ্য বৎসর জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

সারণি ৪: পৃথিবীর নির্বাচিত কয়েকটি অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে অশোধিত মৃত্যুহার, ১৯৮০-৮৫

অঞ্চল	অশোধিত মৃত্যুহার	অঞ্চল	অশোধিত মৃত্যুহার
উত্তর আমেরিকা	৯.০	দক্ষিণ আমেরিকা	৮.৬
ইউরোপ	১০.৯	আফ্রিকা	১৯.৭
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	১০.৯	বাংলাদেশ	১১.৫

উৎস ঃ Pupulation Reports: 7: 1989.

অসম প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব (Unbalanced growth theory)

আলবার্ট হার্সম্যান (১৯৫৮)-এর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী উপাদান হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার অভাব, বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অভাব। হার্সম্যান প্রদত্ত অসম প্রবৃদ্ধি তত্ত্বে বলা হয় যে, সুষম প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের কোনো যৌক্তিকতা নাই। কেননা নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমেই শুধু উন্নয়ন আসে না। বরং উপস্থিত বাজারে প্রাধান্য অর্জন এবং আমদানিকে প্রতিরোধ করার মাধ্যমেও উন্নয়ন লাভ করা যায়। প্রত্যেকটি অর্থনীতিতে মৌলিক দ্রব্যসমূহের একটা ন্যূনতম বাজার থাকে। এ ক্ষেত্রে একজন সফল সংগঠক উক্ত বাজারে তার নিজস্ব অংশ বৃদ্ধি করে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে বাজার সৃষ্টি না করে বরং দ্রব্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস, গুণগতমান, বন্টন ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই বাজার সৃষ্টিতে সফলতা লাভ করা যায়।

অসমবর্ণ বিবাহ (Exogamy)

ধর্ম, গোত্র, পরিবার, শ্রেণী ইত্যাদির বাইরে বিবাহ করার রীতি।

অসম্পূর্ণ নিবন্ধীকরণ (Incomplete registration)

জীবন সংক্রান্ত ঘটন সমূহের অন্তত ৯০ শতাংশ উপস্থাপন করে এমন নিবন্ধীকৃত উপাত্তের নির্দেশক হিসেবে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অস্থায়ী অভিগমন (Temporary migration)

একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী বা সীমিত সময়ের মধ্যে যে অভিগমন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে অস্থায়ী অভিগমন বলে। উদাহরণ, একটি নির্দিষ্ট অথবা অর্থনৈতিক এলাকায় চুক্তিকৃত শ্রম শক্তির আমদানীর ফলে অস্থায়ী অভিগমন সংঘটিত হয়।

আ

আংশিক জন্মহার (Partial birth rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট বয়সশ্রেণীতে তালিকাভুক্ত হওয়া। সাধারণত এই বয়সশ্রেণী উন্মুক্ত হয়ে থাকে, তাই এই আংশিক জন্মহার x বয়সের উপযুক্ত এবং বয়োবৃদ্ধ জনসংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে।

আংশিক মৃত্যুহার (Partial death rate)

নির্দিষ্ট কোনো জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট বয়সশ্রেণী পরিত্যাগকারী (মৃত্যুর ফলে) জনসংখ্যা অংশের অনুপাতকে আংশিক মৃত্যুহার বলে।

আক্রান্ত হার (Incidence rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি সম্প্রদায়ের কতজন লোকের একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে তাকে আক্রান্ত হার বলে। এটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত এমন জনসংখ্যাকে অনুপাতে প্রকাশিত করে :

$$\text{আক্রান্ত হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে রোগাক্রান্ত মোট জনসংখ্যা}}{\text{ঐ বৎসরে মধ্য বছর জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

আগমন স্থল (Place of arrival)

কোনো একজন অভিগমনকারীর গন্তব্যস্থল। একজন শরণার্থীর গন্তব্যস্থান বা উপস্থিতি স্থানকেও আগমন স্থল বলা যাবে।

আঞ্চলিক ব্যাধি/রোগ (Endemic disease)

এমন এক ধরনের রোগ যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, মধ্য আফ্রিকার আঞ্চলিক ব্যাধি হচ্ছে পৈত্তিক জ্বর বা পাণ্ডু, আবার বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের বিশেষ আঞ্চলিক রোগ হচ্ছে কুষ্ঠরোগ ও গলগণ্ড।

আত্মজ/আত্মীয় (Sibling)

ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়, বিশেষত কোনো একজনের নিজের ভাই অথবা বোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আদর্শ জনসংখ্যা (Ideal population)

একটি দেশের সহজপ্রাপ্য বা সুলভ সম্পদ দিয়ে যে জনসংখ্যার ভরণ-পোষণ সম্ভব।

আদর্শ পরিবার আকার (Ideal size of family)

কোনো একটি দম্পতি নির্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে প্রতিপালনে সক্ষম যত সংখ্যক সন্তান-সন্ততি গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উচ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সুরক্ষার জন্য সীমিত সন্তান-সন্ততি এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য হয়ে থাকে।

আদিবাসী জনসংখ্যা (Aboriginal population)

কোনো একটি ভৌগোলিক এলাকা অথবা একটি দেশের আদি বসবাসকারী জনসংখ্যা। উদাহরণ, কানাডার এস্কিমো (ইনুইট্‌স্) এবং আমেরিকার চেরোকিরা আদিবাসী জনসংখ্যা।

আদিম অধিবাসী (Native population)

একটি দেশে অতীতে বসবাসকারী মাতা–পিতা থেকে জন্মগ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যারা সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিক।

আন্তঃশুমারি সময় (Intercensal period)

দুটি শুমারির মধ্যবর্তী সময়। সাধারণত অধিকাংশ দেশে দশ বছর অন্তর অন্তর শুমারি গ্রহণ করা হয় এবং দুটি শুমারির মধ্যবর্তীকালীন সময়কে আন্তঃশুমারি সময় বলে অভিহিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক অভিগমন (International migration)

জাতীয়/রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট (আন্তর্জাতিক) সীমানা অতিক্রম করে সাধারণ আবাসস্থলের পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার ভৌগোলিক অথবা স্থানিক পরিবর্তনকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে।

আবদ্ধ জনসংখ্যা (Closed population)

এমন একটি জনগোষ্ঠী যার ভিতরে এবং বাইরে কোনো অভিগমন হয় না এবং যার ফলে শুধু জন্ম এবং মৃত্যুর মাধ্যমেই জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে।

আবাসস্থল (Habitat)

এমন একটি অঞ্চল বা পরিবেশ যেখানে একটি বিশেষ ধরনের জীব স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে আবাসস্থল হচ্ছে এমন একটি জটিল মানবীয় পরিবেশ যেখানে মানুষ বাস করে এবং সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপনে প্রয়াস পায়।

আবাসস্থান (Place of residence)

সাধারণভাবে এক ব্যক্তি যেখানে তার আবাসস্থল স্থাপন করেছে।

আবাসিক এলাকা (Residential area)

বিস্তীর্ণ আকারের মনুষ্য বসতি–ব্যাপক অর্থে এটি পল্লী এবং শহুরে বসতি একসাথে হতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে ঘর–বাড়ি সমৃদ্ধ এলাকাই আবাসিক এলাকা।

আবাসিক কাঠামো (Residential structure)

কোনো একটি পূর্বস্থিরকৃত এলাকায় বসতবাটির ভৌত গঠন কাঠামো।

আবাসিক জনসংখ্যা (Resident population)

আদমশুমারির সংজ্ঞানুসারে এটি বিধানত জনসংখ্যা হিসেবেও পরিচিত যারা সাধারণত আবাসিক জনসংখ্যা। গণনার ক্ষেত্রে সাধারণত বাড়িতে বসবাসকারী লোকজন (যারা সাময়িকভাবে বসবাস করছে তারাও অন্তর্ভুক্ত) যারা ঐ সময়ে উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকতে পারে তাদের সবাইকে ঐ বাড়ির আবাসিক জনসংখ্যা বলে ধরা হয়।

আয়তনিক সুবিধা (Ecornomy of scale)

কোনো ব্যাপক আকারের উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতি একক উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার ফলে যে বাড়তি মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়, তাই–ই আয়তনিক সুবিধা। খামার বা কারখানার আকার বৃদ্ধি তথা উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের গড় খরচ কমে আসতে থাকে। ঐ খামার বা কারখানার বৃদ্ধির সাথে প্রাপ্ত আয়তনিক সুবিধাদির অনেকখানিই নির্ভর করে বাজার, সময়সাপেক্ষে ঐ দ্রব্যের চাহিদা, প্রকৌশলগত জ্ঞানের মাত্রা এবং এর ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উপর।

আয়ুষ্কাল (Longevity)

এটি এক ব্যক্তির জীবনের দীর্ঘতা। জনমিতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার গড় দীর্ঘতর স্থিতিকে আয়ুষ্কাল বিবেচনা করা হয়।

আরিয়াগা প্রজননশীলতা পরিমাপ সূচক (Arriaga fertility technique)

এটি বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজনন হার নিরূপণ বা পরিমাপ করার পদ্ধতি। মাতৃ বয়স অনুযায়ী সকল শিশু জন্ম সংখ্যার পরিলক্ষিত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই হার নিরূপণ করা হয় যা সময়ের দুই বা ততোধিক পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য।

আশ্রয়স্থল (Asylum)

এমন একটি স্থান যেখানে শরণার্থীরা সাময়িক সময়ের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। অধিকাংশ সময় পরিত্যক্ত স্থানসমূহ শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার যে স্থানে শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান করা হয় তাকে আশ্রয় স্থান বলে।

ই

ইকুমেনোপলিস (Ecumenopolis)

সি. এ. ডক্সিয়াডিস (১৯৬৮) এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন। তিনি এই শব্দ দিয়ে এমন একটি ভবিষ্যৎ নগরীর কথা কল্পনা করেছেন যা একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে একটি মাত্র বসতি ক্ষেত্রে পরিণত করবে। এর মাধ্যমে বর্তমানে পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত নগর এলাকাসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ইকুমেনোপলিসের স্থানিক সীমানার বিস্তৃতি হবে অপেক্ষাকৃত সমতল এবং মনুষ্য বসবাসের উপযোগী জলবায়ু সম্পন্ন স্থান পর্যন্ত।

ইসলাম (ধর্ম) (Islam)

মুসলমানদের ধর্ম, যারা মনে করে আল্লাহ্‌ই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত পয়গম্বর/রসুল। ইসলামের প্রধান নীতিসমূহ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত। প্রধান বিশ্বাস–আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং হযরত মোহাম্মদ (দ:)কে আল্লাহ প্রেরিত রসুল বা নবী বলে স্বীকার করা। প্রধান ধারা–সুন্নিহ ও শিয়া।

নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে ইসলামই প্রধান ধর্ম।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী/মুসলমান (Muslim)

ইসলাম ধর্মানুসারী/ধর্মে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী। বিশ্বে প্রায় ১,০১৪ মিলিয়ন মুসলমান রয়েছে।

ইহুদী (Jew)

ইহুদী ধর্মানুসারী ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকাংশই এখন ইসরাইলে বসবাস করে। তারা সংখ্যায় প্রায় ১৮,১৫৩,০০০ জন।

উ

উৎপত্তিস্থল (Place of origin)

এমন একটি স্থান যেখান থেকে একজন অভিগমনকারী তার যাত্রা শুরু করে। শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য।

উদ্বর্তন সম্ভাব্যতা (Survivorship probabilities)

একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যার অনুপাত যারা পরবর্তীকালে একটি নির্দিষ্ট বছর পর্যন্ত বাঁচবে বলে আশা করা হয়।

উদ্বর্তন হার/অনুপাত (Survival ratio/rate)

জনমিতিক বিশ্লেষণে উদ্বর্তন হার বা অনুপাত প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বয়স শ্রেণীভিত্তিক পূর্বের শুমারিকৃত আবদ্ধ জনসংখ্যা এবং পরবর্তী শুমারি বৎসরের জনসংখ্যার অনুপাতই হচ্ছে উদ্বর্তন হার বা অনুপাত। এই অনুপাত দুটি শুমারি বৎসরের বয়স তালিকা বা জীবন তালিকা থেকে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই হার সাধারণত পর পর দুটি শুমারি বৎসরের জনসংখ্যা এক বয়সশ্রেণী থেকে পরবর্তী বয়সশ্রেণীতে অতিক্রম করার সময় প্রতি ১০০ জনে কতজন বেঁচে থাকবে তাই বুঝায়।

উন্নত অঞ্চল (Developed region)

অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসরমান অঞ্চল (অধিকাংশ সময়ে কতকগুলি দেশের সমন্বয়ে গঠিত) যা উচ্চ স্থূল জাতীয় উৎপাদন সমৃদ্ধ এবং অতিমাত্রায় শিল্প সমৃদ্ধ, যেমন, পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর-পূর্ব আমেরিকা (চিত্র ১ : দ্রষ্টব্য)।

উন্নত দেশ (Developed country)

উচ্চ স্থূল জাতীয় উৎপাদন এবং অতিমাত্রায় শিল্পোন্নত অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসরমান দেশই উন্নত দেশ; যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান প্রভৃতি।

উপকণ্ঠ নগর এলাকা (Periurban area)

একটি নগর এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা। এটি নগর প্রান্ত এলাকা নামেও পরিচিত এবং এই এলাকার জনসংখ্যা প্রধানত নগরীর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

উপজাতি গ্রন্থনা/গোষ্ঠী (Ethnic composition/group)

একটি দেশে মূল জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সাধারণভাবে অপ্রকট এবং স্থানীয় জৈব ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্যপূর্ণ জনসমষ্টিকে উপজাতি গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বর্ণ, দৈহিক, গড়ন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ভাষা ও বাচনভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ও আপ্যায়ন, আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি তথা জীবনধারার খুঁটিনাটি প্রতীয়মান ও অপ্রতীয়মান নানাবিধ উপাদানসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল জনসংখ্যা থেকে ভিন্ন, তবে এরা জাতীয় মূলধারা ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহে এই জাতীয় উপজাতি গোষ্ঠী বসবাস করে থাকে।

উপশহর (Satellite town)

কোনো কোনো নগর উপকণ্ঠ এবং অসংযুক্ত নগর এলাকায় কিছু পরিমাণে নগর বা নগরসদৃশ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নগরের প্রান্ত এলাকায় সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে প্রধান নগরের উপর নির্ভরশীল হয়ে কিছু শহুরে ভাবাপন্ন স্থান গড়ে উঠতে পারে। এ গুলিই উপশহর হিসেবে পরিচিত (চিত্র ২)।

উপাত্ত (Data)

একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সারিবদ্ধ বা সুশৃংখল তথ্যমালা। এটি হতে পারে পরিমাণগত, যেমন, আদমশুমারি তথ্য; অথবা গুণগত, যেমন, নৃতাত্ত্বিক তথ্য; অথবা মনুষ্য সংস্কৃতি, জীবনধারা তথ্য ইত্যাদি।

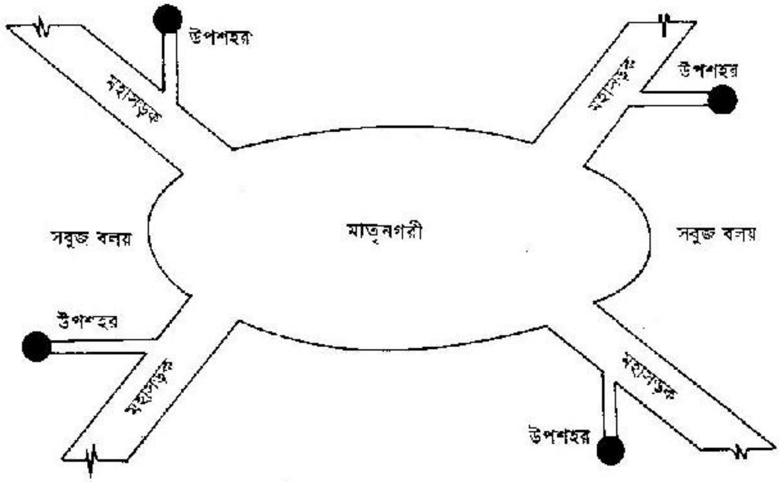

চিত্র ২.৪ উপশহর

উপাদান পদ্ধতি (Component method)

শুমারি পরবর্তী জনসংখ্যা অভিক্ষেপ বা প্রাক্কলন করতে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়; যথা, উপাদানমূলক ও অন্যটি গাণিতিক পদ্ধতি। আলোচ্য বিষয়টি জনসংখ্যা নিরূপণ বা অভিক্ষেপণের এমন একটি পদ্ধতি যার মধ্যে জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদানসমূহ (জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমন) ব্যবহৃত হয়। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জনসংখ্যার ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সহভাগ উপাদান পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে।

উপার্জনশীল নিয়োগ (Gainful employment)

একজন লোকের বহুকাল যাবৎ একটি কাজে নিয়োজিত হওয়া যাকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে বিবেচনা করা হয়।

উপার্জনশীল পেশা (Gainful occupation)

এমন একটি পেশা যেখানে একজন লোক বহুদিন নিয়োজিত আছে এবং সে এটাকে তার আয়ের সুযোগ্য উৎস বলে বিবেচনা করে। উপার্জনশীল পেশার কোনো সুস্পষ্ট সময়সীমার উল্লেখ থাকে না। এটি একজন লোকের কর্মজীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে জীবনব্যাপী "স্বাভাবিক" কর্মকাণ্ড নির্দেশ করে থাকে।

উর্বরাকাল (Fertile period)

জীবনের যে সময়কালে একজন মহিলার অন্তঃসত্ত্বাবস্থা বা গর্ভধারণ সম্ভব। শরীরতত্ত্বীয় শাস্ত্রমতে ১৩-৪৯ বছর বয়সশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের এই হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

ঊ

ঊনকর্মসংস্থান (Under employment)

একটি অবিচ্ছিন্ন কার্যকর আচরণের মাঝে সম্পূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্বের মাঝামাঝি অবস্থা বিরাজ করে। এই অবিচ্ছিন্নতার যে কোনো অবস্থানে যে কোনো কাজের পরিমাণকে ঊনকর্মসংস্থান বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারে নিয়োগকৃত একদল ব্যক্তি সম্পাদিত কাজের পরিমাণ এবং সাধারণ সামর্থ্যানুসারে তারা যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে পারে তার মধ্যকার পার্থক্যকে ঊনকর্মসংস্থান বলে।

ঊষরতা (Infertility)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় উন্নীতকরণের প্রচেষ্টাকে ঊষরতা বলে; অর্থাৎ এক অথবা দুই বছর যাবৎ অরক্ষিত যৌন সংসর্গ করার পরও উর্বরতা সৃষ্টি না হলেও তাকে ঊষরতা বলে (সারণি ৫)।

সারণি ৫: নির্বাচিত অঞ্চল ও বাংলাদেশের ঊষরতা হার

অঞ্চল/দেশ	ঊষরতা হার	অঞ্চল/দেশ	ঊষরতা হার
আফ্রিকা	১০.১	ইউরোপ	৫.৪
ক্যারিবিয়ান অঞ্চল	৬.৫	উত্তর আমেরিকা	৬.০
ল্যাটিন আমেরিকা	৩.১	এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	৪.৮
মধ্যপ্রাচ্য	৫.৪	বাংলাদেশ	৪.০

উৎস : Statesman's Year Book, 1991.

ঋ

ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Negative population growth)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার প্রকৃত ক্রমহ্রাসমানতা। জনসংখ্যায় প্রকৃত সংযোজন হার ১ এর নিচে হলে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং এই অবস্থাকে ঋণাত্মক জনসংখ্যাবৃদ্ধি বলে।

ঋতুভিত্তিক অভিগমন (Seasonal migration)

নির্দিষ্ট ঋতুতে উদ্দেশ্য ভিত্তিক অভিগমন। ক্ষুদ্র পরিসরে চারণশীল যাযাবরগণ স্থানান্তর ও ঋতুভিত্তিক অভিগমনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অন্যান্য শিল্প, যেমন, মাছ ধরা, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফল কৌটাজাতকরণ, সঞ্চিত হীরক অথবা স্বর্ণ খনিতে কাজ, পর্যটন, শস্য কর্তন ইত্যাদি সবই ঋতুভিত্তিক এবং অভিগমনকারী শ্রমিকরা এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ঋতুভিত্তিক কর্মসংস্থান (Seasonal employment)

একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে সম্পন্নকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা প্রত্যেক ঋতুতে একটা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে। যেমন, শস্য আবাদ বা কর্তন করা। ফল সংগ্রহ করাও ঋতুভিত্তিক কাজ।

ঋতুভিত্তিক বেকারত্ব (Seasonal unemployment)

কিছু নির্দিষ্ট ঋতুতে কাজের অভাবজনিত অবস্থা। আর্দ্র অঞ্চলভুক্ত কোনো কোনো দেশে দীর্ঘ সময়ব্যাপী বর্ষাকাল, কর্মসংস্থানের জন্য আপদকালীন সময় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এ ধরনের বেকারত্ব এই সময়ে প্রকটতর হয়।

এ

এক বিবাহ (Monogamy)

এককালে একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার দাম্পত্য জীবন ব্যবস্থা।

এক বিবাহচারী (Monogamous)

একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে বিবাহ করার রীতিকে এক বিবাহচারী বলে।

একক পিতা অথবা মাতা/অভিভাবক (Single parent)

পিতামাতার মধ্য থেকে একজন, হয় পিতা না হয় মাতা, যখন তাদের সন্তান-সন্ততিদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তালাক অথবা বিবাহ অথবা সম্মত বিবাহে যেখানে পতি বা পত্নীর যে কোনো একজন এই ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন একক অভিভাবক জনিত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এককেন্দ্রিক পরিবার (Nuclear family)

পিতা, মাতা এবং সন্তান–সন্ততিসহ গঠিত প্রাথমিক পরিবার।

ঐ

ঐতিহাসিক জনমিতি (Historical demography)

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে অনুধিত জনমিতি। প্রধানত কালিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো দেশের বা অঞ্চলের জনমিতিক পরিবর্তন পর্যালোচনা এই বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য।

ঔ

ঔপনিবেশিক জনসংখ্যা (Colonial population)

একটি ঔপনিবেশিক দেশে বসবাসকৃত জনগোষ্ঠী। একটি জনগোষ্ঠী অপর দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক জনসংখ্যার গোড়াপত্তন করে থাকে।

ঔপনিবেশিক দেশ (Colonial country)

অন্য একটি দেশ কর্তৃক উপনিবেশ স্থাপন অথবা রাজনৈতিকভাবে অধিকৃত/শাসিত দেশকে ঔপনিবেশিক দেশ বলে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৭ এর আগে বৃটিশ সাম্রাজ্য কর্তৃক ভারত উপমহাদেশটি ঔপনিবেশিক দেশ হিসাবে গণ্য হতো। সাম্প্রতিক কালে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভাঙনের ফলে উপনিবেশের সংখ্যা দ্রুত গতিতে হ্রাস পেয়েছে।

ঔপনিবেশিকীকরণ (Colonization)

নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী দ্বারা কোনো দেশে বা অঞ্চলে নতুন বা বসতহীন এলাকায় বসতি স্থাপন। যেমন, ১৯শতকে আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা বাঙালি জনগোষ্ঠী দ্বারা ঔপনিবেশিককরণ হয়।

ক

কর্মসংস্থান (Employment)

কোনো একটি স্বীকৃত/অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে এক ব্যক্তির প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী চাকুরি নেওয়া বা নিয়মমাফিক কোনো পেশা বা কর্মে নিয়োজিত হওয়াকে কর্মসংস্থান বলে।

কর্মী জনসংখ্যা (Active population)

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি দেশের কর্মী জনসংখ্যা হচ্ছে শ্রম–উপযুক্ত বয়সী (বয়স্ক) জনসংখ্যা (বেকার ও শ্রমে নিযুক্ত জনসংখ্যা এর অন্তর্ভুক্ত)। প্রায় সকল দেশে মহিলা ও পুরুষভেদে এই জনসংখ্যার পার্থক্য হতে পারে (চিত্র-৩) এই পার্থক্যকরণ প্রধানত 'শ্রমশক্তি' সংক্রান্ত সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল।

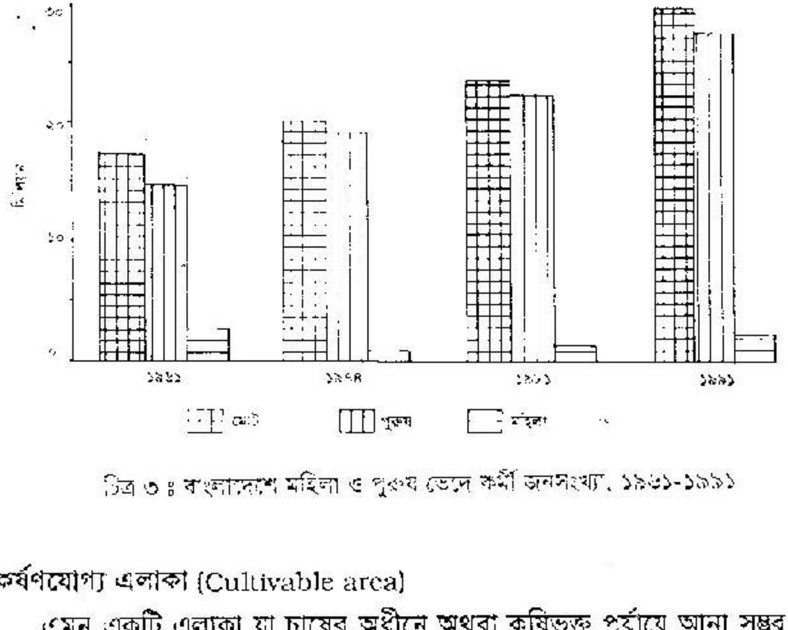

চিত্র ৩ ঃ বাংলাদেশে মহিলা ও পুরুষ ভেদে কর্মী জনসংখ্যা, ১৯৬১-১৯৯১

কর্ষণযোগ্য এলাকা (Cultivable area)

এমন একটি এলাকা যা চাষের অধীনে অথবা কৃষিভুক্ত পর্যায়ে আনা সম্ভব। অনেক সময়ে বনভূমি বা অগভীর জলাশয় অপসারণ করে কর্ষণযোগ্য এলাকা উদ্ধার করা হয়ে থাকে।

কর্ষিত এলাকা (Cultivated area)

এমন একটি এলাকা যা প্রত্যক্ষভাবে কর্ষিত হয়েছে অথবা কৃষিকাজের অধীনে আনা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্ষিত এলাকার পরিমাণ বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থার উপর সরাসরি নির্ভরশীল (চিত্র ৪)।

কাঙ্ক্ষিত পরিবার আকার (Desired family size)

স্ত্রীর প্রজননকালীন সময়ে কোনো এক দম্পতির বা পরিবারের অভিপ্রায়িত সংখ্যক সন্তানকে কাঙ্ক্ষিত পরিবার আকার বলে।

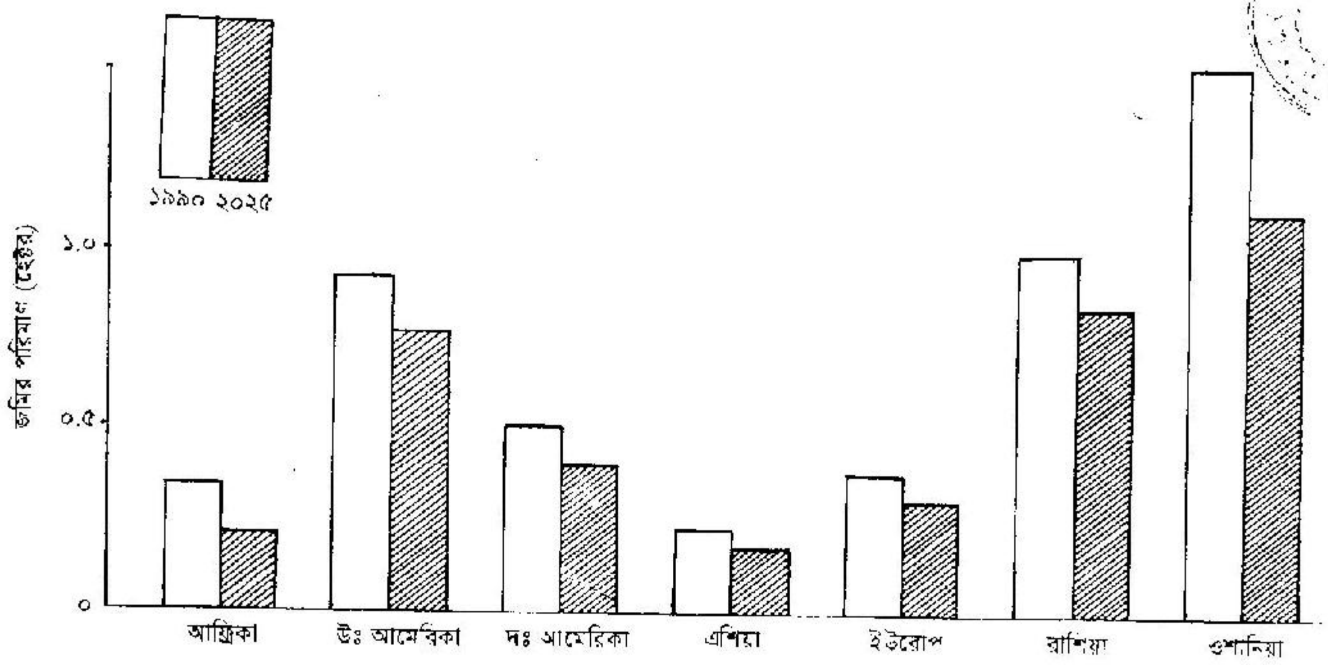

চিত্র ৪ ঃ মাথাপিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ, ১৯৯০-২০২৫

কাম্য জনসংখ্যা (Optimum population)

কোনো দেশের কাম্য জনসংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যক লোকজন যারা মাথাপিছু সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক মুনাফা পায়। মাথাপিছু মোট উৎপাদন অথবা মাথাপিছু আয় থেকে এই মুনাফা নির্ধারিত হয়; অথবা এমন একটা অবস্থা যেখানে প্রতি শ্রমিকের প্রান্তিক এবং গড় উৎপাদন একই।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Optimum population theory)

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব হচ্ছে জনসংখ্যার এমন একটি আকার যেখানে বিভিন্ন সময়ে পরিমাপকৃত মাথাপিছু আয় এবং উৎপাদন সর্বোচ্চ অথবা অন্যান্য প্রধান অর্থনৈতিক সূচক, যেমন, অর্থনৈতিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান, প্রকৃত আয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক কার্যে নিয়োগ ইত্যাদির উচ্চ মাত্রায় অবস্থান করে।

কারণ-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার (Cause specific death rate)

কারণ-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার হচ্ছে এমন একটি মৃত্যুহার যা নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যায় বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট বৎসরে বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু অর্থাৎ কারণ-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার নিম্নরূপে বের করা যায় :

$$\text{কারণ-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার} = \frac{D_c}{Q} \times ১,০০,০০০$$

যখন, D_c = নির্দিষ্ট বছরে বিশেষ রোগে মৃত্যু সংখ্যা এবং

Q = একই বছরে মধ্যবছর জনসংখ্যা।

কার্যকর প্রজননশীলতা (Effective fertility)

কার্যকর প্রজননশীলতা হচ্ছে প্রজননশীলতার এমন একটি পরিমাণ বা হার যেখানে শিশু মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রজননশীলতার পরিমাপ বা হার।

কার্যত জনসংখ্যা (De-facto population)

জনসংখ্যার ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে যে অবস্থানে/স্থানে রয়েছে তাকে সেই অবস্থানে/স্থানে গণনাই কার্যত জনসংখ্যা বলে। অর্থাৎ সাময়িকভাবে অনুপস্থিতদের বাদ দিয়ে কোনো একটি ভৌগোলিক এলাকায় একটি নির্দিষ্ট

সময়ে প্রকৃত উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে গণনাকৃত জনসংখ্যাকে কার্যত জনসংখ্যা বলে।

কৃত্রিম সাদৃশ্য/প্যারিটি (Synthetic parity)

বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা হারের সময় ভিত্তিক সারণি থেকে অনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত অনুমিত সহভাগীদের জন্য কৃত্রিম সাদৃশ্য হিসাব করা হয়।

কৃষি জনসংখ্যা (Agricultural population)

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে যে সমস্ত জনসংখ্যা কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে কৃষি জনসংখ্যা বলে।

কৃষি শ্রমিক (Agricultural labour)

কৃষিকাজে সরাসরি নিয়োজিত শ্রম শক্তিই কৃষি শ্রমিক।

কৃষ্ণ আমেরিকান (Black American)

আফ্রিকা মহাদেশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা কৃষ্ণ আমেরিকান। মূলত ঔপনিবেশিক আমল তথা ১৮শ ও ১৯শ শতকে শ্বেত বর্ণের লোকদের উপনিবেশ স্থাপনে সাহায্যের জন্য জাহাজযোগে আমেরিকা মহাদেশে আনীত কৃষ্ণ দাসরা ছিল এদের পূর্ব পুরুষ।

কৃষ্ণবর্ণ জনসংখ্যা (Coloured population)

কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ জনগোষ্ঠী। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো জনগোষ্ঠী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণ জনসংখ্যা এর অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Central place)

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনশীল ভূমি যা এককভাবে তার মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণকে ধারণ করে এবং সেখানকার অত্যাবশ্যকীয় সেবাদান সম্পন্ন করে। এই সেবা যখন পার্শ্ববর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে কেন্দ্রীয় কৃত্য বলে এবং সেখানে বসতি গড়ে উঠলে তাকে কেন্দ্রীয় অঞ্চল বলে।

কেন্দ্রীয় হার (Central rate)

জনমিতিতে একটা বিশেষিত পরিমাপ যেখানে বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যাই হচ্ছে হর (denominator)। বিভিন্ন ধরনের জনমিতিক পরিমাপে এই হার ব্যবহার হয়।

কোয়াসি-জনসংখ্যা বিশ্লেষণ (Quasi-population analysis)

অভিগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন একটি আদর্শ জনসংখ্যা যার উপর ভিত্তি করে জনমিতিক বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ সময় যাবৎ প্রজননশীলতা হার স্থির অবস্থায় থাকে এবং মরণশীলতার প্রবণতা নিম্নাভিমুখী হয়।

কোয়াসি-স্থির জনসংখ্যা (Quasi-stable population)

যখন কোনো প্রকৃত জনসংখ্যা একটি স্থায়ী মডেল দিয়ে যুক্তিযুক্ত প্রত্যাসন্ন হয়, তখন তাকে কোয়াসি-স্থির জনসংখ্যা বলে। যে কোনো ধরনের হিসাব যা মডেল থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করে তা কোয়াসি-স্থির পরিমাপ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

কোল-ট্রাসেল মডেল প্রজননশীলতা পদ্ধতি (Coale-Trussele model fertility schedule)

কোনো জনগোষ্ঠীর প্রজননশীলতার ধারা নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত একটি আদর্শ বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজননশীলতা তফসিল।

কোল-ডেমনি আঞ্চলিক মডেল জীবন সারণি (Coal-Demney regional model life table)

পর্যবেক্ষণলব্ধ একটি নির্দিষ্ট মরণশীলতা ঘটন বিবরণ থেকে প্রস্তুতকৃত জীবন সারণিকে মডেল জীবন সারণি বা কোল-ডেমনি আঞ্চলিক মডেল জীবন সারণি বলে।

ক্যারবেজ-ফার্গুজ মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Courbage-Fargues mortality technique)

কেন্দ্রীয় মৃত্যুহারের ভিত্তিতে বয়স ও লিঙ্গভেদে সরকারি নথিপত্রে সংরক্ষিত মৃত্যুর নিবন্ধকরণের পদ্ধতি। এটি করা হয় বয়স ও লিঙ্গভেদে বর্ণিত জনসংখ্যার নির্বাচিত জীবন সারণি থেকে।

ক্যারিয়ার সূচক (Carrier index)

জন্ম, মৃত্যু ও অভিগমনের অতীত ধারার উপর নির্ভরশীল বয়স বিন্যাসে কিছু অসঙ্গতি থাকতে পারে। এর সাথে সংখ্যাগত পক্ষপাত জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। একটি জনগোষ্ঠীর বয়স বিন্যাস সংশোধনে ক্যারিয়ার সূচক একটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিমাপ, কারণ বয়স কাঠামো ও বয়স পরিসরের সংখ্যাতাত্ত্বিক পক্ষপাত এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ক্রমধাপীয় অভিগমন (Step migration)

এমন এক ধরনের অভিগমন প্রক্রিয়া যেখানে একজন অভিগমনকারী ধাপে ধাপে, তথা নিম্ন ধাপীয় কেন্দ্র থেকে উচ্চ ধাপীয় কেন্দ্রে অভিগমন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে; অর্থাৎ, গ্রাম থেকে ছোট শহর এবং পরে বড় শহরে। এটি দুই ধরনের হতে পারে: (১) সরল ধাপীয় অভিগমন—যেখানে একজন অভিগমনকারী গ্রাম থেকে শহরে বাসস্থানে একেবারেই অথবা কয়েকবারে অভিগমন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে; এবং (২) জটিল ধাপীয় অভিগমন—যেখানে একজন অভিগমনকারী ছোট শহর থেকে নিম্নধাপীয় নগরকেন্দ্রে এবং পরে বড় শহরে স্থানান্তরিত হয়।

ক্ষুদ্রগ্রাম/পল্লী/পাড়া (Hamlets)

কতকগুলি ঘরবাড়ি নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামীণ বসত। বাংলাদেশে এটি একটি পাড়ার সমান; এবং কতকগুলি পাড়া নিয়ে একটা গ্রাম বা মৌজা গঠিত হয়।

খ

খাদ্যচক্র (Food cycle)

বিভিন্ন জীব অপর জীব ভক্ষণ করে এবং এ সকল জীব আবার অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয়ে খাদ্য শক্তির উৎস উদ্ভিদ থেকে শক্তির যে রূপান্তর ঘটায় তাই খাদ্য চক্র। প্রত্যেক রূপান্তরের সময় খাদ্যের স্থিতি শক্তির একটা বড় অংশ তাপ হিসেবে হারিয়ে যায়। প্রত্যেক পর্যায়ের বা স্তরের সংখ্যা সীমিত এবং তা সাধারণত চার কি পাঁচ। খাদ্য চক্র যত ছোট হবে জীব-ভর হিসেবে পরিবর্তন করার জন্যে তত বেশি শক্তি পাওয়া যাবে।

খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Self-sufficiency in food production)

একটি দেশের জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন। নিম্ন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধিতে উচ্চহারে খাদ্য উৎপাদন অথবা কম জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন বেশিমাত্রায় করে খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যেতে পারে।

খানা (Houschold)

খাদ্য এবং জীবনরক্ষাকারী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্রের বন্দোবস্তকারী এক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি একই পরিবারভুক্ত একদল ব্যক্তি যারা একই চুল্লী ব্যবহার করে।

খানা জরিপ (Household survey)

খানা পর্যায়ে পরিচালিত/নিয়ন্ত্রিত জরিপের গণনা কার্যক্রম। মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কর্মকাণ্ডে জরিপের নিম্নতম একক হিসাবে এরূপ জরিপ অপরিহার্য।

খানা তালিকা (তফসিল) (Household schedule)

খানা পর্যায়ে ব্যবহৃত জনমিতিক তথ্যের সারণি। সাধারণভাবে একটি খানার প্রত্যেক সদস্যের বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক মর্যাদা, শিক্ষার অবস্থা, পেশা, জন্মস্থান, ইত্যাদি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

খানাভিত্তিক কর্ম/পারিবারিক কর্ম (Household work)

খানাভিত্তিক কর্মকাণ্ড, যা সদস্য বিশেষে প্রধান কর্ম হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশে কৃষিকাজ প্রধানত খানাভিত্তিক কর্ম।

খানা শুমারি (Household census)

খানা পর্যায়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত শুমারিকে খানা শুমারি বলে। আদমশুমারির সময় এই শুমারি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবার নমুনা জরিপের ভিত্তি হিসাবে এরূপ শুমারি প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহীত হয়।

খানার গঠন (Household composition)

কোনো একটি বাড়ি বা খানার জনমিতিক গঠন। এতে প্রধানত বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা, ধর্ম প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়।

খামার জনসংখ্যা (Farm population)

অর্থনৈতিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা অথবা কৃষিক্ষেত্র বা কৃষিনির্ভর গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যা। কোনো কোনো দেশে একে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকৃত এলাকার একটি ক্ষুদ্রতম এককরূপে গণ্য করা হয়।

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী (Christians)

যীশু খ্রিষ্টের ধর্ম ও তার দীক্ষা স্বীকারকারী ও অনুসরণকারী জনগোষ্ঠীকে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী বলে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১,৮৬৯ মিলিয়ন খ্রিষ্টান আছে। মধ্যযুগ শুরুর কালপর্ব থেকে খ্রিষ্ট ধর্ম কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছেঃ ক্যাথোলিজম, অর্থোডক্স ও প্রটেস্টান্টিজম।

গ

গড় জনসংখ্যা কেন্দ্র (Mean centre of population)

জনসংখ্যা বিন্যাসের এমন কেন্দ্র বিন্দু যেখানে জনসংখ্যার প্রত্যেকটি একক একটি অনুমিত সমতলের উপর সমান আবশ্যকতা/প্রভাব নিয়ে বসবাস করছে বলে মনে করা হয় এবং ঐ সমতল জনসংখ্যাকে সাম্যাবস্থায় রাখে। জনসংখ্যার স্থানিক পরিবর্তনের সাথে এই কেন্দ্রেরও পরিবর্তন হয় এবং জনসংখ্যার বিস্তারণ এই কেন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

গড় বয়স (Mean age)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার গড় বয়স। এই গড় বয়স থেকে একটি জনসংখ্যার সামগ্রিক বয়স কাঠামোর প্রকৃতি অনুমান করা যায়। যেমন, নিম্ন গড় বয়স সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যায় শিশু-কিশোর জনসংখ্যার আধিক্য নির্দেশ করে।

গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (Average annual growth rate)

মূল জনসংখ্যার শতকরা হারে প্রকাশিত এমন একটি সংখ্যাত্মক হার যা একটি নির্দিষ্ট বৎসরে জনসংখ্যার সামগ্রিক বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রকাশ করে।

গড় বিবাহ বয়স (Mean age at marriage)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যে বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সেই বয়সের গড়ই গড় বিবাহ বয়স। বাংলাদেশের জন্য পুরুষদের গড় বিবাহ বয়স ২৫ এবং মহিলাদের ১৮ বৎসর।

গণ অভিগমন (Mass migration)

যখন অভিগমন—একটি ধারা, একটি সংস্থাপিত দৃষ্টান্ত, অনুমিত সমন্বিত আচরণ এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করার রীতিতে পরিণত হয় তখনই গণ অভিগমন সংগঠিত হয়। পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণঅভিগমনের ফলে প্রধান বসতিসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কৃষি অথবা খনি এলাকার উন্মুক্তকরণ, পরিবহণ জালের বিস্তার এবং অধিকাংশ সময়ে কোন এলাকার অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কারণে গণঅভিগমন কার্যকর হয়।

গণদারিদ্র্য (Mass poverty)

অর্থনৈতিক উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে এবং সেবা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে জীবনযাত্রার মানের তীব্রাবনতিকে গণ দারিদ্র্য বলে। জনসংখ্যার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস,ব্যাপক পুষ্টিহীনতা প্রভৃতির মাধ্যমে গণ দারিদ্র্য প্রকাশ পায়।

গণনা (Enumeration)

উপাত্ত সংগ্রহ (এই ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপাত্তকেই বুঝানো হয়েছে)। নিচের যে কোন একটি পদ্ধতিতে গণনা পরিচালিত হয় :

১) সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি;
২) স্বয়ংগণনা পদ্ধতি ; এবং
৩) খানা পর্যায়ে গণনা পদ্ধতি।

গণনা–উত্তর জরিপ (Post-enumeration survey)

স্বাধীনভাবে নমুনা পদ্ধতির মাধ্যমে কোন নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে পুনঃগণনার মাধ্যমে ইতিপূর্বে সম্পন্নকৃত কোনো নির্ভুলতা সার্থকতার মাত্রা নিরূপণের জন্য পরিচালিত জরিপকে গণনা–উত্তর জরিপ বলে। সাধারণত কোনো পূর্ণ আদম শুমারির সার্থকতা নির্ণয়ের জন্য নমুনার মাধ্যমে এই ধরনের জরিপ পরিচালিত হয়।

গণ প্রস্থান/হিজরত (Exodus)

বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় সংঘাতের কারণে একটি এলাকা থেকে একদল জনসংখ্যার অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান।

গণহত্যা (Genocide)

একটি জনগোষ্ঠীকে বা তার অংশবিশেষকে সুপরিকল্পিত ভাবে উন্মূলন বা বিনাশ করে দেওয়া। ১৯৪৩ সালের নাৎসী শাসনামলে ইহুদী এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত বাঙালীদের নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৭১এ মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে পাকিস্তানবাহিনী বাংলাদেশে প্রায় তিন মিলিয়ন জনসংখ্যা হত্যা করে। এই সমস্ত গণহত্যার উদাহরণ।

গতায়ত বলয় (Commuting zone)

কোনো পৌর জনপদের চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকার যতদূর থেকে শ্রমোপজীবী, চাকুরীজীবী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী দৈনিক ঐ পৌর জনপদে এসে স্ব স্ব প্রয়োজন শেষে গৃহে ফিরে যায় তাকে গতায়ত বলয় বলে। আমাদের দেশে এটা সাধারণভাবে দৈনিক গতায়ত এলাকা নামে পরিচিত।

গর্ভধারণ (Pregnancy)

গর্ভাবস্থা অথবা মহিলাদের সন্তান ধারণ করাই হচ্ছে গর্ভধারণ।

গর্ভধারণ অপচয় (Pregnancy wastage)

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর যে কোনো অবস্থায় স্বেচ্ছাপ্রসূত গর্ভপাত এবং মৃত সদ্যজাত সন্তানদান সহ একজন মহিলার গর্ভাবস্থা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়াকে গর্ভধারণ অপচয় বলে।

গর্ভধারণ ইতিহাস (Pregnancy history)

একজন মহিলা কর্তৃক বর্ণিত তার সবকয়টি অন্তঃসত্ত্বাবস্থা সংঘটনের তারিখ এবং সংখ্যার বর্ণনা। এর মধ্যে গর্ভধারণের ফলে জন্মগ্রহণকৃত জীবিত সন্তান, সদ্যজাত সন্তান, ভ্রূণমৃত্যুও অন্তর্ভুক্ত।

গর্ভ নিরোধক (Contraceptive)

যে পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভনিরোধন কার্যকর করা হয়। গর্ভনিরোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে স্থায়ী পদ্ধতি (যেমন, স্বামী ও স্ত্রী বন্ধ্যাকরণের মাধ্যমে); অস্থায়ী পদ্ধতি (যেমন, স্ত্রীদের খাওয়ার বড়ি গ্রহণ এবং স্বামীদের কনডম ব্যবহার); অথবা সনাতন পদ্ধতি (যেমন,নিরাপদ কাল মেনে চলা) (চিত্র-৫)।

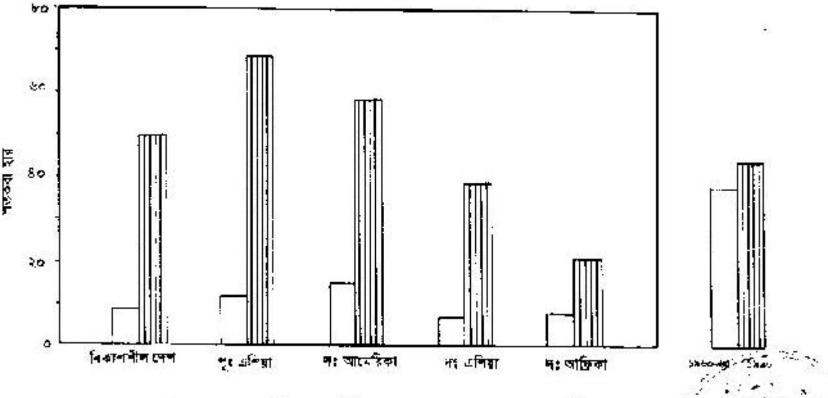

চিত্র ৫ ঃ প্রচলিত গর্ভনিরোধক ব্যবহারের আঞ্চলিক ধারা

গর্ভনিরোধক প্রচলন জরিপ (Contraceptive prevalance survey)

কোনো একটি সমাজে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা বিস্তারের তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিচালিত জরিপ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে এই ধরনের জরিপ পুনঃ পুনঃ চালানো হয়েছে এবং জরিপে গর্ভনিরোধক প্রচলন হারের মধ্যে যথেষ্ট স্থানিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ৬)।

গর্ভনিরোধন (Contraception)

মহিলাদের অন্তঃসত্ত্বাবস্থা নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণকে গর্ভনিরোধন বলে।

গর্ভপাত (Abortion)

ভ্রূণের অকাল অপস্রাবণকে গর্ভপাত বলা হয়ে থাকে। এটা দুইভাবে হতে পারে। কোনো দুর্ঘটনা অথবা অন্য কোনো অজানা কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা ঘটতে পারে অথবা কৃত্রিম উপায়ে এটা ঘটানো যেতে পারে। যেমন, ওষুধ বা ড্রাগসের কিংবা শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে।

গর্ভপাত অনুপাত (Abortion ratio)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে/বৎসরে প্রতি এক হাজার জীবিত সন্তান জন্ম গ্রহণের তুলনায় গর্ভপাতের অনুমিত হিসাবকে গর্ভপাত অনুপাত বলে। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে এই অনুপাত বের করা যায় :

$$\text{গর্ভপাত অনুপাত} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অনুমিত গর্ভপাতের সংখ্যা}}{\text{ঐ সময়ে মোট জীবিত সন্তান সংখ্যা}} \times ১০০০$$

গর্ভপাত হার (Abortion rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে/বৎসরে ১৫-৪৯ বছর বয়স্ক প্রতি ১ হাজার মহিলার গর্ভপাতের নিরূপিত সংখ্যাকে গর্ভপাত হার বলে। এই হারের নিরূপন পদ্ধতি নিম্নরূপ :

$$\text{গর্ভপাত হার} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মোট গর্ভপাতের সংখ্যা}}{\text{ঐ সময়ের মোট প্রজননক্ষম মহিলার (১৫-৪৯বছর) সংখ্যা}} \times ১০০০$$

গাণিতিক ঘনত্ব (Arithmatic density)

কোনো এলাকার আয়তন বা ক্ষেত্রফল দিয়ে এলাকার মোট জনসংখ্যাকে ভাগ করে জনসংখ্যার গাণিতিক ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার গাণিতিক ঘনত্ব ছিল ৭৫৫ জন (সারণি ৬)।

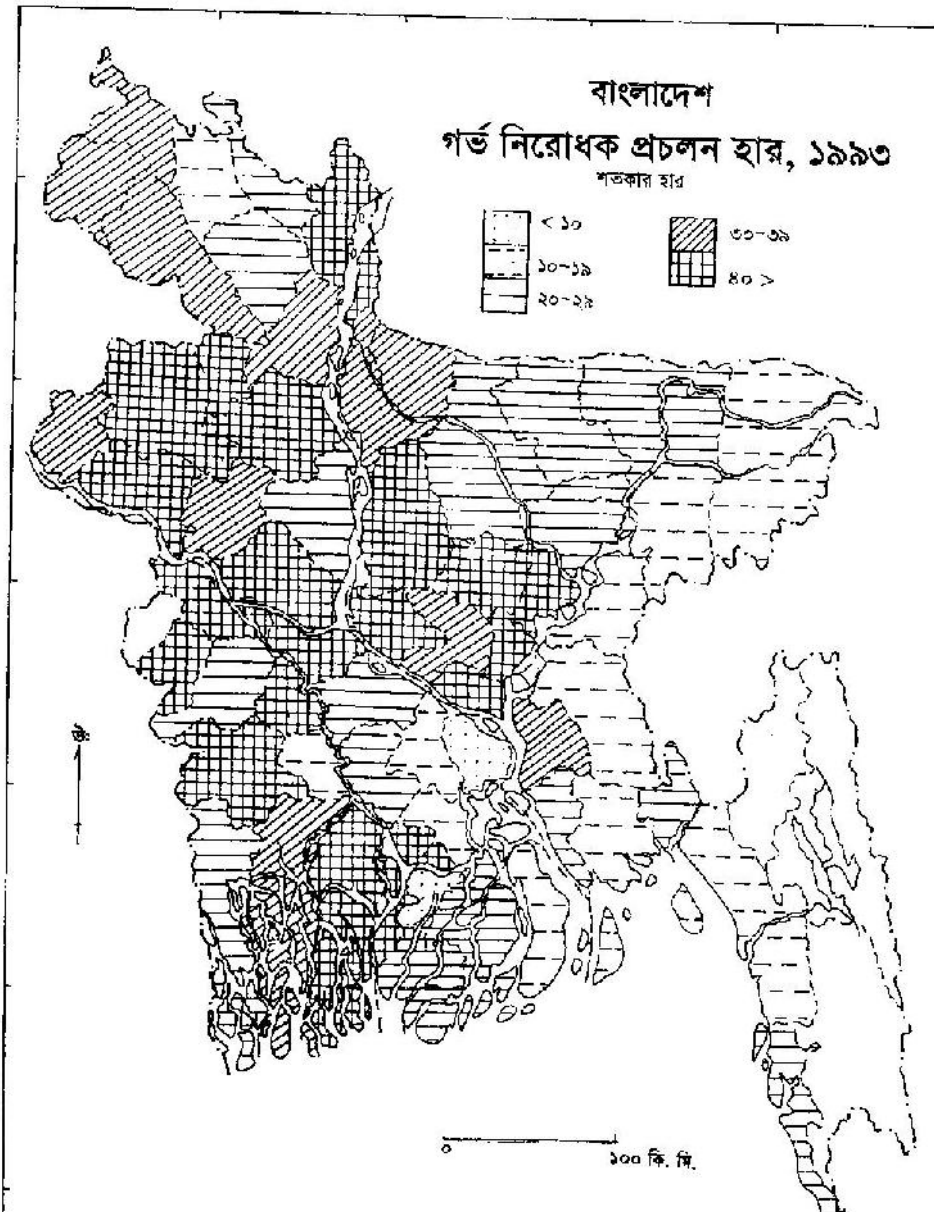

উৎস: জিওডেসেক, ঢাকা : ১৯৯৩

চিত্র ৬ : বাংলাদেশে গর্ভনিরোধক প্রচলন হার, ১৯৯৩

সারণি ৬ : নির্বাচিত কতিপয় জনবহুল রাষ্ট্রের গাণিতিক জনঘনত্ব, ১৯৮৪

উন্নত অঞ্চল		উন্নয়নশীল অঞ্চল	
এলাকা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	এলাকা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৬ জন	চীন	১১০ ,,
জাপান	৩২২ ,,	ভারত	২২৬ ,,
ফ্রান্স	৯৯ ,,	বাংলাদেশ	৭৫৫ ,,
ইটালি	১৮৯ ,,	পাকিস্তান	১২১ ,,
যুক্তরাজ্য	২২৯ ,,	ফিলিপাইন	১৭৮ ,,

উৎস ঃ World Population Situation, 1991.

গাণিতিক জনমিতি (Mathematical demography)

জনমিতির সেই অংশ যা জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক বিষয় পরিমাণগত বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গুণমাত্রিক জনমিতি (Qualitative demography)

ব্যাপক অর্থে, কোনো একটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং তার গবেষণার সাথে সম্পর্কিত এবং ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পিছনে সক্রিয় প্রক্রিয়াসমূহ গুণমাত্রিক জনমিতির অন্তর্গত।

গেটো (Ghetto)

যে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য শহরের কোন পৃথকীকৃত এলাকা বা মহল্লাকে বুঝায়। একাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত গেটো শব্দ দ্বারা কোনো শহরের প্রাচীর বেষ্টিত ও ফটকযুক্ত ইহুদী মহল্লাকে বুঝানো হতো। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৌর জীবনে কৃষ্ণ জনসংখ্যা বহুল গেটো একটা সাধারণ চিত্র। যেমন, নিউইয়র্কের নিগ্রো গেটো–হার্লেম। ১৯৭১ সনের পর ঢাকায় অবাঙালিদের মহল্লাকে গেটো বলা যেতে পারে।

গ্রহণকারী দেশ (Receiving country)

অভিগমনের প্রবাহ বা শরণার্থী গ্রহণকারী দেশ। সাম্প্রতিককালে আরাকান (মায়ানমার) থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ গ্রহণকারী দেশ হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রাম (Village)

গ্রামীণ এলাকার একটি উপাদান। কতকগুলি পাড়া নিয়ে গঠিত গ্রাম এলাকায় কৃষিকাজে নিয়োজিত জনসংখ্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকেই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল।

গ্রাম-নগর অভিগমন (Rural-urban migration)

শিল্পে উন্নয়ন অথবা কৃষিতে অনগ্রসরতার ফলে, বিশেষত কোনো একটি দেশে সংঘটিত গ্রাম-নগর অভিগমন, আভ্যন্তরীণ অভিগমনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন। প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে গ্রাম-নগর অভিগমন ঘটে। প্রস্থানকৃত স্থানের জনসংখ্যার চাপ, কৃষিতে পরিবর্তন, যেমন, শস্য নাশ এবং প্রচলিত প্রথায় ভূমির ভোগ দখল ইত্যাদি বিকর্ষণমূলক কারণ এবং অন্যদিকে নগর এলাকায় বিভিন্ন চাকুরির সুযোগ প্রধান আকর্ষণমূলক কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এই অভিগমন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

গ্রাম-নগর উপকণ্ঠ (Rural-urban fringe)

একটি শহরের প্রাকৃতিক সীমারেখা থেকে দূরে অবস্থিত কিন্তু প্রধান নগরের অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে গ্রাম-নগর উপকণ্ঠ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গ্রামীণ এলাকা (Rural Area)

একটি কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক বা প্রাথমিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক সাধারণত স্বয়ংভোগী অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা সংবলিত জনপদকে গ্রামীণ এলাকা বলে।

গ্রামীণ জনবিরাণত্ব (Rural depopulation)

গ্রামীণ এবং শহর উভয় এলাকা বিশেষত গ্রামীণ এলাকা থেকে শিল্পভিত্তিক পেশা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বড় শিল্পকেন্দ্রিক নগরে ব্যাপক আকারে জনসংখ্যার স্থানান্তর। শিল্প বিপ্লবের পরে যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ জনশূন্যতা (প্রক্রিয়া) শুরু হয়েছিল।

গ্রামীণ জনসংখ্যা (Rural Population)

গ্রামীণ এলাকায় অথবা গ্রামীণ এলাকার অংশ অথবা পাড়া/পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যাকে গ্রামীণ জনসংখ্যা বলে।

ঘ

ঘটনভিত্তিক প্রাণহরণ হার (Case fatality rate)

প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে রোগাক্রান্ত জনসংখ্যা যারা একটি নির্দিষ্ট রোগে মারা গেছে তাদের অনুপাতকে ঘটনভিত্তিক প্রাণহরণ বলে।

ঘটনভিত্তিক হার (Case rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে কতজন লোক একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত তাকে (রোগ) ঘটন ভিত্তিক হার বলে।

চ

চন্দ্রশেকারন-ডেমিং পদ্ধতি (Chandrasekaran-Deming technique)

এই পদ্ধতি মূলত কোনো বাদ দেওয়া বা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এমন ঘটনসমূহের সংখ্যা নিরূপণ করার প্রক্রিয়া। ঘটনসমূহের প্রকৃত নিবন্ধনী পদ্ধতি এবং জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোনো একটি ঘটনা যথা, জন্মের সংখ্যা, উভয় পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে সংগৃহীত হয়। এখন উভয় পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সংখ্যাকে সমন্বিত করে একটি নির্ভুল সংখ্যা নিরূপণ করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উভয় ব্যবস্থা থেকে ঘটনসমূহকে উপযুক্ত ভাবে সূত্রাকারে স্থাপন করা যায়। চন্দ্রশেকারন-ডেমিং সূত্রানুযায়ী সমস্ত ঘটনা নিরূপণের সূত্র হবে:

$$N = M + U_1 + U_2 + \frac{U_1 U_2}{M}$$

M = উভয় পদ্ধতিতে বর্ণিত ঘটনার-সংখ্যা,

U_1 = কেবল প্রথম পদ্ধতিতে বর্ণিত ঘটনাসমূহ,

U_2 = কেবল দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বর্ণিত ঘটনা সংখ্যা।

চারণভিত্তিক যাযাবরত্ব (Pastoral nomadism)

পশুপালনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থান পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। চারণভূমির বিন্যাস অনুযায়ী এই জনগোষ্ঠী তাদের মেষপাল অথবা পশুর পাল নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। প্রধানত মরু, উপমরু এবং বিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চলে এদের দেখা যায়।

চুক্তিকৃত শ্রম (Contract labour)

কাজের প্রকৃতি, অর্থ প্রদান এবং মুনাফার উপর সম্পাদিত বৈধ চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়া করা অথবা নিয়োগকৃত শ্রম শক্তিকে চুক্তিকৃত শ্রম বলে।

জ

জনদূষণ (Popollution)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর অদূরদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে, যেমন, জনসংখ্যার আধিক্য, অতি ঘনত্ব, বেকারত্বের অভিশাপ এবং দারিদ্র্য ইত্যাদি যা সামাজিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করে তার জন্যে মনুষ্য পরিবেশের ক্রমাবনতিকে জনদূষণ বলে।

জনপদ (Settlement)

একটি নির্দিষ্ট অধিকৃত স্থলে একদল লোক কর্তৃক আবাস স্থাপন। বিভিন্ন ধরনের একিস্টিক (ekistic) উপাদান এর প্রধান উপজীব্য; যেমন, প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ, আশ্রয়স্থল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা (রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি)।

জনবিরল এলাকা (Sparsely populated area)

অত্যন্ত কম ঘনত্ব বিশিষ্ট স্বল্প জনঅধ্যুষিত এলাকা। ভূ-প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার অত্যন্ত চরমভাবাপন্ন এলাকায় জনবিরল এলাকা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, সুমেরু অঞ্চল এবং বিশ্বের প্রায় সব উষ্ণ মরু এলাকাগুলি জনবিরল।

জনবিরাণ (Depopulation)

জনসংখ্যার হ্রাসমান অবস্থা। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর ব্যাপকভাবে লোকজন গ্রাম এলাকা থেকে (পল্লী জনশূন্যতা) শিল্পভিত্তিক শহর/শহর এলাকার দিকে ধাবিত হয়ে এক ধরনের জনশূন্যতা সৃষ্টি করেছিল।

জন-ভূমি অনুপাত (Man-land ratio)

আনুপাতিক হারে প্রকাশিত জনপ্রতি ভূমির সহজপ্রাপ্যতার হিসাব। উচ্চ জনঘনত্ব সম্পন্ন এলাকায় জন-ভূমির অনুপাত কম হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

জনমিতি (Demography)

গ্রীক *demos* অর্থ জনসংখ্যা এবং *graphos* অর্থ চর্চা। কোনো একটি জনসংখ্যার আকার, গঠন, বিন্যাস, ঘনত্ব, বৃদ্ধি এবং তাদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, শুমারি এবং এই সমস্ত নিয়ামকসমূহের পরিবর্তনের ফলাফলের বিজ্ঞানসম্মত চর্চাই হচ্ছে জনমিতি।

জনমিতিক পরিবৃত্তিকাল (তত্ত্ব) (Demographic transition theory)

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারা পর্যালোচনা করলে কোনো একটি জনসংখ্যার জন্ম এবং মৃত্যুহারের ক্রমশ উপর থেকে নিচের দিকে পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুহার হ্রাস পেলে সাধারণত জন্মহারও হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার অতিদ্রুত হ্রাস পেলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এক পর্যায়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধিগতি হ্রাস পায় ও জনসংখ্যার পরিবর্তনে স্থিতিশীলতা আসে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার উল্লিখিত পর্যায়সমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন ওয়ারেন টমসন (১৯২৯) এবং পরে ফ্রাঙ্ক নটেস্টৈন (১৯৪৫)। জনসংখ্যার বৃদ্ধি অর্থাৎ সংখ্যা তাত্ত্বিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার অবস্থা বা গুণগত পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে নটেস্টৈন যেরূপ বিশ্লেষণ করেন তাকে সাধারণভাবে জনসংখ্যা পরিবৃত্তিকাল মডেল নামে অভিহিত করা হয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ধারায় যে পরিবর্তন হয় তাই জনমিতিক পরিবৃত্তিকালের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

জনমিতিক পরিসংখ্যান (Demographic statistics)

কোনো একটি অঞ্চলের জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত উপাত্তকে জনমিতিক পরিসংখ্যান বলে।

জনমিতিক মানচিত্রাবলী (Demographic atlas)

এমন একটি পুস্তক যাতে একটি দেশের জনমিতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। জনসংখ্যার বিভিন্ন অর্জিত এবং অনার্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে থাকে। বিন্দু পদ্ধতিতে জনসংখ্যার বিস্তার মানচিত্র এর একটি উদাহরণ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার লিঙ্গ

বা নারী-পুরুষ অনুপাতের একটি মানচিত্র চিত্র :৭ এ দেখা যেতে পারে। এ ধরনের মানচিত্রের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোন জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের স্থানিক বিভিন্নতা বা আঞ্চলিকতার ধারা পরিস্ফুট করা এবং পরবর্তিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করা।

জনশক্তি (Manpower)

জনশক্তি হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সমষ্টি যারা দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে রত আছে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে, সেখানে শ্রমিকের চাহিদা আছে, এবং তারা ইচ্ছানুযায়ী এই ধরনের কর্মকাণ্ডে ব্রতী হয়েছে।

জনসংখ্যা (Population)

বিভিন্ন অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে, জনমিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একদল মানব বা মনুষ্য সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া একটি অঞ্চলের সকল অধিবাসী অথবা কোনো অঞ্চলের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত অধিবাসী অথবা একটি এলাকার বসবাসকারীদের সংখ্যা এর অন্তর্ভুক্ত।

জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ (Population projection)

নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রজননশীলতা, মরণশীলতা এবং অভিগমন হারের ভবিষ্যৎ প্রবণতা তথা জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের নিম্নরূপ। প্রায়শই জনমিতিবিদগণ বিভিন্ন ধারণার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে উপরোক্ত হারসমূহের পরিবর্তন কেমন হবে তার নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অভিক্ষেপণ নির্ণয় করেন।

জনসংখ্যা অসমতা (Population disparity)

সম্পদের পার্থক্যের কারণে কোনো একটি স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং বিন্যাসের অসামঞ্জস্য।

জনসংখ্যা আকার (Population size)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর সমন্বিত সংখ্যাতাত্ত্বিক আকার। এখানে দেশের সমগ্র জনসংখ্যাকে বিবেচনা করা হয়।

জনসংখ্যা উপগোষ্ঠী (Population subgroup)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় উপজাতি, স্বগোত্রীয়, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং অন্যান্য সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দল যা নিয়ে একটি দেশের সমগ্র জনসংখ্যা গঠিত হয়।

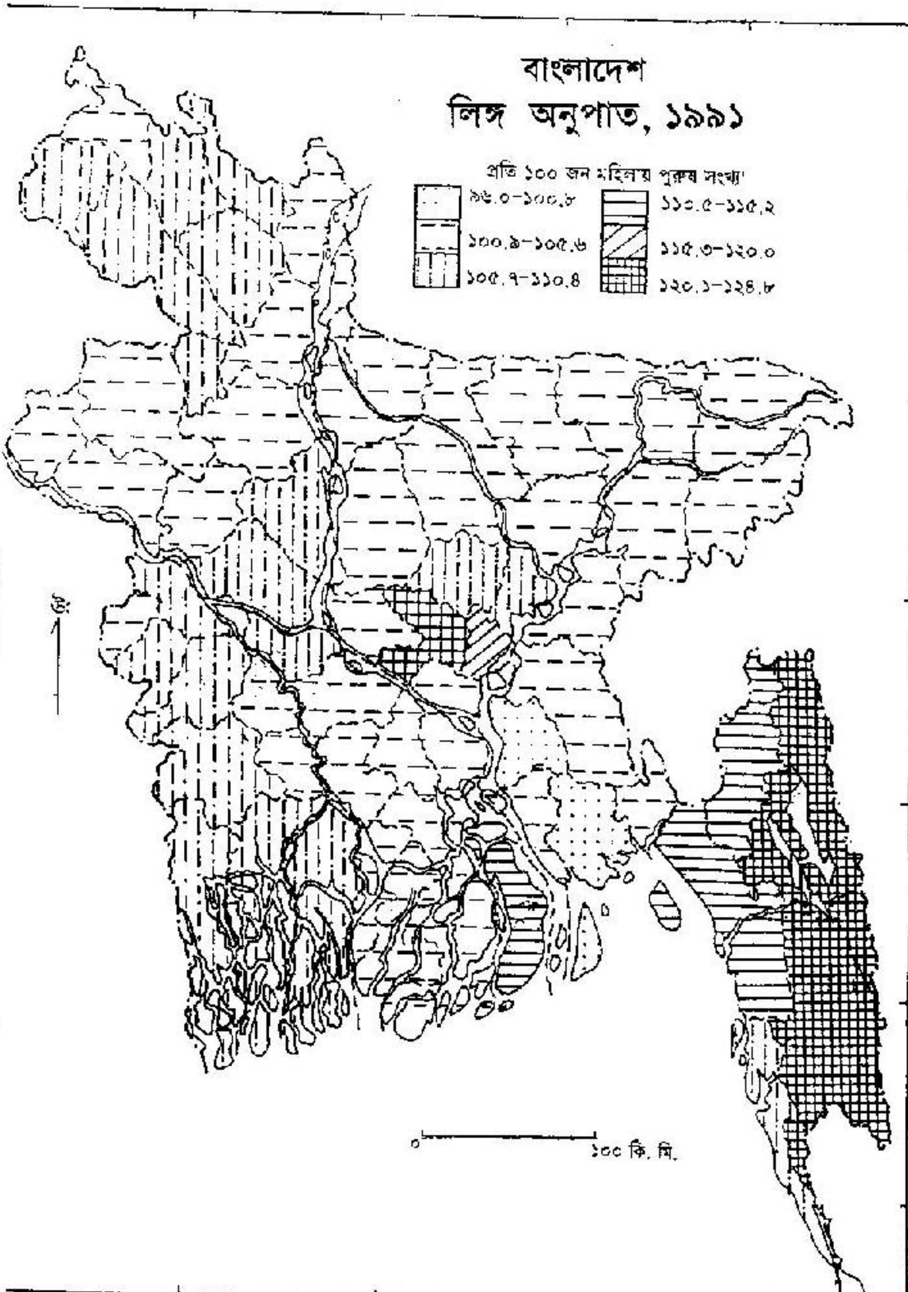

সূত্র: বি.বি.এস ১৯৯৩। বাংলাদেশ আদম শুমারী, ১৯৯১। ঢাকা।

চিত্র ৭ ঃ বাংলাদেশে লিঙ্গ অনুপাত

জনসংখ্যা কর্মসূচি (Population programme)

একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনমিতিক পরিকল্পনাসমূহকে উন্নয়ন ও নিয়মিতকরণের জন্যে পরিচালিত সমন্বিত প্রচেষ্টা। নিম্নমাত্রায় এর সাথে পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম এবং উচ্চ মাত্রায় সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাসমূহ এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

জনসংখ্যা কুলজি গোষ্ঠী (Population gene group)

এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট বংশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কিছু আফ্রিকান উপজাতি এই রকম কুলজি বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন।

জনসংখ্যা কেন্দ্র (Centre of population)

কোনো একটি এলাকায় জনগোষ্ঠী কেন্দ্র অথবা জনসংখ্যা বিন্যাসের গড় কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে জনসংখ্যার আকর্ষণ কেন্দ্র বা জনসংখ্যা কেন্দ্র।

জনসংখ্যা গঠন/কাঠামো (Population composition/structure)

জনসংখ্যার গঠন হচ্ছে এমন একটি জনমিতিক কাঠামো যা বিভিন্ন জনমিতিক হারের একটি পৃথক অর্থপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। একটি জনসংখ্যার গঠন বা কাঠামোর শ্রেণীবিন্যাসও করা যায়। যেমন, বয়স-লিঙ্গ কাঠামো, পেশাগত কাঠামো ইত্যাদি।

জনসংখ্যা গমনাগমন (Population movement)

বিভিন্ন আর্থ-সাম্যজিক এবং প্রাকৃতিক কারণে কোনো একটি জনগোষ্ঠীর স্বল্পমেয়াদী বা পৌনঃপুনিক আবাসস্থল অথবা স্থানিক অবস্থার পরিবর্তন।

জনসংখ্যা ঘনত্ব (Density of population)

কোনো একটি এলাকায় জনসংখ্যার আধিক্যের মাত্রা। সাধারণত কোনো স্থলভূমির প্রতি বর্গমাইল বা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হিসাব করা হয়। প্রায়ই ছোটখাট জলাভূমিসহ স্থলভূমির সমুদয় অংশ ধরা হয়। ছোট খাট এলাকা, যেমন, ছোট শহর অথবা কৃষি এলাকায় একর অথবা হেক্টর প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব হিসাব করা হয়। সম্পদ ও বাস্তব্যবিদ্যাগত বিশ্লেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যা আকার বর্ণনায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

জনসংখ্যা চক্র (Population cycle)

জনমিতিক প্রবৃদ্ধির কিছু সুস্পষ্ট ধাপ আছে যার মধ্য দিয়ে জনসংখ্যার ধাপ-সমূহ অতিক্রান্ত হয়। এগুলি সমবেতভাবে জনসংখ্যা চক্র হিসেবে পরিচিত। ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা থেকে এই ধাপসমূহের ধারণা এসেছে এবং অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় এই ধারা নাও দেখা যেতে পারে। বর্তমানে জনমিতিক পরিবৃত্ত কাল মডেল জনসংখ্যা চক্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

জনসংখ্যা চাপ (Population pressure)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং স্থানে সহজপ্রাপ্য অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সামাজিক সুবিধাদির উপর জনসংখ্যার আকার ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব। জনসংখ্যা চাপ হ্রাসের জন্য সম্পদের সুষম বন্টন অথবা সম্পদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা আকার সীমিত রাখা প্রয়োজন।

জনসংখ্যা ধারা (Population trend)

সাধারণত কোনো একটি দেশের জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধির ধরন বা প্রবণতা।

জনসংখ্যা টান (Population inertia)

আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যে অর্থনীতির মাত্রাগত সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কোন জনসমষ্টির জনসংখ্যার একটি কেন্দ্রে আকর্ষণকে জনসংখ্যা টান বলে।

জনসংখ্যা নিবন্ধীকরণ (Population registration)

উপাত্ত সংগ্রহে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সমগ্র অথবা আংশিক জনসংখ্যার জনমিতিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে বিভিন্ন জনমিতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে তাদের জনসংখ্যার প্রধান জীবন সংক্রান্ত বা জনসংখ্যা পরিবর্তনের ঘটনা, যথা, জন্ম, মৃত্যু ও অভিগমন সংবলিত সার্বজনীন নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা আছে। প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য নিবন্ধনসমূহ হচ্ছে সংস্কার সাধন কার্যক্রম, ভোটার নিবন্ধীকরণ ইত্যাদি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (Population control)

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার কমিয়ে রাখার একটি সচেতন পরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং জনসংখ্যাকে এমনভাবে সীমায়িত করা যাতে প্রত্যেকেরই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

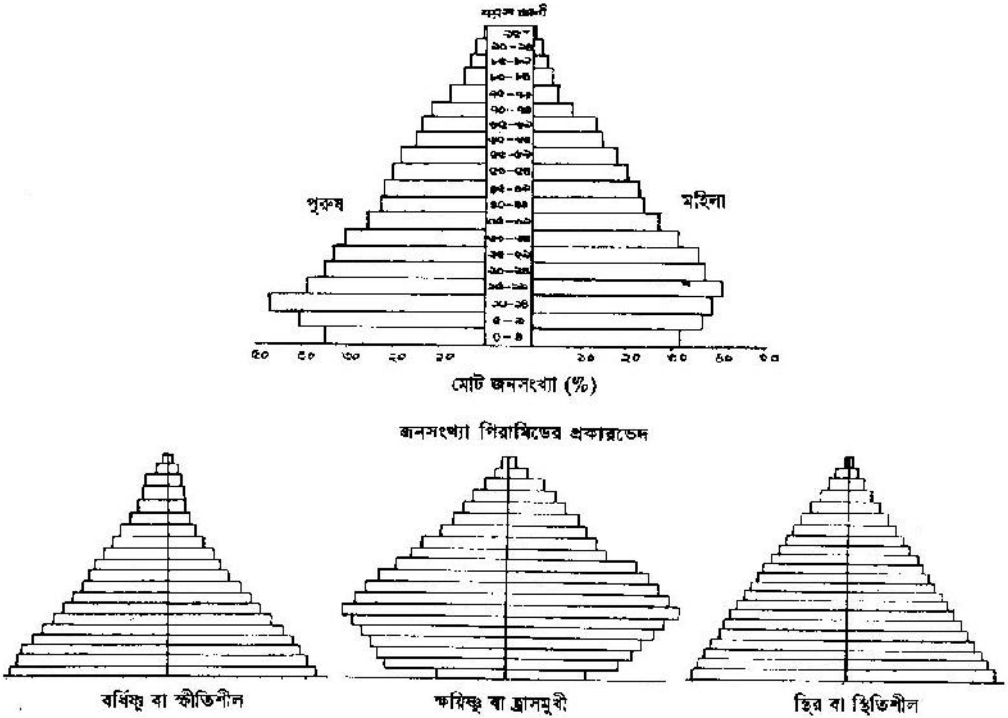

চিত্র ৮ ঃ জনসংখ্যা পিরামিড

জনসংখ্যা প্রতিস্থাপন (Population replacement)

একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ঐ জনগোষ্ঠীর মরণশীলতার সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মাত্রার প্রজননশীলতার দরকার হয় যা জনসংখ্যার প্রতিস্থাপন নামে পরিচিত।

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (Population growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমনের মিথস্ক্রিয়ার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সাধনই জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (চিত্র ৯)।

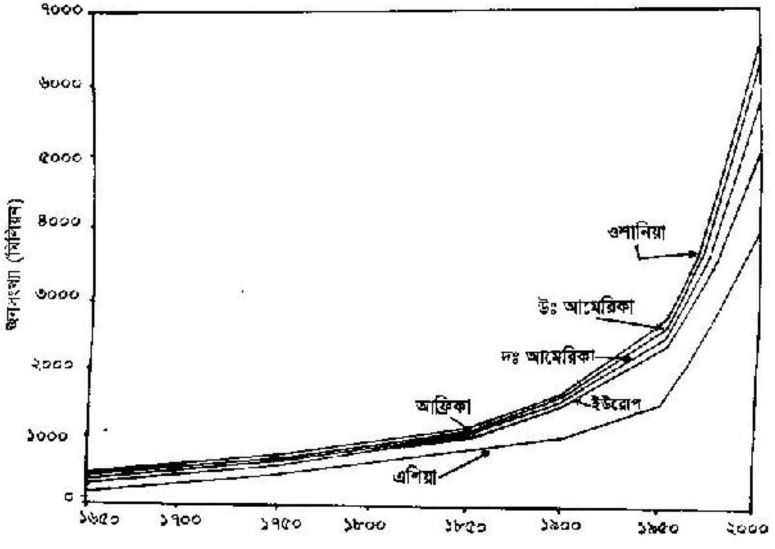

চিত্র ৯ ঃ বিশ্ব জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হার (Population growth rate)

দুটি শুমারিকৃত মোট জনসংখ্যা হতে এই প্রবৃদ্ধির হার পরিমাপ করা যায়। এই প্রবৃদ্ধি হারের মাধ্যমে যে কোন সময়ের জন্য (শুমারি-উত্তর এবং শুমারি-পূর্ব) জনসংখ্যা অনুমান করা যায়, এমন কি জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ তৈরি করতেও এই হারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হার নির্ণয় করা হয় :

বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি হার $\frac{P_2}{P_1} = (1 + r)^n$

জনসংখ্যা প্রতিস্থাপন (Population replacement)

একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ঐ জনগোষ্ঠীর মরণশীলতার সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মাত্রার প্রজননশীলতার দরকার হয় যা জনসংখ্যার প্রতিস্থাপন নামে পরিচিত।

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (Population growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমনের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সাধনই জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (চিত্র ৯)।

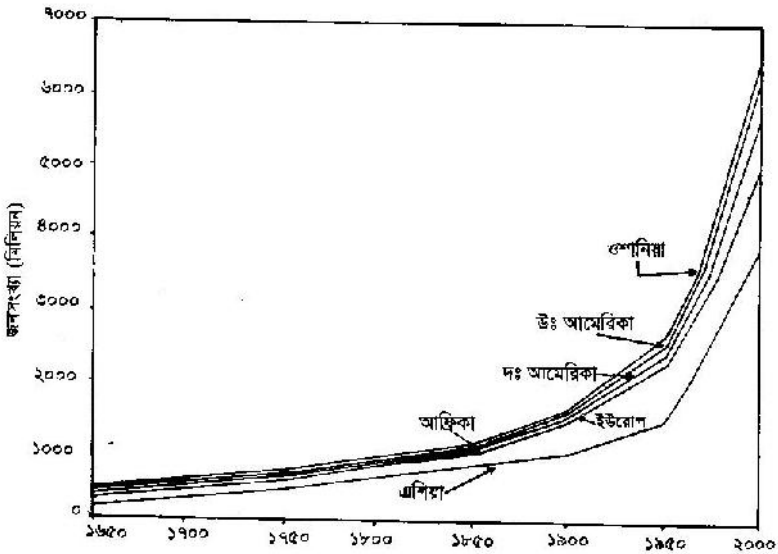

চিত্র ৯ : বিশ্ব জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হার (Population growth rate)

দুটি শুমারিকৃত মোট জনসংখ্যা হতে এই প্রবৃদ্ধির হার পরিমাপ করা যায়। এই প্রবৃদ্ধি হারের মাধ্যমে যে কোন সময়ের জন্য (শুমারি-উত্তর এবং শুমারি-পূর্ব) জনসংখ্যা অনুমান করা যায়, এমন কি জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ তৈরি করতেও এই হারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হার নির্ণয় করা হয় :

বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি হার $\frac{P_2}{P_1} = (1 + r)^n$

যখন, P_2 = পূর্বে গণনাকৃত জনসংখ্যা;
P_1 = পরবর্তী সময়ে গণনাকৃত জনসংখ্যা;
r = বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি হার; এবং
n = দুইটি গণনাযুক্ত সময়ের ব্যবধান।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি চলমান প্রক্রিয়া হেতু দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতিতে প্রবৃদ্ধি হার নিরূপণ করা যায় ঃ

$$\frac{P_2}{P_1} = e^{rn}$$

জনসংখ্যা প্রাক্কলন (Population estimate)

অধিকাংশ সময় দেখা যায়, একটি সম্পূর্ণ লোক গণনা পদ্ধতি যখন ব্যয় বহুল এবং সময় সাপেক্ষ হয়ে যায়, তখন জনসংখ্যার প্রত্যাসন্ন আকার বের করার জন্য বহুবিধ কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই কৌশল তিন ধরনের হতে পারে ঃ

(ক) আন্তঃশুমারি প্রাক্কলন – দুটি শুমারি তারিখের মধ্যবর্তী কোন সময়ের প্রাক্কলিত জনসংখ্যা;

(খ) শুমারি-উত্তর প্রাক্কলন – অতীত অথবা বর্তমান শুমারির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য প্রাক্কলিত জনসংখ্যা; এবং

(গ) জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ – সর্বশেষ শুমারির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণত ভবিষ্যতে যখন অনুমিত জনসংখ্যার আকার নির্ধারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সমগ্র জনসংখ্যার বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই হিসাব এবং জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ তৈরি হতে পারে।

জনসংখ্যা বাস্তব্য (Population ecology)

কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী একই প্রজাতির সমষ্টিগত সজীব উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং যে পরিবেশে তারা অবস্থান করছে তার সাথে উক্ত সমষ্টিগত সজীব উপাদানসমূহের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা, পর্যালোচনা বা গবেষণাকে জনসংখ্যা বাস্তব্য বলে। জনসংখ্যা বাস্তব্য প্রধানত মনুষ্য জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আলোচিত হয়।

জনসংখ্যা বিনিময় (Population exchange)

দুই বা ততোধিক দেশে জনসংখ্যার ব্যাপক আকারে স্থানান্তর। এই ধরনের স্থানান্তর নির্দিষ্ট ধর্মীয়, ভাষাগত অথবা স্বজাতীয় শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তান এবং ভারতে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যার বিনিময় হয়েছিল। এই ধরনের জনসংখ্যার বিনিময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, সামাজিক বিপর্যয় হেতু বা পরিকল্পিত/আনুষ্ঠানিক পর্যায়েও হতে পারে।

জনসংখ্যা বিন্যাস (Population distribution)

স্থানভেদে একটি জনগোষ্ঠীর অবস্থানিক বিন্যাস। প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ দিয়ে বিন্যাস ব্যাখ্যা করা হয়, যার ফলে একটি দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যার বিন্যাসে পার্থক্য সৃষ্টি হয় (সারণি ৭)। অর্থাৎ জনসংখ্যার বিন্যাস জনবসতির আঞ্চলিক প্রভেদ বা বিভিন্নতা জ্ঞাপন করে। এর মাধ্যমে জনসংখ্যা প্রপীড়িত এলাকা সনাক্ত করা যায় চিত্র ১০। আঞ্চলিক বিভিন্নতার কারণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে বণ্টনমূলক পর্যালোচনা বিশেষ গুরুত্ব রেখেছে।

সারণি ৭ : বিশ্ব জনসংখ্যা বিন্যাস, ১৯৯২।

এলাকা	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	এলাকা	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
উত্তর আফ্রিকা	১৪৮	উত্তর আমেরিকা	২৮৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪৭	ওশানিয়া	২৫
পশ্চিম আফ্রিকা	১৭৯	দক্ষিণ ইউরোপ	১৪৪
মধ্য আফ্রিকা	৭২	পশ্চিম ইউরোপ	২৬৩
পূর্ব আফ্রিকা	২০৪	পূর্ব ইউরোপ	৩৮৮
মধ্য আমেরিকা	১১৯	পশ্চিম এশিয়া	১৯৫
দক্ষিণ আমেরিকা	৩৯৭	দক্ষিণ এশিয়া	১১৭১
ক্যারিবীয় অঞ্চল	২৯	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪৫১
		পূর্ব এশিয়া	১৩০৫

উৎস : Population Reports, 20(2), 1992.

জনসংখ্যা বিশ্লিষ্টতা (Populatiordispersion)

জনসংখ্যার বিন্যাসের স্থানিক পরিবর্তনের অবস্থাকে জনসংখ্যা বিশ্লিষ্টতা বলে। নানাবিধ প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত অবস্থা এই বিশ্লিষ্টতার পিছনে ক্রিয়াশীল।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ (Population boom/explosion)

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার বেশি হওয়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ধারা বর্ণনা করতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Rate of population increase)

নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির অনুপাতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলে। সাধারণত ১০০ এর মধ্যে (অর্থাৎ শতকরা হারে) এই হার প্রকাশ করা হয়।

জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্য (Population characteristics)

ব্যাপক অর্থে সেই সমস্ত প্রধান বৈশিষ্ট্য যা একটি জনসংখ্যা থেকে অন্য জনসংখ্যাকে অর্থপূর্ণভাবে পৃথক করেছে। জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে পারে আরোপিত এবং অনারোপিত। আরোপিত বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে – শিক্ষা, পেশা, ইত্যাদি যা একটি জনসংখ্যা অর্জন করে থাকে। অনারোপিত বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি জনসংখ্যার সদস্যগণ জন্মসূত্রে লাভ করে থাকে, যেমন, লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ ইত্যাদি।

জনসংখ্যা ভরবেগ (Population momentum)

ভবিষ্যতে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি অবিচ্ছিন্ন রাখার প্রবণতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সন্তানধারণক্ষম জনসংখ্যার তুলনামূলক আধিক্য অবস্থা, যা অর্জিত প্রজননশীলতার মাত্রাকে প্রতিস্থাপন করে।

জনসংখ্যা ভূগোল (Population geography)

জনসংখ্যা ভূগোল স্থানের প্রকৃতি বা স্থানিক বিভিন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার বিন্যাস, গঠন, অভিগমন এবং প্রবৃদ্ধির তারতম্য উপস্থাপন করে। বিশেষত এতে স্থান এবং তৎসংশ্লিষ্ট পার্থিব বিষয় সমূহের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়; আর তাই এই বিষয়টি জনসংখ্যার বিজ্ঞান বলে পরিচিত জনমিতি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র প্রমাণিত করেছে।

জনসংখ্যা মডেল (Population model)

বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সাপেক্ষে ব্যবহারোপযোগী জনমিতিক উপাদানসমূহের এবং জনসংখ্যা পরিবর্তনের একটি সরলীকৃত কাঠামোই জনসংখ্যা মডেল। জনমিতির পরিবৃত্তি কাল মডেল জনসংখ্যা মডেলের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

জনসংখ্যা মতবাদ (Population theory)

বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর সংবলিত চিন্তা-ভাবনার অনুক্রম। বাস্তবিক অর্থে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা সমস্যার উপর লিখিত ম্যালথাসের প্রকাশিত বইকে একটি বহুল প্রচলিত জনসংখ্যা মতবাদ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জনসংখ্যা মানচিত্রাবলী (Population atlas)

মানচিত্রের এমন একটি অনুক্রম যাতে মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যার নীতি অনুসারে কোনো দেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও স্থানিক পরিবর্তনের প্রকরণ অঙ্কন করা হয়েছে এবং মানচিত্রাবলী আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে জনমিতিক তথ্যের মানচিত্রায়ণও স্থান পেয়ে থাকে।

জনসংখ্যা মানচিত্রায়ণ (Population mapping)

মানচিত্রাঙ্কন কৌশল অবলম্বন করে স্থানিক উপাত্তসমূহকে উপস্থাপনের জন্য জনসংখ্যা মানচিত্র একটা সাহায্যকারী ব্যবস্থা এবং অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক মানচিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হয়।

জনসংখ্যার মানচিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য এবং স্থানিক আর্থ-সামাজিক উপাদান ও সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যকার সংহতি খুব সুন্দরভাবে প্রদর্শন করা যায়। এই কৌশল গবেষণা, শিক্ষা ও পরিকল্পনাকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং জনসংখ্যার অবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুধাবনের জন্য কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

জনসংখ্যা শিক্ষা (Population education)

জনসংখ্যা শিক্ষা এমন একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি যা জনসংখ্যার গতিশীলতার প্রকৃত কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সতর্কতা এবং ধীশক্তির সাথে সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ

করে। বিষয়টিতে জ্ঞান, তত্ত্ব ও ধারণাসমূহ অন্তর্ভুক্ত যা জনসংখ্যার গতিশীলতা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং জৈবিক পরিবেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে। এইভাবে জনসংখ্যা শিক্ষা বিস্তর পরিসরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজতে উৎসাহিত করে। জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ তখন পরিবার পরিকল্পনা বা জনমিতির চেয়ে বড় আকারে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভাবে উপস্থাপিত হয়।

জনসংখ্যা সংজনন (Population reproduction)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যার এমন সংযোজন যাতে প্রজননশীলতার মাধ্যমে জনসংখ্যার বিকাশ অব্যাহত থাকে।

জনসংখ্যা সমস্যা (Population problem)

যখন একটি নির্দিষ্ট আকার ও গঠন সম্পন্ন জনসংখ্যা একটি দেশের/অঞ্চলের সম্পদ এবং সামাজিক কল্যাণমূলক সুবিধার উপর চাপ সৃষ্টি করে তখন সেই জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদনের চেয়ে যখন জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সম্পদ বিন্যাসে অসামঞ্জস্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনে এবং উৎপাদনে অসমতা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এরূপ অবস্থায় জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

জনসংখ্যা সম্ভাবনা (Population potential)

জনসংখ্যা সম্ভাবনা একটি কেন্দ্র যা একটি জনগোষ্ঠীর সাধারণ গতায়ত বা গম্যতার পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। জনসংখ্যা সম্ভাবনা দূরত্ব ভেদে একটি জনগোষ্ঠীর প্রভাব বলয়ের পরিমাপও বটে। জনসংখ্যা সম্ভাবনার ধারণা বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদান যেমন, গ্রাম্য জনসংখ্যার ঘনত্ব, কৃষি ভূমির মূল্য, রাস্তার ঘনত্ব ইত্যাদির ভৌগোলিক তারতম্যের সূচক হিসাবে জনসংখ্যার মোট ভ্রমণ দূরত্ব অপেক্ষা অধিক ব্যবহারোপযোগী। উদাহরণ স্বরূপ, পল্লী জনসংখ্যার ঘনত্ব জনসংখ্যা সম্ভাবনার বর্গের সমানুপাতে হয়ে থাকে।

জনসংখ্যাধিক্য/জনাধিক্য (Over population)

যখন ব্যবহারযোগ্য অথবা কার্যকরী সম্পদের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হয় তখন তাকে জনসংখ্যাধিক্য বলে। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, সম্পদের ক্রমহ্রাস, শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পেলে অথবা এই সমস্ত নিয়ামকের সমন্বয়ের অভাবের ফলে জনসংখ্যাধিক্য দেখা দিয়ে থাকে। যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পদের উন্নয়ন হয় না সেখানে জনসংখ্যাধিক্য দেখা যেতে পারে।

জনসংখ্যার জরাগ্রস্ততা (Aging of population)

এমন একটি নিয়মিত ও মন্থর প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে পূর্ণ বয়স্ক ও প্রৌঢ়দের অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে শিশু ও কিশোরদের অনুপাত হ্রাস পেতে থাকে; যার ফলে জনসংখ্যার মধ্যমা বয়স বেড়ে যায়। যখন জন্মহার নিম্নমুখী হয় এবং অন্যদিকে বৃদ্ধদের প্রত্যাশিত আয়ু স্থির থাকে অথবা বৃদ্ধি পায়, তখন জনসংখ্যার জরাগ্রস্ততা সংঘটিত হয়।

জনসংখ্যার পুনঃস্থাপন সূচক (Replacement index of population)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর মহিলাদের নির্দিষ্ট বয়স বিন্যাসে একই সময়ে জন্মগ্রহণকারী মহিলাদের জীবন সারণি থেকে জনসংখ্যার পুনঃস্থাপন সূচক পাওয়া যায়। এই সূচক নির্ণয়ে প্রজননক্ষম মহিলা জনসংখ্যা এবং ৫ বৎসরের নিচে শিশুর অনুপাতটি লব এবং স্থিতিশীল জনসংখ্যা অথবা জনসংখ্যার জীবন সারণি থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ অনুপাত হর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জনসংখ্যা পুনঃস্থাপন হার (Replacement rate of population)

প্রজননশীলতার এমন একটি হার যেখানে একদল সহভাগী মহিলা ঐ জনগোষ্ঠীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কন্যা সন্তান দিয়ে নিজেদের প্রতিস্থাপিত করে।

জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস (Population redistribution)

জনসংখ্যার বিন্যাস ব্যবস্থা পরিবর্তনের বর্তমান অবস্থা; বিশেষত অন্তঅভিগমন ও বহির্গমন এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির তারতম্যের ফলে জনসংখ্যার স্থানিক বিন্যাসের পরিবর্তনকে উল্লেখ করে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিন্যাসের ধারার পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাসের ধারণার পরিবর্তন হয়।

জনসংখ্যার প্রচরণ পরিবৃত্তি (Mobility transition)

একজন অভিগমনকারীর বাসস্থানের পরিবর্তন থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত একটি স্থায়ী আবাসস্থলে উপনীত হওয়া কালীন অবস্থাকে তার প্রচরণ পরিবৃত্তি বলা হয়।

জনসংখ্যার ভৌগোলিক বিন্যাস (Geographic distribution of population)

ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে জনসংখ্যার বিস্তরণ অথবা ভৌগোলিক নিয়ামক প্রভাবিত জনসংখ্যার বণ্টন (চিত্র ১০)।

জনসংখ্যার সামাজিক তত্ত্ব (Socialist theory of population)

প্রতিটি উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ ঐতিহাসিক ধরনের নিজস্ব নিয়ম এবং রীতি রয়েছে। এই তত্ত্বটি গৃহভিত্তিক দাস্যবৃত্তি এবং দায়িত্বপূর্ণ পিতামাতা সুলভ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে নারী মুক্তি/স্বাধীনতার উপর ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বারোপ করেছে।

জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি/বাস্তুচ্যুতি (Displacement of population)

প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট সংকটাবস্থার কারণে একদল জনসংখ্যার স্থান বা বাস্তুচ্যুত হওয়ার প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গনজনিত কারণে জনসংখ্যা স্থানচ্যুতি ঘটে থাকে।

জনসংখ্যার স্থানান্তর (Population transfer)

জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস অথবা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন একটি দেশে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করাকে জনসংখ্যা স্থানান্তর বলে। এই প্রক্রিয়া কোনো জনগোষ্ঠী কর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি পর্যায়ে ও ঘটতে পারে।

জন্ম ইতিহাস (Birth history)

গর্ভধারণের ইতিহাসসহ একজন মহিলার সকল জীবিত সন্তানের সংখ্যা এবং তাদের জন্ম তারিখের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিবেদনই হচ্ছে জন্ম ইতিহাস। সাধারণত প্রত্যেক সন্তানের লিঙ্গ, প্রাসঙ্গিকতা সাপেক্ষে সাক্ষাতের সময়, প্রত্যেক সন্তানের জীবন ধারণের বিভিন্ন পর্যায় এমনকি মৃত্যুর তারিখও এর মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে।

চিত্র ১০ ঃ জনসংখ্যার ভৌগোলিক বন্টন, ১৯৯০

জন্ম ক্রম (Birth order)

একই মহিলার বিগত সমস্ত জীবিত সন্তানের সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট জীবিত সন্তানের জন্মের ক্রমসূচিকে জন্মক্রম বলে (অর্থাৎ একটি মহিলার পঞ্চম জীবিত সন্তানের জন্মক্রম হবে ৫)।

জন্ম নিবন্ধীকরণ (Birth registration)

হাসপাতাল এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত সকল জন্ম গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধকরণকে জন্ম নিবন্ধীকরণ বলে।

জন্ম নিয়ন্ত্রক খাওয়ার বড়ি (Oral contraceptive pill)

গর্ভনিরোধক খাওয়ার বড়ি প্রজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোনের সমন্বয়ে গঠিত। সংক্ষেপে, জন্মনিয়ন্ত্রক খাওয়ার বড়ি একজন প্রজননক্ষম মহিলার হরমোন মাত্রায় অনু-প্রবেশের মাধ্যমে তার পরিবর্তন সাধন করে ডিম্বাণু নিষিক্তকরণে রাসায়নিকভাবে বাধা প্রদান করে। প্রজননক্ষম মহিলারা ২১ দিন (৭ দিন বন্ধ রেখে) অথবা ২৮ দিন আবর্তে এই বড়ি গ্রহণ করে থাকে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বন্ধন পদ্ধতি(লাইগেশন) (Ligation)

লাইগেশন অথবা মহিলা বন্ধ্যাকরণ হচ্ছে গর্ভনিরোধের একটা স্থায়ী পদ্ধতি যেখানে ফেলোপিয়ান নালিকে এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে এর পরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু একত্রে মিলিত হতে পারে না। এই নালি শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ফিতা, ক্লিপ, বৈদ্যুতিক শৈল্যের মাধ্যমে অথবা কেটে শক্ত করে বেঁধে বন্ধ করা হয় (এটি টিউবেকটমি নামেও পরিচিত)।

জন্মবিরোধী (Antinatal)

একটি দেশে বা সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিগত অবস্থান। এই অবস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

জন্মবিরোধী নীতি (Antinatalist policy)

জন্মসংখ্যা সীমিতকরণের পদক্ষেপ হিসেবে কোনো একটি জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার, সমাজ অথবা সম্প্রদায় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা।

জন্ম ব্যবধানকরণ (Birth spacing)

পরিবার আকার সীমিত করার লক্ষ্যে দম্পতিগণ কর্তৃক দুটি সন্তান জন্মের মধ্যকার সময়ের পরিকল্পিত ব্যবধানকে জন্ম ব্যবধানকরণ বলে।

জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু (Expectation of life at birth)

বয়স নির্দিষ্ট মরণশীলতা হারের সাপেক্ষে কোনো সহভাগীর সদস্যরা তাদের জন্মের সময় গড়ে যত বছর বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করে তাকে জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু বলে। জীবন সারণিতে একে e_x^o প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। সারণি ৮-এ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুর ধারণা দেওয়া হলো।

সারণি ৮ : বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু

এলাকা	১৯৫০-৫৫	১৯৮৫-৯০
সমগ্র পৃথিবী	৪৫.৭ বৎসর	৫৯.৩ বৎসর
উন্নত অঞ্চল	৬৫.২ ,,	৭২.৪ ,,
উন্নয়নশীল অঞ্চল	৪১.০ ,,	৫৭.৭ ,,
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪১.২ ,,	৫৬.৮ ,,
বাংলাদেশ	৩৯.৩ ,,	৫৫.১ ,,

উৎস : UNO, 1991. Levels & Trends of Mortality. New York.

জন্মলগ্নে লিঙ্গ অনুপাত (Sex ratio at birth)

কন্যা সন্তানের সাপেক্ষে ছেলে সন্তানের জন্ম সংখ্যা অথবা প্রতি ১০০ বা ১০০০ কন্যা শিশুর সাথে জন্মানো ছেলে শিশু সংখ্যার প্রাপ্ত অনুপাত। এই অনুপাতের সাহায্যে একটি লিঙ্গের চেয়ে অপর লিঙ্গের সংখ্যার আধিক্য বোঝা যায়। নিম্ন সূত্রানুসারে এই অনুপাত নির্ণয় করা যায় :

$$\text{জন্মলগ্নে লিঙ্গ অনুপাত} = \frac{M_o}{F_o} \times k$$

যখন, M_o = জন্মলগ্নে (০ বয়স) পুরুষ সন্তান সংখ্যা;

F_o = জন্মলগ্নের (০ বয়স) নারী সন্তান সংখ্যা; এবং

k = প্রমিতকরণের জন্য গুণিতক (১০০ বা ১০০০)।

জন্মশাসন (Birth control)

যৌন সংসর্গের ফলে গর্ভ ধারণের সম্ভাবনা হ্রাস করার লক্ষ্যে দম্পতিগণ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ। প্রায়শই জন্মশাসন শব্দটি গর্ভনিরোধ, প্রজনন নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনার সাথে সমার্থ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় (সারণি ৯)।

সারণি ৯ : বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণের হার (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে)।

অঞ্চল	জন্ম নিয়ন্ত্রণের শতকরা হার
আফ্রিকা	১৫.৩
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	৪৬.৪
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল	৫২.০
নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	৪১.০
বাংলাদেশ	৩২.০

উৎস : IPPF Medical Bulletin, 24:1991.

জন্মশাসন পদ্ধতি (Birth control method)

পরিবার আকার সীমিত রাখার লক্ষ্যে যে সমস্ত পদ্ধতির সাহায্যে গর্ভনিরোধ করা হয়। এই পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং মহিলা ও পুরুষ উভয়ে ব্যবহার করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের দি পপুলেশন ক্রাইসিস কমিটি বর্ণিত পুরুষের জন্য জন্মশাসন পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ : পুরুষ বন্ধ্যাকরণ, কনডম, দম্পতির জন্য যৌন সংসর্গ হতে সাময়িক বিরতি, এবং স্ত্রীলোকের জন্য স্ত্রী বন্ধ্যাকরণ, গর্ভনিরোধ বড়ি, সূচি প্রয়োগযোগ্য গর্ভনিরোধ, ইন্ট্রাইউটিরাইন ডিভাইস, (আই. ইউ. ডি), ডায়াফ্রাম ও অ-আন্তঃযোগী নিরোধ পদ্ধতি।

জন্মসন্ধিক্ষণ (Perinatal)

জন্মের ঠিক পূর্ব এবং ঠিক পরের মুহূর্তের মাঝামাঝি অবস্থাকে জন্ম সন্ধিক্ষণ বলে।

জন্মসন্ধিক্ষণ মৃত্যু (Perinatal death)

জন্মকালীন মৃত্যু, জন্মের ১ সপ্তাহ অথবা ৩ দিনের মধ্যে মৃত্যুসহ সবধরনের ভ্রূণের মৃত্যুকে জন্মসন্ধিক্ষণ মৃত্যু বলে।

জন্মসন্ধিক্ষণ মরণশীলতা অনুপাত (Perinatal mortality ratio)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০০ জীবিত সন্তানের মধ্যে এক সপ্তাহের চেয়ে কম বয়সী এবং প্রসবোত্তর ভ্রূণমৃত্যুর মোট সংখ্যাকে জন্মসন্ধিক্ষণ মৃত্যু অনুপাত বলে:

$$\frac{D_z + D_f}{B} \times ১০০০$$

এখানে, D_z = নির্দিষ্ট বৎসরে ১ সপ্তাহের চেয়ে কম বয়সীদের মৃত্যু সংখ্যা;

D_f = একই সময়ে প্রসবোত্তর ভ্রূণ মৃত্যু; এবং

B = ঐ সময়ে মোট জীবিত জন্ম সংখ্যা।

জন্ম সম্বন্ধীয়/জনম (Natality)

জনসংখ্যা পরিবর্তন এবং মনুষ্য পুনরুৎপাদনের উপাদান হিসাবে মানুষের জন্মগ্রহণ ধারাকে জনম বলে।

জন্ম স্থান (Place of birth)

কোনো দেশে বা দেশের কোনো স্থানে একজন অধিবাসীর জন্ম গ্রহণ স্থল।

জন্মহার (Birth rate)

প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার মধ্যে জীবিত সন্তানদের জন্মের অনুপাতকে জন্মহার বলে। একে স্থূল জন্মহারও বলা হয়। প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় নির্দিষ্ট কোনো বৎসরে জীবিত সন্তানের মোট সংখ্যাটি উক্ত বৎসরের মধ্যকালীন জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে জন্ম হার বা স্থূল জন্ম হার নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ ঃ

$$\text{স্থূল জন্ম হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে মোট জীবিত জন্মসংখ্যা}}{\text{একই সময়ে মধ্য বৎসর জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

সারণি ১০ : বাংলাদেশে জন্মহারের পরিবর্তন, ১৯৮৬-৯৩

সাল	মোট	শহর	গ্রাম
১৯৮৬	৩৪	২৬	৩৫
১৯৮৮	৩৩	২৫	৩৫
১৯৯০	৩৩	২৪	৩৪
১৯৯২	৩১	২৩	৩৩
১৯৯৩	২৮	২৪	৩০

উৎস ঃ BBS, 1995. Statistical Pocket Yearbook, Bangladesh.1994.

জন্মানুকূলিক নীতি (Pronatalist policy)

জন্মসংখ্যা আকার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য সরকার, সমাজ বা সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত নীতি।

জরা প্রবণতা (Aging)

অধিক সংখ্যক প্রৌঢ় এবং স্বল্প সংখ্যক মধ্যবয়সীর বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত কোনো জনগোষ্ঠীর বর্ণনা করার সময় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। প্রথম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যারা বয়স পিরামিডের চূড়ায় অবস্থান করছে এবং শেষেরটি ব্যবহৃত হয়েছে যারা ভিত্তিতে অবস্থান করছে তাদের জন্যে। নিম্ন প্রজননশীলতা বিশিষ্ট অধিকাংশ অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশে উপরোক্ত দুটি ধারাই প্রতীয়মান হয়। বস্তুত মরণশীলতার পরিবর্তনের চেয়ে প্রজননশীলতার পরিবর্তন জরা প্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জরা সূচক (Aging index)

প্রতি ১০০ অথবা ১০০০ জনসংখ্যার মধ্যে শিশু ও বয়স্ক জনসংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধ জনসংখ্যার অনুপাতকে জরা সূচক বলে। এই সূচক নিম্নরূপ :

$$\text{জরা সূচক} = \frac{\text{বৃদ্ধ জনসংখ্যা (৬০ বা ৬৫}^{+}\text{ বৎসর)}}{\text{শিশু (<১৫ বৎসর) + বয়স্ক (১৬-৫৯ বা ৬৪ বছর) জনসংখ্যা}} \times ১০০$$

জরিপ (জনসংখ্যা) (Survey [population])

সাধারণত সমগ্র জনগোষ্ঠী অথবা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের সামগ্রিক জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার জন্য কিছু সংখ্যক নির্বাচিত ব্যক্তি অথবা বসতবাড়ির জনসংখ্যাকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে গণনা করা হয় যা জরিপ জনসংখ্যা বলে পরিচিত। এই জরিপ জনসংখ্যার যে কোনো পর্যায়ে বা স্তরে পরিচালিত হতে পারে।

জরিপ তফসিল (Survey schedule)

এমন একটি তফসিল যার মাধ্যমে একটি জরিপ অথবা শুমারি পরিচালিত হয়। সাধারণত বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রশ্নের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপই জরিপ তফসিল বলে গণ্য হয়।

জাতি (Race)

জাতি বা নরগোষ্ঠী হচ্ছে একটি জনসংখ্যার এমন একটি সুনির্দিষ্ট দল যারা কতকগুলি বংশগত বা কৌলিক সত্তায় সাদৃশ্যপূর্ণ জীব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যা অন্যান্য মানবীয় দল থেকে পৃথক।

একই উৎসস্থল থেকে বিভিন্ন অঞ্চল পরিব্যাপ্ত মানুষের দীর্ঘকাল পারিবারিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্ন অবস্থান বা অন্তরণ এবং কুলিজ সংমিশ্রণের ফলে মানুষের বাহ্যসত্তার পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। নৃতত্ত্ববিদগণ সাধারণত মানুষকে ৫টি জাতিতে বিভক্ত করে থাকেন; যথা :

(১) ককেশীয় বা শ্বেতবর্ণ,

(২) নিগ্রয়েড বা কৃষ্ণবর্ণ,

(৩) আমেরি-ইন্ডিয়ান বা রক্তিম বর্ণ,

(৪) মঙ্গোলীয় বা পীতবর্ণ, এবং

(৫) অস্ট্রেলীয় বা পিঙ্গলবর্ণ।

উল্লিখিত পাঁচটি শ্রেণীর অবস্থান সাধারণভাবে পাঁচটি মহাদেশে বিস্তৃত।

জাতিগত বৈষম্য (Racial discrimination)

কোনো এক দলের অধিকারভুক্ত থাকার ফলে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিদারণকে (disruption) জাতিগত বৈষম্য বলে।

ইউরোপীয় (শ্বেতাঙ্গ) জনসংখ্যা কর্তৃক কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়কে পৃথকীকরণের চূড়ান্তাবস্থাকে বর্ণবৈষম্যবাদ বলে এবং এই ব্যবস্থা এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচলিত ছিল এবং বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হতো।

জাতিবাদ/বর্ণবাদ (Racism)

বর্ণবাদ বলতে কোনো বিশেষ নরগোষ্ঠীর সহজাত শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসকে বুঝানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একটি জাতি বিশ্বাস করে যে সে অন্য জাতি থেকে

শ্রেষ্ঠ। নাৎসীরা মনে করতো জার্মানরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অধুনাকালে ইরানের সিংহাসনচ্যুত শাহ্ এই ধারণা পোষণ করেন যে ইরানীরা হচ্ছে আর্যদের উত্তরসূরি এবং শ্রেষ্ঠতম জাতি। প্রায়ই এই ধরনের মনোভাব গণ-রাজনৈতিক অসন্তোষকে উৎসাহিত করে।

জাতিসংঘের বয়স-লিঙ্গ নির্ভুলতা সূচক (U.N. age-sex accuracy index)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশিত ধারাবাহিক জনসংখ্যাকার, লিঙ্গ অনুপাত এবং বয়স শ্রেণী ইত্যাদির বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে নির্ভুলভাবে বয়স বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত সূচক। নিম্নলিখিত তথ্যের যোগফল থেকে এই সূচক হিসাব করা হয় :

(১) ১০০ থেকে পুরুষ বয়স অনুপাতের প্রকৃত বিচ্যুতির গড়;

(২) ১০০ থেকে মহিলা বয়স অনুপাতের প্রকৃত বিচ্যুতির গড়; এবং

(৩) একটি বয়স শ্রেণীর বর্ণিত লিঙ্গ অনুপাত পরবর্তীটি থেকে প্রকৃত পার্থক্যের গড়ের তিনগুণ।

জাতিসংঘ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত বয়স-লিঙ্গ উপাত্ত এমন যে সূচকের মান যদি ২০ এর নিচে, ২০-৪০ অথবা ৪০ এর উপরে হয় তবে ফলাফল হবে যথাক্রমে সঠিক, অশুদ্ধ এবং উচ্চ মাত্রার ভ্রমসঙ্কুল।

জাতিসত্তা শুদ্ধি অভিযান (Ethnic cleansing)

কোনো একটি অঞ্চল বা দেশের আন্তর্জাতিক সীমানার ভিতরে বসবাসকারী একটি সম্প্রদায় বা গোত্রকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী অপর কোনো সম্প্রদায় বা গোত্র কর্তৃক নিজস্ব রাজনৈতিক বা জাতিগত নিরঙ্কুশতা/প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বলপূর্বক বহিষ্কার করা বা সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করানোকে জাতিসত্তা শুদ্ধি অভিযান বলে।

সাম্প্রতিককালে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা থেকে সার্বীয়দের দ্বারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা জাতিসত্তা শুদ্ধি অভিযানের একটি উদাহরণ।

জাতীয় শুমারি (National census)

সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর কোনো একটি জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসমূহ গণনা করার রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত পদ্ধতি। গণনাকৃত ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগ থেকে সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

জাতীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (National minority)

একটি দেশের রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এর উদাহরণ।

জাতীয়তা (Nationality)

জাতীয়তার দুটি অর্থ আছে : (১) বৈধ জাতীয়তা–বর্তমান নাগরিকত্বসম্পন্ন দেশ; এবং (২) জাতিভিত্তিক জাতীয়তা একটি জাতির উৎপত্তি এলাকা বা দেশ। জন্মসূত্রে অথবা দেশজ প্রজাস্বত্বার অধিকার বিশিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে স্বত্বের প্রথমটির শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

জারজতা (Illegitimacy)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে বিবাহ ছাড়াই সন্তান জন্ম দানের ঘটনাকে জারজতা বলে। একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ১৫-৪৫ বছর বয়স শ্রেণীর প্রতি ১০০০ মহিলার (অবিবাহিতা, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা) সন্তান ধারণের হার থেকে জারজতা হিসাব করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০০ জন জীবিত সন্তানের মধ্যে কত জন অবৈধ সন্তান আছে তা থেকে জারজতা অনুপাত উল্লেখ করা হয়:

$$\text{জারজতা হার} = \frac{B_u}{B_t} X১০০০$$

এখানে, B_u = নির্দিষ্ট বৎসরে অবৈধভাবে জন্মানো মোট সন্তান সংখ্যা;

B_t = উক্ত সময়ে জীবিত মোট জন্ম সংখ্যা।

জীবনকাল (Life span)

কাম্য শর্তাধীনে কোনো এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ যত বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। মানুষের জীবন কাল ১০০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

জীবনকালীন অভিগমন (Lifetime migration)

জন্ম থেকে শুমারি বা জরিপের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত অভিগমন ঘটে। পূর্ণ জীবন কালীন অভিগমন তখনই বলা হয় যখন কোনো ব্যক্তির জন্মস্থান, মধ্যবর্তী সকল অভিগমন পর্যায় ব্যতিরেকে তার বর্তমান বাসস্থান থেকে ভিন্নতর হয়।

জীবন চক্র (Life cycle)

একজন ব্যক্তির জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকালে সংঘটিত ঘটনা সমূহ। সাধারণত কোন ব্যক্তির জীবন চক্রের মূল ঘটন সমূহের স্বাভাবিক অনুক্রম হচ্ছে বিবাহ, প্রথম এবং শেষ সন্তানের জন্ম, শেষ সন্তানের বিবাহ এবং স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের মৃত্যু।

জীবনগত ঘটন সূচক (Vital index)

নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত। সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে মরণশীলতাকে অতিক্রমকারী প্রজননশীলতার বিস্তৃত প্রভাবকে চিহ্নিত করে। রেমন্ড পার্ল এই সূচকটি প্রদান করেন ঃ

$$\text{জীবনগত তথ্য সূচক} = \frac{B}{D} \times ১০০$$

B = কোন নির্দিষ্ট সময়ে মোট জনসংখ্যা;

D = একই সময়ে মোট মৃতের সংখ্যা।

জীবনগত তথ্য তালিকা (Vital records/statistics)

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম, সমগ্র জীবনকালের বিভিন্ন অবস্থাগত পরিবর্তন এবং তার মৃত্যুর উপর সঙ্কলিত পরিসংখ্যান। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এই তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জীবনগত তথ্য নিবন্ধীকরণ (Vital registration)

বিভিন্ন জনমিতিক উপাত্ত যেমন জন্ম, মৃত্যু, ভ্রূণমৃত্যু, বিবাহ এবং তালাক ইত্যাদির পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ।

জীবনগত সংঘটন (Vital event)

কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং তালাক ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় জনমিতিক উপাত্তের উল্লেখ সংবলিত পরিসংখ্যানই জীবনগত সংঘটন।

জীবনযাত্রা মান (Standard of living)

একটি দেশের সহজপ্রাপ্য সম্পদের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান পরিমাপ করা হয়। সাধারণত মাথাপিছু আয় অথবা মাথাপিছু অশোধিত জাতীয় উৎপাদন দিয়ে জীবনযাত্রার মান প্রকাশ করা হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদের মাথাপিছু গড় আয় ১৯৮৮ সালে ছিল ২৭৫০০ ডলার, অন্যদিকে বাংলাদেশে এর পরিমাণ মাত্র ২২০ ডলার।

জীবন সারণি (Life table)

নির্দিষ্ট কোনো বৎসরে গণনাকৃত বয়স নির্দিষ্ট মৃত্যু হারের ভিত্তিতে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষের সম্ভাব্য জীবনকাল নির্দেশ করে একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে পর্যবেক্ষণকৃত জনসংখ্যা থেকে এই হার নির্ণয় করা হয়। জীবন ধারণে সক্ষমদের মূল বয়সকে x ধরা হয়। জীবন সারণির সাথে সম্পর্কিত এই তফসিলে সহভাগীদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত থাকে: জীবন সারণির প্রথম কলামে x থেকে x+n বয়স শ্রেণীর উল্লেখ থাকে, দ্বিতীয় কলামে শতকরা হারে প্রকাশিত মৃত্যুহারকে $_nM_x$ দিয়ে চিহ্নিত করা থাকে, মৃত্যুর সম্ভাব্য আনুপাতিক হারকে n৭×lb$_x$ সাহায্যে তৃতীয় কলামে উপস্থাপন করা হয়, চতুর্থ কলাম শ্রেণীতে প্রারম্ভিক জনসংখ্যাকে $_nd_x$ এর সাহায্যে, বয়স শ্রেণীতে মৃতের সংখ্যাকে পঞ্চম কলামে $_nL_x$ দিয়ে, বয়স শ্রেণীতে জীবন কলামে কালকে t_x, সপ্তম কলামে মোট জীবনকালকে e_x এবং সর্বশেষ কলামে কাঙ্ক্ষিত জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ু (বৎসর হিসেবে) $e_x{}^o$ চিহ্ন দিয়ে উপস্থাপন করা হয়।

একটি প্রকৃত জনসংখ্যার পর্যবেক্ষণকৃত মরণশীলতার উপর ভিত্তি করে জীবন সারণি রচিত হয় না। বিখ্যাত জীবন সারণি মডেলের মধ্যে জাতিসংঘের জীবন সারণি মডেল এবং কোল-ডেমনির আঞ্চলিক জীবন সারণি অন্তর্ভুক্ত। এই তালিকা লিঙ্গ ভিত্তিক তৈরি হয়ে থাকে।

জীবন সারণি প্রণয়নে সাধারণত চারটি ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় :

(ক) একটি নির্দিষ্ট সহভাগী (cohort) জনসংখ্যাকে এই তালিকা প্রণয়নে গ্রহণ করা হয়। যেমন, ১০,০০০/১০০,০০০ যাকে র‍্যাডিক্স (radix) বলে এবং এই তালিকা প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে যতক্ষণ না এরা সকলে মৃত্যুবরণ করে।

(খ) এই সহভাগীদের সঠিক জনসংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হবে, কিন্তু এই সংখ্যা মৃত্যুর মাধ্যমে কমতে থাকবে;

(গ) এই মৃত্যু, পূর্বে তৈরিকৃত মৃত্যু তালিকা থেকে নির্দিষ্ট হারে সংঘটিত হবে এবং এই হারের কোন পরিবর্তন হবে না; এবং

(ঘ) একটি বয়স থেকে পরবর্তী বয়সে পৌঁছার সময় যে মৃত্যু সংঘটিত হয় তাকে সমানভাবে বণ্টন করা হয়ে থাকে।

জীবন সারণি কেন্দ্রীয় মৃত্যু হার (Life table central death rate)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর প্রতি ১০০০ জন জীবিত জনসংখ্যার মধ্যে জীবন প্রাপ্তি x এবং x+n এর মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাকে জীবন সারণি কেন্দ্রীয় মৃত্যুহার বলে। এটি কোনো এক জীবন সারণির জনসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত বয়ঃনির্দেশক মৃত্যুহার নির্দেশ করে।

জ্ঞাতি (Kin)

রক্ত সম্পর্ক বিশিষ্ট কোনো পরিবার অথবা কুটুম্বাত্মীয়কে জ্ঞাতি বলে। রক্ত সম্পর্কযুক্ত কারও আত্মীয় সমষ্টিগতভাবে অন্য পরিবারের বা জ্ঞাতিজন পর্যায়ভুক্ত হতে পারে।

জ্ঞাতিজন (Kinfolk)

রক্ত সম্পর্কের সূত্রে স্থাপিত আত্মীয়-স্বজনই জ্ঞাতিজন। যেমন, একটি পরিবার পর্যায়ে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ।

জ্ঞাতি সম্পর্ক (Kinship)

জ্ঞাতি বর্গের সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্ত সম্পর্ককে জ্ঞাতি সম্পর্ক বলে। একটি পরিবার সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গ, যেমন, পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই সম্পর্কভুক্ত।

জ্ঞাতি সম্পর্ক বন্ধন (Kinship bond)

একটি বিশেষ জ্ঞাতি সম্পর্কাবস্থা অর্থাৎ একটি ছোট জনগোষ্ঠী বা উপজাতির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং

ব্যবসা, ধর্মীয় সামাজিক কর্মকাণ্ড সমূহ সম্পাদিত হয়। এটাই জ্ঞাতি সম্পর্ক বন্ধন।

ট

ট্রাসেল মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Trussel mortality technique)

শিশু এবং কিশোর মরণশীলতার মাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যাস এবং স্যালিভান কর্তৃক প্রণীত মরণশীলতা পরিমাপের কৌশলের সংস্করিত রূপ হচ্ছে ট্রাসেল মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে সহসংশ্রব বিশ্লেষণের কিছু অতিরিক্ত স্বাধীন চলক সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রযোজ্য প্রজননশীলতা তালিকার বিকল্প হিসেবে কোল-ট্রাসেল প্রজননশীলতা তালিকার মডেল ব্যবহৃত হয়।

ড

ডাক জরিপ (Mail survey)

ডাক বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপ। ডাকের মাধ্যমে নমুনায়িত লোকজনের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। প্রায়ই এই পদ্ধতি স্বল্প খরচ এবং দ্রুততর বলে বিবেচিত হলেও অনেক সময় উত্তর না পাঠানোর ঝুঁকি থাকে। এই পদ্ধতিতে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। জনসংখ্যা তথ্য সংক্রান্ত নমুনায়নের জন্য এই জরিপ বিশেষ উপযোগী; তবে উত্তরদাতা শিক্ষিত না হলে প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্তি ফলপ্রসূ হয় না।

ডিম্বস্ফোটন (Ovulation)

যৌন পরিপক্বতা আসার পরে প্রত্যেক মহিলা স্বাভাবিক চক্রানুসারে প্রতি ২৮ দিন অন্তর তাদের গর্ভাশয় থেকে এক বা একাধিক ডিম্বাণুর নিঃসরণ ঘটায়। প্রত্যেক মাসে যখন ডিম্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন গর্ভাশয় প্রাচীর স্ফীত হয়ে নিষিক্ত ভ্রূণকোষ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। যদি কয়েক দিনের (বা কয়েক ঘন্টা) মধ্যে সমৃদ্ধিশালী শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সেখানে পৌঁছাতে পারে তবেই গর্ভধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু যদি ডিম্বাণুসমূহ মৌলিক অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে তবে পরবর্তী চক্র আসা পর্যন্ত মহিলা বন্ধ্যা থাকে। এই ক্ষেত্রে গর্ভাশয় প্রাচীর রক্তরসকে রজঃস্রাব আকারে প্রবাহিত করণের মাধ্যমে সঙ্কুচিত হয়। এইভাবে প্রতি ২৮ দিনে রজঃস্রাব চক্র চলতে থাকে, এবং দুটো গর্ভাধান প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি ঋতুস্রাব অবস্থান করে।

ত

তরুণ জনসংখ্যা (Young population)

এমন একটি জনগোষ্ঠী যেখানে শিশু, কিশোর ও যুবক এবং নিম্ন-মধ্যবয়সীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি আর তাই সেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার কার্যকরী হয়। বাংলাদেশকে তরুণ জনসংখ্যাধিক্য দেশ বলা যায়, কেননা এখানে ১৫ বৎসর বয়সের নিচে প্রায় ৪৫ শতাংশ জনসংখ্যা রয়েছে । ফলে নির্ভরশীলতার উচ্চ হার এবং প্রজননশীলতার উচ্চ সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে।

তাত্ত্বিক জনমিতি (Theoretical demography)

জনসংখ্যা চর্চার সেই অংশ যা জনমিতির তাত্ত্বিক এবং ধারণাগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। তুলনামূলকভাবে এটি জনমিতির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র এবং এর অধিকাংশ অধিত বিষয় বর্তমানে প্রচলিত জনমিতির অন্তর্ভুক্ত।

তালাক/বিচ্ছেদ (Divorce)

একটি বিবাহের বৈধ বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় বিধি অনুযায়ী কোনো স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে তালাক বলে। সংশ্লিষ্ট দেশের আইনানুযায়ী দেশীয় ও শাস্ত্রীয় মতে তারা আবার একে অপরকে পুনঃবিবাহের অনুমতি লাভ করতে পারে।

তালাক হার/বিচ্ছেদ হার (Divorce rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০০ জন জনসংখ্যার মধ্যে তালাক প্রাপ্তদের সংখ্যা যা নিম্নরূপে পরিমাপ করা যায় :

$$\text{তালাক হার/বিচ্ছেদ হার} = \frac{D}{P} \times ১০০০$$

এখানে, D = নির্দিষ্ট বৎসরে মোট বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা;

P = উক্ত সময়ে মোট জনসংখ্যা।

দ

দক্ষ শ্রমশক্তি (Skilled manpower)

কোন একটা জনগোষ্ঠীর ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীকে দক্ষ শ্রমশক্তি বলে। চিকিৎসক, উদ্ভাবনকারী, ছুতার, মিস্ত্রি ইত্যাদি দক্ষ শ্রমশক্তির কিছু উদাহরণ।

দম্পতি কেন্দ্রিক পরিবার (Conjugal family)

একই বাড়ীতে একটি (বিবাহিত) দম্পতি, অথবা মাতাপিতা এবং তাদের পূর্ব বিবাহিত কোনো সন্তান-সন্ততি ছাড়াই যে পরিবার গঠিত হয় তাকে দম্পতি কেন্দ্রিক পরিবার বলে।

দুর্গত এলাকা (Disaster area)

এমন একটা এলাকা যা প্রাকৃতিক (যেমন, বন্যা,সাইক্লোন, ভূমিকম্প ইত্যাদি) অথবা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ (যেমন, যুদ্ধ বা আগ্রাসন) দিয়ে প্রভাবান্বিত যার ফলে জনসংখ্যা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

দেশীয় জনসংখ্যা (Indigenous population)

একটি অঞ্চলে জন্ম সূত্রে অথবা প্রকৃত বসবাসকারী জনসংখ্যা। উল্লেখযোগ্যভাবে এরা একই ভাষা-ভাষী ও ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে।

দ্বিগুণিক সময় (Doubling time)

কোনো একটি এলাকায় জনসংখ্যার বর্তমান প্রবৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে ঐ সংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হতে যত বছর সময় লাগে তাকে দ্বিগুণিক সময় বলে। বাংলাদেশে বর্তমান প্রবৃদ্ধি হার অনুযায়ী জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে আনুমানিক ২৫ বৎসর সময় লাগতে পারে।

দ্বৈত আবাস স্থল (Dual residence)

দুই ধরনের আবাসিক স্থানে আছে এমন জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ শহরে বসবাস করে কিন্তু গ্রাম্য আবাসিক ব্যবস্থাও আছে।

দ্বৈত নাগরিকত্ব (Dual citizenship)

এমন একজন নাগরিক যার সরকারীভাবে দুই দেশেই নাগরিকত্ব আছে (এর মধ্যে যে কোন একটা দেশ তার জন্মস্থান হতে পারে)।

দ্বৈত নিবন্ধী পদ্ধতি (Dual record system)

নিরূপণকৃত জীবন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পাওয়ার এমন পদ্ধতি যা জীবন সংক্রান্ত ঘটনার উপাত্ত সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের দুটি স্বাধীন বা অবাধ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ধ

ধর্মীয় গোষ্ঠী (Religious group)

জনসংখ্যা সম্পর্কিত গবেষণায়, জনগোষ্ঠীর সেই অংশকে ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয় যারা (১) কোনো ধর্মানুসারী অথবা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী, অথবা (২) একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে বা আধ্যাত্মিক মতবাদকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিয়েছে (সারণী ১১, চিত্র ১১)।

সারণি ১১ : বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মানুসারীর সংখ্যা, ১৯৯৩

ধর্ম		অনুসারী সংখ্যা
খ্রিষ্টান		১,৮৬৯,৭৫২,০০০ জন
রোমান ক্যাথলিক	১,০৪২,৫০১,০০০	
প্রটেস্টান্ট	৩৮২,৩৭৪,০০০	
অর্থোডক্স	১৭৩,৫৬০,০০০	
এ্যাংলিকান	৭৫,৮৪৭,০০০	
অন্যান্য	১৯৫,৪৭০,০০০	
মুসলিম		১,০১৪,৩৭২,০০০ ,,
সর্বপ্রাণবাদী		৯১২,৮৭৪,০০০ ,,
হিন্দু		৭৫১,৩৬০,০০০ ,,
বৌদ্ধ		৩৩৪,০০২,০০০ ,,
নিরীশ্বরবাদী		২৪১,৮৫২,০০০ ,,
চীনা লোকধর্ম		১৪০,৯৫৬,০০০ ,,
নব্য ধর্মাবলম্বী		১২৩,৭৬৫,০০০ ,,
উপজাতি ধর্ম		৯৯,৭৩৬,০০০ ,,
শিখ		১৯,৮৫৩,০০০ ,,
ইহুদি		১৮,১৫৩,০০০ ,,
শ্যামানিষ্ট		১০,৮৫৪,০০০ ,,
কনফুসিয়ান		৬,২৩০,০০০ ,,
বাহাই		৫,৭৪২,০০০ ,,
জৈন		৩,৯২৭,০০০ ,,
শিন্টো		৩,৩৩৬,৮০০ ,,
অন্যান্য		১৯,১৮৩,০০০ ,,

উৎস: The world Almanac & Book of Facts, 1995. pp.731

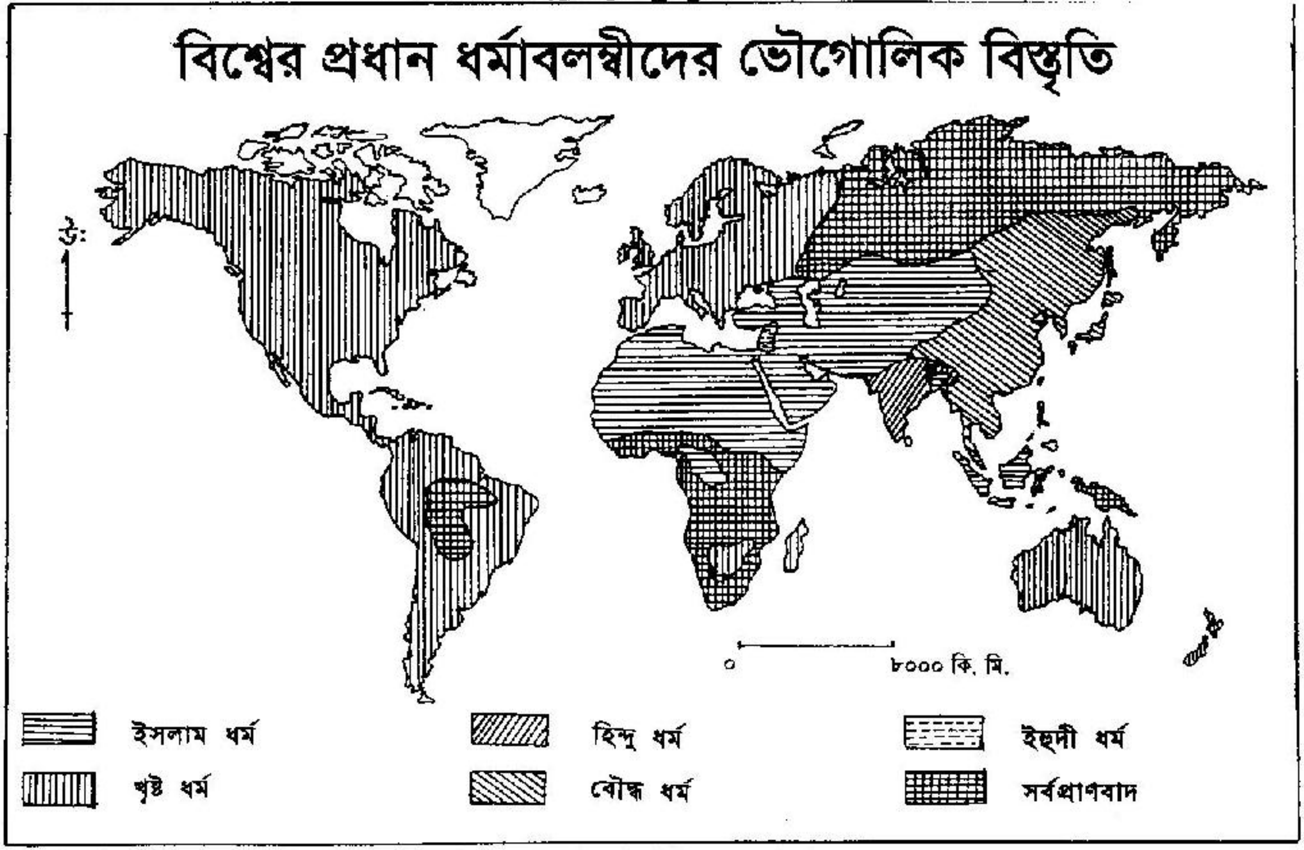

উৎসঃ রশীদ, কে. বি. এস. ১৯৯২। সাংস্কৃতিক ভূগোল। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

চিত্র ১১ : বিশ্বের প্রধান ধর্মাবলম্বীদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি

ধাত্রী (Midwife)

সন্তান প্রসব সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য কোনো সরকার স্বীকৃত কার্যক্রমের আওতায় যোগ্যতাধারী শিক্ষিত মহিলার ক্ষেত্রে ধাত্রী শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

একজন সনাতন ধাত্রী (বাংলাতে দাইও বলা হয়) এমন এক মহিলা যে শিশু জন্মের সময় মাকে সাহায্যে করে এবং সে নিজেই শিশু ভূমিষ্ঠকরণের দক্ষতা অর্জন অথবা জন্মের সময় উপস্থিত অন্যদের সাথে সহায়তা দান করে।

ন

নগর (City)

ক্রমবর্ধমান ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং ১০০,০০০ এবং তার চেয়ে অধিক লোকসংখ্যা বিশিষ্ট মনুষ্য বসতিকে নগর বলে।

নগর আকার (City size)

একটি নগরের প্রকৃত জনসংখ্যা। জনসংখ্যা আকার শতকরা হারে ও প্রকাশ করা যায়(সারণি ১২)। একটি দেশের নগর আকার সংশ্লিষ্ট নগরের জনসংখ্যা অনুযায়ী অন্যান্য নগরের সাথে তুলনামূলক ক্রম নির্দেশ করে। তবে নগর ভূগোলে একটি নগরের স্থানিক ব্যাপ্তিকেও নগর আকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সারণি ১২ : বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যার বণ্টন (শতকরা হারে), ১৯৫০-৯০

অঞ্চল/দেশ	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০
সমগ্র পৃথিবী	২৯.৪	৩৩.৬	৩৭.০	৩৯.৯	৪১.৭
উন্নয়নশীল অঞ্চল	১৭.৪	২১.৪	২৫.৩	২৯.৪	৩১.৫
উন্নয়ন অঞ্চল	৫৩.৬	৬০.৬	৬৬.৪	৭০.৬	৭২.৩
দক্ষিণ এশিয়া	১৬.১	১৮.৩	২১.২	২৫.৪	২৫.৯
বাংলাদেশ	৪.৪	৫.২	৯.২	১২.০	১৫.৪

উৎস : Population Reports 6 : 1990.

নগর ক্ষেত্র (Urban field)

কোন শহর বা নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় যে সীমারেখা পর্যন্ত ঐ শহর বা নগর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম তাকে ঐ শহর বা নগরের নগরক্ষেত্র বলে। একে নগরের পশ্চাদভূমি, বাণিজ্য এলাকা, প্রভাব বলয়, প্রভাব অঞ্চল, পর্যঙ্ক (catchment area), করদ এলাকা (tributary area) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নগরীর জনসংখ্যার বিকাশ মূলত নগর স্থিতির কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

নগর জনপদ (Urban settlement)

একটি দেশে নগর বসতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যস্ত বসতির পরিসরই নগর জনপদ। অন্য কথায় সাধারণভাবে নগর জনপদ বলতে বুঝায় অবিচ্ছিন্ন ঘর-বাড়ির সমন্বয়ে গঠিত এলাকা এমন যার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। নগর জনপদের সংজ্ঞা একেক দেশে একেক রকম।

নগর জনসংখ্যা (Urban population)

বিধিসম্মতভাবে শহর বা নগর এলাকার মধ্যে বসবাসকারী আবাসিক জনসংখ্যা। শহুরে বসতির যদিও সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তথ্যাপি শহরের যথার্থ বিকাশ শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লবোত্তর কালে ইউরোপে, বিশেষ করে গ্রেট বৃটেনে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে নগরায়নের গতিধারা অনেকটা স্থিতিশীল রয়েছে, তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহুরে জনসংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধিমুখী।

নগর নবীকরণ (Urban renewal)

একটি নগর এলাকার সমগ্র অংশ অথবা উপাংশের পুর্ননির্মাণ প্রক্রিয়া। একটি নগর এলাকার পরিত্যক্ত অংশের পুনর্গঠনও এর আওতাভুক্ত।

নগর পুঞ্জ (Urban agglomeration)

প্রধান নগর কেন্দ্রসমূহের নিকটতম এলাকাগুলোতে অন্যান্য নগর বসতি সমূহের বিকাশ প্রবণতা। প্রধান কেন্দ্রটি যতই বৃহত্তর হবে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ নিম্ন পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোর ঘনত্ব ততই নিবিড়তর হবে। সাধারণত এরূপ নগরায়িত

এলাকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নগরটি প্রধান অংশ এবং অন্যান্য নগর বসতিগুলিকে অংশ বিশেষ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেন্দ্রীয় নগরটি থেকে বাইরের দিকে যতই যাওয়া যায় চতুষ্পার্শ্বস্থ নগর বসতি সমূহের ঘনত্ব ততই হ্রাস পেতে থাকে (চিত্র ১২)।

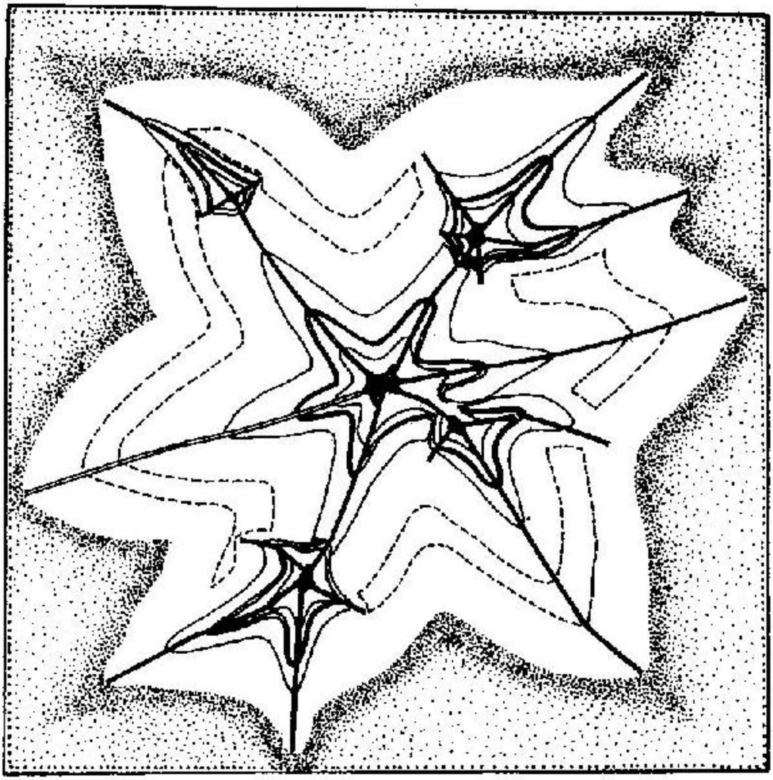

চিত্র ১২ ঃ নগরপুঞ্জ

নগর প্রবৃদ্ধি (Urban growth)

একটি নগরীর সাধারণ ও অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধি প্রাপ্তিকে নগর প্রবৃদ্ধি বলে। নগর প্রবৃদ্ধি প্রথমত জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অভিগমন এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে ঘটে। দ্বিতীয়ত, একটি নগরের প্রশাসনিক এলাকা প্রসারণের ফলেও নগর প্রবৃদ্ধি ঘটতে পারে।

নগর প্রসারণ (Conurbation)

ব্যাপক নগর এলাকা। কোন এলাকার কতিপয় পৃথক শহর সম্প্রসারিত হয়ে একাঙ্গী হয়ে পড়লে তাকে নগর প্রসারণ বলা হয়। এই নগর প্রসারণ এক কেন্দ্রিক এবং বহুকেন্দ্রিক উভয়বিধই হতে পারে। Patrick Geddes (১৯১৫) নগর প্রসারণ শব্দটি প্রচলন করেন।

নগর ফিতাবিস্তৃতি (Urban ribbon)

নগরের ভিতর থেকে সুদূর গ্রামীণ এলাকায় সংযোগকারী সড়ক ও জনপথ সমূহের উভয় পাশে ফিতাসদৃশ না শহর না গ্রাম এমন বসতি। এ সকল এলাকার ঘর-বাড়ির আকৃতি, কাঠামো এবং কর্মকাণ্ডে নগর সুলভ প্রভাব করা যায়। এই বিস্তৃতি মূলত পরিবহণ ব্যবস্থার অবদান এবং এ ধরনের নগরায়ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অধিক দৃষ্টিগোচর হয় (চিত্র ১৩)।

নগর বিক্ষেপণ (Urban sprawl)

অপরিকল্পিত এবং বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠা সম্প্রসারিত নগর এলাকা, সাধারণত যোগাযোগ জালের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নগর এলাকার সাথে একত্রীভূত থাকে।

নগর শ্রেণীক্রম (Urban hierarchy)

আকার অথবা বিকাশের ক্রম বা স্তর অনুসারে শহরসমূহের শ্রেণীক্রম ঘটে। শ্রেণীক্রম দুভাবে হতে পারে—একটি হচ্ছে আনুক্রমিক (rank size) শ্রেণীক্রম। এক্ষেত্রে চলক হচ্ছে জনসংখ্যা যেমন, শহর, নগর, নিয়ন্তা নগর (primate city), মহানগর ইত্যাদি। অন্যটি কার্মিক (functional) শ্রেণীক্রম যেমন, ক্ষুদ্রাকার বাণিজ্যিক এলাকা, জেলা শহর, বিভাগীয় শহর, আঞ্চলিক রাজধানী, কেন্দ্রীয় রাজধানী ইত্যাদি (চিত্র ১৪)।

নগরত্ব (Urbanism)

নগর চরিত্রের/মানের পরিমাণ অথবা কোনো একটি নগর কেন্দ্রের পৌর সুবিধা এবং জীবন যাত্রা মানের বিস্তার যা নগরবাসীদের আচরণে প্রভাব বিস্তার করে।

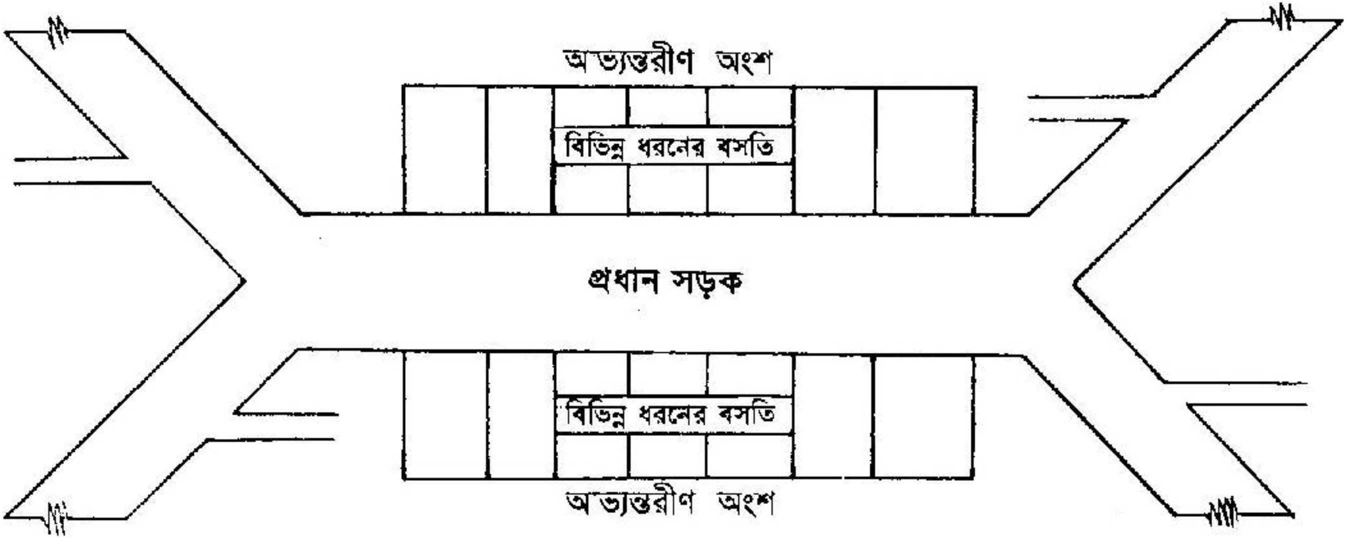

চিত্র ১৩ ঃ নগর ফিতা বিস্তৃতি

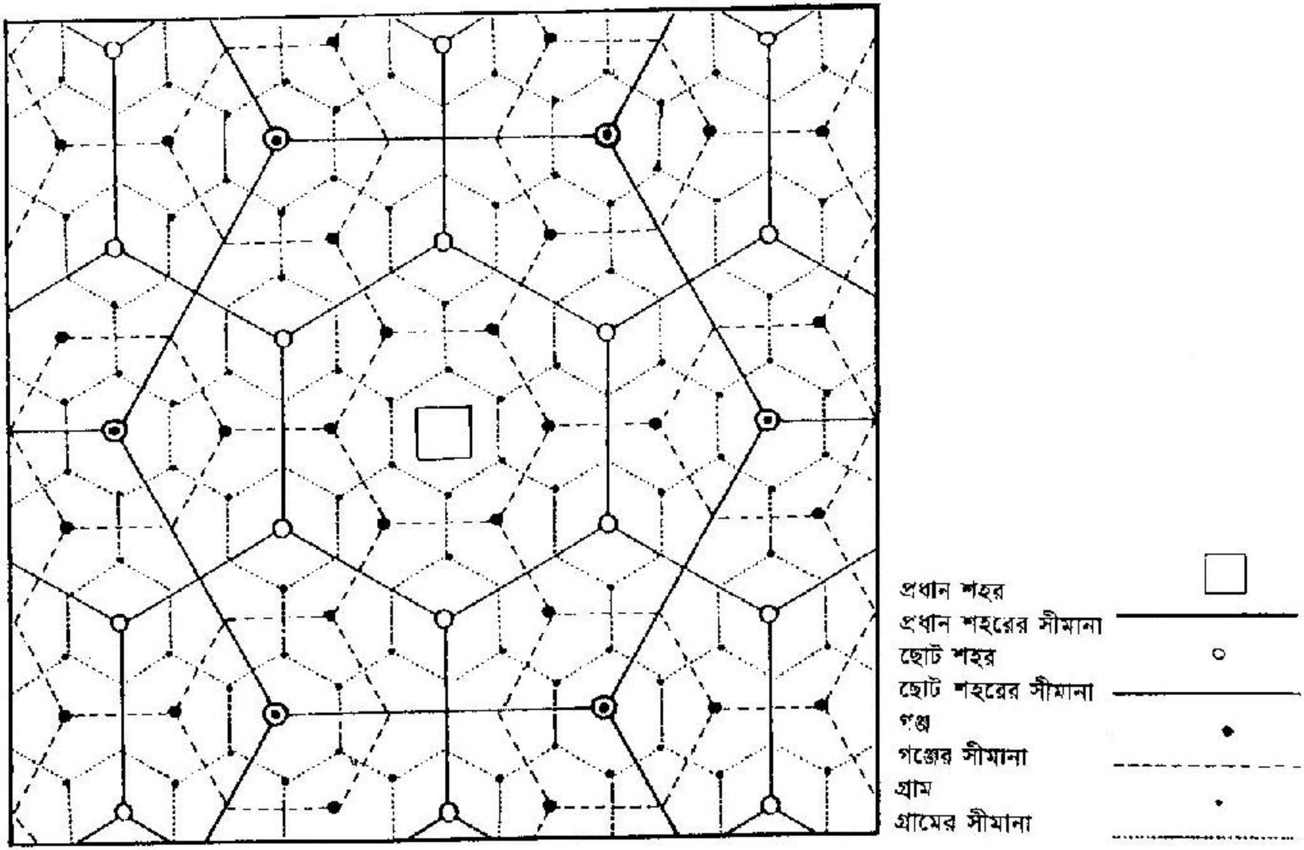

চিত্র ১৪ ঃ জনপদের শ্রেণীক্রম ও অবস্থানের বিন্যাস

নগরায়ন/শহরায়ন (Urbanisation)

বিধিসঙ্গত শহর বা নগর এলাকার মধ্যে বসবাসকারী আবাসিক জনসংখ্যা।

শহরে বসতির যদিও সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তথাপি শহরের যথার্থ বিকাশ শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লবোত্তর কালে ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে নগরায়নের গতিধারা অনেকটা স্থিতিশীল রয়েছে, তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহুরে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিমুখী (সারণি ১২)।

নগরীয় জরাবস্থা (Urban blight)

কেন্দ্রীয় শহরের পরিত্যক্ত আবাসিক এলাকা সমূহে নিম্ন আয়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাগম ঘটে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য, সামাজিক অনুন্নতা এবং জাতি ও বর্ণগত বৈষম্যের কারণে শহরের কেন্দ্রীয় অংশের যথাযথ বিকাশ ব্যাহত হয়। শহর ধ্বংসের এই প্রক্রিয়াকে নগরীয় জরাবস্থা বলা হয়।

নগ্নপদ চিকিৎসক (Barefoot doctor)

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে মৌলিক চিকিৎসাশাস্ত্র, সামাজিক জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম এবং পরিবার পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল সু-সংগঠিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীই নগ্নপদ চিকিৎসক। অনেক উন্নয়নশীল দেশের স্বাস্থ্য কার্যক্রমে এরা মডেল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

নবজাত মৃত্যু (Neo-natal death)

জন্মের প্রথম ২৮ দিনের মধ্যে সংঘটিত মৃত্যুকে নবজাত মৃত্যু বলে।

নবজাত মৃত্যুহার (Neo-natal mortality rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০০ জীবিত সন্তানের মধ্যে ২৮ দিন বা কম বয়সী শিশুর মৃত্যুকে নবজাত মৃত্যুহার বলে। এই হার নিরূপণের সূত্র নিম্নরূপ :

$$\text{নবজাত মৃত্যুহার} = \frac{D_{(০-৪)}}{B} \times ১০০০$$

যেখানে, $D_{(০-৪)}$ = একটি নির্দিষ্ট বৎসরে নবজাত (০-৪ সপ্তাহ বয়স) মৃত্যুসংখ্যা ; এবং

B = ঐ বৎসরে জীবিত সন্তান সংখ্যা।

নবজাতোত্তর মৃত্যু (Postneo-natal death)

২৮ দিন থেকে শুরু করে ১ বৎসর বয়সী শিশুদের মৃত্যুকে নবজাতোত্তর মৃত্যু বলে।

নবজাতোত্তর মৃত্যুহার (Post-neonatal mortility rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ২৮ দিন থেকে শুরু করে এক বৎসর বয়সী প্রতি ১০০০ জীবিত শিশু সন্তানের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যায় নবজাতোত্তর মৃত্যুহার নির্ধারণ করা হয় :

$$\text{নবজাতোত্তর মৃত্যুহার} = \frac{D}{B} \times ১০০০$$

যেখানে, D = নির্দিষ্ট বৎসরে (৪-৫২ সপ্তাহের) মৃত শিশু সংখ্যা, এবং

B = ঐ বৎসরে জীবিত সন্তান সংখ্যা।

নব্য ম্যালথাসীয় (দৃষ্টি ভঙ্গি) (Neo-Malthusian)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি সীমায়িত রাখার পক্ষাবলম্বিত মতামতই নব্য ম্যালথাসীয় দৃষ্টিভঙ্গি (ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি প্রতিকারের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা ম্যালথাস নিজেই সমর্থন করেন না)।

নাগরিক (Citizen)

একটি দেশের বৈধ বসবাসকারীগণ সাধারণত ঐ দেশের নাগরিক। জন্ম সূত্রে অথবা দেশজ প্রজার অধিকার বিশিষ্ট হওয়ার মধ্যে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। সাধারণত একই দেশে জন্মগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিই স্বয়ংসিদ্ধভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিক হয়ে যায়। তবে স্বীয় দেশের স্বার্থবিরোধী কাজের ফলে প্রচলিত আইনে কোনো ব্যক্তি নাগরিকত্ব হারাতে পারে।

নারী শক্তি (Women power)

সমাজে দাসত্বমোচন ও স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে সমান মর্যাদা/অধিকার অর্জনের জন্য মহিলাদের স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাই নারী শক্তি।

নিঃসন্তানতা (Childlessness)

বিবাহিত মহিলাদের জীবিত সন্তান জন্মদানে অক্ষমতাই নিঃসন্তানতা। তা ছাড়া গর্ভধারণ করা সত্ত্বেও যে সমস্ত মহিলা মৃত সন্তান প্রসব করে তারাও নিঃসন্তানের অন্তর্ভুক্ত। তবে যে সমস্ত মহিলার সন্তান শিশু অবস্থায় মারা যায় তাদের নিঃসন্তান বলা যাবে না।

নিগ্রো (Negro)

সাধারণত কৃষ্ণবর্ণ অথবা আফ্রিকার নিগ্রোয়েড জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণত্বক বিশিষ্ট জনসংখ্যাও এর শ্রেণীভুক্ত।

নিট অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি (Net coverage error)

কোন একটি শুমারি বা জরিপ কার্যে উপেক্ষিত/বর্জিত ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং তাদের অন্তর্গত ভ্রমের ভারসাম্যাবস্থা। সমন্বিত জননংখ্যার সাথে একে শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। বাদ পড়ে যাওয়া অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে প্রকৃত গণনা বহির্ভূত এবং ভুলবশত বেশি লোক অন্তর্ভুক্তকরণকে অতিরিক্ত গণনা বলে।

নিট অভিগমন (Net migration)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন এলাকায় একটি জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অভিবাসন এবং বহির্বাসনের ফলে জনসংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধি বা হ্রাসই হচ্ছে নিট অভিগমন।

নিট অভিগমন হার (Net migration rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ১০০ জনসংখ্যার (বছরের মধ্যকালীন জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে) মধ্যে কতজন ঐ দেশে প্রবেশ করে বসবাস করছে তাদের সংখ্যা। দেশের মধ্যে অপর দেশ থেকে লোকজনের স্থায়ী আগমনকে অভিবাসন এবং দেশ থেকে অপর দেশে স্থায়ীভাবে লোকজনের চলে যাওয়াকে প্রকৃত প্রবাসন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই হারের সূত্র নিম্নরূপ :

$$\text{নিট অভিগমন হার} = \frac{\Sigma M_{1j} + \Sigma M_{1i}}{N_1} \times ১০০$$

M_{1j} = j অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু বর্তমানে ১ নং অঞ্চলে বসবাস করছে এমন অভিগমনকারী জনসংখ্যা;

M_{1i} = i অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু বর্তমানে ১ নং অঞ্চলে অভিগমন করছে এমন জনসংখ্যা;

N_1 = ১ নং অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী মোট জনসংখ্যা।

নিট গ্রহণকারী (Net acceptor)

পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাধীন গর্ভনিরোধক পদ্ধতিসমূহ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রথমবারের মত গর্ভনিরোধক সেবা গ্রহণকারীরাও এর অন্তর্গত। গ্রহণকারীরা অন্য যে কোন ধরনের সুব্যবস্থিত সেবা গ্রহণ করতে পারে। তারা ভিন্ন এক ধরনের গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, আবার এক বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় পরেও গর্ভনিরোধক সেবা গ্রহণ করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে এরূপ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের ঐ সময়ের জন্য প্রকৃত গ্রহণকারী বলা যাবে।

নিট শুমারি ত্রুটি (Net census error)

শুমারিকালে কোনো এলাকায় প্রকৃত জনসংখ্যার বয়স সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ (অবগণনা বা অতিরিক্ত গণনা) এবং প্রকৃত বয়সের ভ্রান্ত লিপিবদ্ধকরণ হলো নিট শুমারি ত্রুটি।

নিট সংজনন হার (Net reproduction rate)

একটি নির্দিষ্ট বছরে একজন মহিলার (একদল মহিলার) বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতার হারের সাপেক্ষে তার জীবনকালে ঔরসজাত কন্যা সন্তানের সংখ্যা। এই হার মোট সংজনন হারের সমতুল্য। কিন্তু যে সমস্ত মহিলা তাদের সন্তান ধারণ সময় সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায় তাদেরকেও এই হিসাবে ধরা হয়। প্রকৃত সংজনন হার ১.০০; এর অর্থ এই যে, একজন মাতা একজন কন্যা সন্তান দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবেন (দ্রষ্টব্যঃ মোট সংজনন হার, মোট প্রজননশীলতা হার, এবং প্রতিস্থাপন হার)। সূত্রাকারে হারটি নিম্নরূপ :

$$\text{সংজন হার} = \frac{B^f}{B^t} \Sigma_{\omega_1}^{\omega_2} \frac{B_x}{P_x} \frac{L_x}{l_0}$$

এখানে, B_x = x বয়সী মহিলাদের জন্মদানকৃত মোট জীবিত কন্যা সন্তানের সংখ্যা;

P_x = বৎসরের মধ্যকালীন সময়ের প্রজননক্ষম মহিলাদের সংখ্যা;

B^t = মোট জন্মানো সন্তানের সংখ্যা;

L_x/l_o = জীবন তালিকা থেকে প্রাপ্ত উদ্বর্তন হার;

$\frac{B^f}{B^t}$ = জনিত কন্যা সন্তানের অনুপাত; এবং

ω_1 ও ω_2 = প্রজননক্ষম মহিলাদের উর্ধ্ব (৪০ বা ৪৯ বৎসর) ও নিম্ন (১৫ বৎসর) সীমা।

নিবন্ধীকরণ (Registration)

সাধারণ অথবা বিশেষ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতির জীবন সংক্রান্ত ঘটনার উপর তথ্যসমূহকে অবিরাম ভাবে লিপিবদ্ধ করণের পদ্ধতিকে নিবন্ধীকরণ বলে।

নিম্ন জন অধ্যুষিত (Under population/populated)

কোন এলাকার সহন মাত্রার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক জনসংখ্যা অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্পদ ঐ জনভার বহনে ভালভাবে সক্ষম।

নিয়ন্তা নগর (Primate city)

একটি দেশের সর্বাপেক্ষা বড় শহর। লোকসংখ্যা এবং জাতীয় ক্ষেত্রে প্রভাব, উভয় দিক থেকেই এটি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এবং যখন ঐ দেশের অন্যান্য নগরের সাথে এর তুলনা করা হয় তখন শহরের মান-আকার বিন্যাসের শীর্ষে অবস্থান করে। মার্ক জেফারসন (১৯৩৯) 'প্রাইমেট সিটি' নামটি প্রবর্তন করেন।

নিরাপদ কাল পদ্ধতি (Safer period method)

প্রজননক্ষম মহিলাদের ঋতু চক্র চলাকালীন উর্বর সময়ে যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণে নিরাপদ কাল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দিনপঞ্জি পদ্ধতি, শারীরিক তাপমাত্রা পদ্ধতি এবং জননেন্দ্রিয় নিঃসরণ মাত্রা দ্বারা এই সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। সাধারণত উর্বরাকাল সময় পরিহার করে, চক্রের অন্য দিনগুলো রতি মিলনের জন্যে নিরাপদ বা অনুর্বর সময় বলে বিবেচিত হয়।

নির্দেশক শুমারি/জরিপ (Pilot census/survey)

কোনো একটি বৃহৎ আকারের গণনা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ছোট এলাকায় যে ক্ষুদ্র এবং অনুসন্ধানী শুমারি জরিপ পরিচালনা করা হয় তাকেই

নির্দেশক শুমারি বলে। জরিপটি সঠিকভাবে কার্য পরিচালনার সংক্ষিপ্ত পন্থাসমূহ, অনুজ্ঞা ও প্রশ্নমালা জরিপ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সমস্যা থাকলে তা প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমন, সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণ, উত্তর দাতার সংখ্যা এবং অন্যান্য দরকারি উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে।

নির্বাচিত অভিগমন (Selective migration)

নির্বাচিত অভিগমনকারী হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যারা অন্যদের চেয়ে বেশি অভিবাসন করার প্রবণতা দেখায়। এই ধরনের নির্বাচনে বয়স (যুবক বয়স শ্রেণীভুক্তরা বেশি ভ্রমণেচ্ছু), লিঙ্গ (পুরুষরা বেশি ভ্রমণ করে), লিঙ্গ, পেশা, দক্ষতা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট।

নির্ভরশীল জনসংখ্যা (Dependent population)

জনসংখ্যার সেই অংশ যা অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। শিশু-কিশোর এবং প্রৌঢ়-বৃদ্ধরা সাধারণত নির্ভরশীল জনসংখ্যা হিসেবে বিবেচিত হয়।

নির্ভরশীলতা অনুপাত (Dependency ratio)

কোনো জনগোষ্ঠীতে কথিত উৎপাদনশীল অংশে নিয়োজিত জনসংখ্যার (১৫- ৫৯ বা ৬৪ বৎসর) উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অর্থাৎ প্রৌঢ় ৬০ বা ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে) ও শিশু-কিশোর (১৫ বছরের নিচে) জনসংখ্যার অনুপাত (সারণি ১৩)।

নির্ভরশীলতার প্রকার অনুযায়ী নির্ভরশীলতা অনুপাত নির্ণয় পদ্ধতির সূত্র নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

$$\text{নির্ভরশীলতা অনুপাত} = \frac{\text{০-১৪ এবং ৬০ (বা ৬৫ বৎসর) বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যা}}{\text{১৫-৫৯ বা ৬৪ বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যা}} \times \text{১০০}$$

অথবা

$$\text{অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা অনুপাত} = \frac{\text{অকর্মশীল জনসংখ্যা}}{\text{কর্মশীল জনসংখ্যা}} \times \text{১০০}$$

সারণি ১৩ : বিশ্বের নির্বাচিত অঞ্চল এবং বাংলাদেশে নির্ভরশীলতা অনুপাতের আঞ্চলিক ধারা, ১৯৫০-১৯৯০

এলাকা	১৯৫০	১৯৮০	১৯৯০
সমগ্র বিশ্ব	৬৭.৯	৭০.৬	৬৬.৬
উন্নত অঞ্চল	৫৪.৮	৫২.৬	৪১.৩
বিকাশশীল অঞ্চল	৭৫.২	৭৭.৮	৭২.৪
দক্ষিণ এশিয়া	৮২.৮	৭৮.৫	৭২.৭
বাংলাদেশ	৮৭.০	১০৪.০	১০২.০

উৎস : UNO. 1991. World Population Situation. New York.

নিশীথ জনসংখ্যা (Night population)

নিশীথ জনসংখ্যা দুই ধরনের অর্থবোধক : একটি এলাকায় রাত্রি বেলায় শুমারি গ্রহণের সময় নির্দিষ্ট স্থানে ঘুমন্ত অবস্থায় (যেমন, রেল বা লঞ্চ স্টেশন, বিমান বন্দর ইত্যাদি) অথবা বস্তি এলাকায় বসবাসকারী ভাসমান জনসংখ্যা।

নিশ্চল জনসংখ্যা (Stationary population)

প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক জন্ম ও মৃত্যুহার বিশিষ্ট জনসংখ্যাকে নিশ্চল জনসংখ্যা বলে। জনসংখ্যা ও মরণশীলতার হার থেকে তার বয়স কাঠামো নির্ধারিত হয়। যখন বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজনন ও মরণশীলতা হার অপরিবর্তনীয় বা স্থির অবস্থায় থাকে তখন নিশ্চল জনসংখ্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে নিট সংজনন হার (NRR) ১ হয়।

নিষ্কর্মা জনসংখ্যা (Non-active population)

একটি জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যারা কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নেই; যেমন, একটি জনগোষ্ঠীর নিষ্কর্মা জনসংখ্যা হলো পঙ্গু উন্মাদ ইত্যাদি।

প

পরিকল্পিত জন্ম ব্যবধানকরণ (Planned spacing of birth)

পরিবার আকার সীমিত করার লক্ষ্যে দম্পতিগণ কর্তৃক দুটি সন্তান জন্মের মধ্যকার সময়ের পরিকল্পিত ব্যবধানকে জন্ম ব্যবধানকরণ বলে।

পরিত্যাগী (ছাত্র) (Drop-out [student])

কোনো কারণে একজন ছাত্রের তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা/শ্রেণী থেকে পরিত্যক্ত হওয়া। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক কারণে প্রাথমিক স্তরে শ্রেণীকক্ষ পরিত্যাগী ছাত্র শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়।

পরিবার (Family)

স্বামী ও স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিসহ ব্যক্তি সমষ্টি একত্রিত হয়ে একক পরিবার গঠিত হয় (কিন্তু প্রায়শ একের অধিক পরিবার মিলে একটি পরিজনবর্গের বা খানা গঠন করতে দেখা যায়)।

পরিবার আকার (Family size)

একটি পরিবারে বসবাসকারী মোট লোক সংখ্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যাকে উল্লেখ করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা (Family planning)

জন্ম ব্যবধানকরণের সংখ্যা নিয়মিতকরণের সচেতন প্রচেষ্টাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে। সাধারণত পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি জন্মনিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু দম্পতিদের গর্ভধারণে প্রবৃত্তিকরণও এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সমান অর্থ-সম্পন্ন নয় (চিত্র ১৫)।

পরিমাত্রিক জনমিতি (Quantitative demography)

জনমিতিতে ব্যবহারযোগ্য পরিমাণাত্মক কৌশলসমূহ যা কোনো একটি জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

পরিমেয় জনসংখ্যা (Finite population)

কোনো দেশের বা অঞ্চলের মানবীয় বা প্রাকৃতিক সীমারেখা বা সীমাবদ্ধতার ফলে বিশেষ জনসংখ্যাকার।

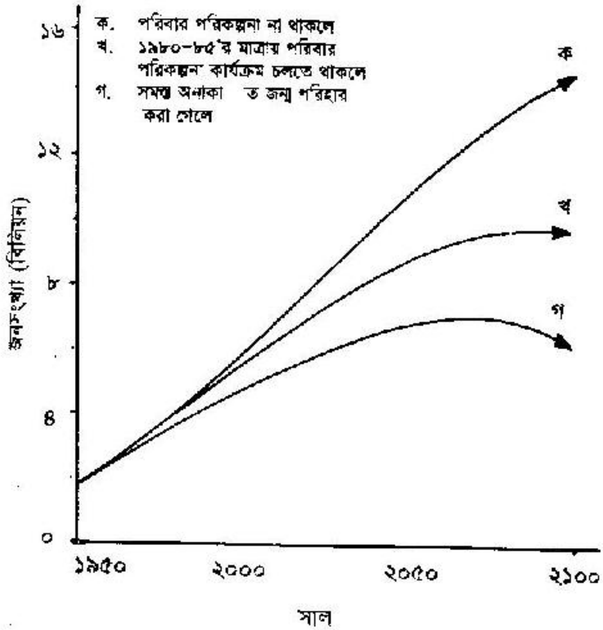

চিত্র ১৫ ঃ বিশ্ব জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধিতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রভাব

পরিসংখ্যানিক মানচিত্র (Statistical map)

বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত কৌশলাবলম্বনে অঙ্কিত এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংবলিত মানচিত্র। জনসংখ্যা মানচিত্র পরিসংখ্যানিক মানচিত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পর্যবেক্ষণ নির্ভর জীবন সারণি (Empirical life table)

প্রকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত মৃত্যুর পর্যবেক্ষণকৃত সংখ্যা ভিত্তিক জীবন সারণিকে পর্যবেক্ষণ-নির্ভর জীবন সারণি বলে।

পশ্চাদমুখী উদ্বর্তন পদ্ধতি (Reverse survival technique)

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যারা মারা গেছে অথবা মুমূর্ষু বলে অনুমিত হয়েছে এমন লোকজনকে বাদ দিয়ে কোনো একটি জনগোষ্ঠীর অতীত জনসংখ্যা পরিমাপের একটি কৌশল। নির্দিষ্ট বয়স n-এ জীবিত জনসংখ্যার সাহায্যে পূর্ববর্তী x বৎসরে অনুমিত জন্ম গ্রহণকারী দিয়ে অতীত বছরের প্রজননশীলতা পরিমাপ করা

হয় (যেখানে প্রজননশীলতা ও মরণশীলতা জানা আছে অথবা বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপকৃত এরূপ পরিস্থিতিতে অতীতের অভিগমন হারও একই পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়)।

পারিসরিক জরিপ/সমীক্ষা (Longitudinal survey/study)

একই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের (বাড়ির/খানার) মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পুনঃ পরিদর্শনের মাধ্যমে যে জরিপ কার্য অনুসৃত হয়।

পার্থক্যমূলক প্রজননশীলতা (Differential fertility)

একই সময়ে বিভিন্ন জনসংখ্যার মধ্যে অথবা একই জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনসংখ্যার (যেমন, বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, ধর্মীয় গোষ্ঠী, বর্ণ, আবাসিক অবস্থা ইত্যাদি) মধ্যে প্রজননশীলতার যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাকে পার্থক্যমূলক প্রজননশীলতা বলে।

পার্থক্যমূলক মরণশীলতা (Differential mortality)

একই সময়ে বিভিন্ন জনসংখ্যার মধ্যে অথবা একই জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত জনসংখ্যার (যেমন, বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, ধর্মীয় গোষ্ঠী, বর্ণ, আবাসিক অবস্থা ইত্যাদি) মধ্যে মরণশীলতার যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাকে পার্থক্যমূলক মরণশীলতা বলে।

পি/এফ অনুপাত পদ্ধতি (P/F ratio method)

প্রজননশীলতার উপর জরিপকৃত তথ্যের সঠিকতার মাত্রা নিরীক্ষণ পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রজননশীলতার তথ্যসমূহ গড় সাদৃশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। সঠিকতার মাত্রা নিরূপণের জন্যে P বয়স শ্রেণীতে গড় সাদৃশ্যাকারে বর্ণিত জীবন কাল প্রজননশীলতার আনুক্রমিক বয়সশ্রেণীর ইতিপূর্বে প্রাপ্ত F এর সাদৃশ্যের তুলনা করা হয়। ভ্রান্তি সম্পর্কে নির্দিষ্টকৃত অনুমানসমূহ যদি যথার্থ হয়, তবে বর্ণিত জীবনকাল প্রজননশীলতার মাত্রা অনুযায়ী বর্তমান বয়সভিত্তিক প্রজননশীলতাকে প্রমিতকরণের মাধ্যমে কখনো কখনো প্রজননশীলতার সংস্কারকৃত পরিমাপ বা হিসাব পাওয়া যেতে পারে।

পিতৃ অবস্থানিক বিবাহ (Patrilocal marriage)

বিবাহের পরে স্বামীর পিতা-মাতার স্তরে সাথে আবাসস্থল স্থাপন করা।

পিতৃগত পরিবার (Patrilineal family)

এমন পরিবার যেখানে সন্তানদের উত্তরাধিকারক্রম পুরুষ পক্ষাবলম্বন করে বর্ণনা করা বা প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ শিশু-পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ ইত্যাদি)।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Patrilocal system)

শ্রেণী ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের যুগে বংশভিত্তিক ব্যবস্থার ভাঙনের কালপর্বে সামাজিক গঠনের একটি রূপ। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য–অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবারে পুরুষের মুখ্য ভূমিকা। পশুপালন, সেচমূলক কৃষিকাজ ও ধাতুর কাজ এ ব্যবস্থার নির্ধারক ছিল।

পিতৃ প্রজননশীলতা (Paternal fertility)

সাধারণত প্রজননশীলতার পরিমাপ মহিলা জনসংখ্যার সাপেক্ষে করা হয় কিন্তু পুরুষদের সাপেক্ষেও একই ভাবে এই হিসাব করা যেতে পারে। প্রজননশীলতার পার্থক্য এবং পরিবর্তন, বিশেষত পিতৃ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রজননশীলতার আর্থ-সামাজিক তারতম্য নিরূপণ, পিতৃ প্রজননশীলতা হারের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়। প্রায়শই পিতৃ প্রজননশীলতা পরিমাপ মাতৃ প্রজননশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

পিতৃ প্রধান পরিবার/সমাজ (Patriarchal family/society)

এমন একটা পরিবার বা সমাজ যেখানে পিতাই নেতৃস্থানীয় বা প্রধান হিসেবে অবস্থান করে।

পুঞ্জীভূত (নগর) (Agglomeration [urban])

কোনো একটি এলাকায় কতকগুলি নগর কেন্দ্রের সমাহারকে পুঞ্জীভূত নগর বলে। পুঞ্জীভূত নগরের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হচ্ছে জাপান এবং উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের একস্থানে মিলিত হওয়া। নগরপুঞ্জিভবন কোন আলাদা সংস্থিতি নয় বরঞ্চ এমন একটি ভৌগোলিক একক যা দুই বা ততোধিক নগরকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পুনঃবসতিকরণ (Resettlement)

একটি মনুষ্য বসতি রক্ষার্থে কোন একটি এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন, অথবা এক নতুন স্থানে আবাসস্থল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি জনগোষ্ঠীকে স্থিতিকরণ করাই পুনঃবসতিকরণ।

পুনঃস্থাপন পর্যায়ে প্রজননশীলতা (Replacement level fertility)

প্রজননশীলতার এমন একটা মাত্রা যেখানে একদল সহভাগী মহিলা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কন্যা সন্তান দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। সংজ্ঞানুসারে, পুনঃস্থাপনের পর্যায়ে, প্রকৃত সংজন হার ১-এর সমান। পুনঃস্থাপন পর্যায়ে প্রজননশীলতার চিহ্নিতকরণে মোট প্রজননশীলতার হার ব্যবহৃত হয়।

পুনঃস্থাপন হার (জনসংখ্যা) [Replacement rate (of population)]

প্রজননশীলতার এমন একটি হার যেখানে সহভাগী মহিলা ঐ জনগোষ্ঠীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কন্যা সন্তান দিয়ে নিজেদের প্রতিস্থাপিত করেন।

পুনরভিগমন (Transmigration)

আইনসম্মতভাবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে অভিগমন। প্রায়শই জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস অথবা নতুন বসতি এলাকা উন্মুক্ত করার জন্য পুনরভিগমন সম্পন্ন হয়। যেমনটি নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং জাভাতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অভিগমনের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

পুনরুজ্জীবিত জনসংখ্যা (Rejuvenation of population)

এমন একটি অবস্থা যখন কোনো জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রতিস্থাপন পর্যায়ে পৌঁছে এবং ঋণাত্মক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি নিবন্ধীকৃত হয় অর্থাৎ জনসংখ্যা ক্রমহারে হ্রাস পেতে থাকে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে এবং ঐ জনসংখ্যার বিস্তারকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জন্মানুকূলিক কার্যক্রম গ্রহণ করাকে জনসংখ্যার পুনরুজ্জীবিতকরণ বলে।

পুনর্বাসন (Rehabilitaion)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীকে স্থায়ী জীবন ব্যবস্থায় এবং মনুষ্য বসতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে পুনর্বাসন বলে। মনুষ্য সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে মানুষকে তার বসতিতে এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুনস্থাপন করাও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পুনর্বিবাহ হার (Remarriage rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০০ জন ভূতপূর্ব বিবাহিতের (অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত) পুনর্বিবাহের অনুপাতকে পুনর্বিবাহ হার বলে।

পুরুষতা অনুপাত (Masculinity ratio)

লিঙ্গ কাঠামোর এমন একটি পরিমাপ যা কোন একটি জনগোষ্ঠীতে পুরুষের অনুপাত নির্দেশ করে (মান নির্ধারণের জন্যে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয়)। মান সংখ্যা ৫০ ভারসাম্যাবস্থা অথবা আদর্শাবস্থার নির্দেশ করে। ৫০ উর্ধ্ব মান পুরুষের আধিক্য এবং এর নিম্নমান মহিলাদের আধিক্য নির্দেশ করে।

পুষ্টি (Nutrition)

খাদ্যসামগ্রী থেকে পুষ্টি এবং পুষ্টিকর দ্রব্যাংশ গ্রহণের প্রক্রিয়া। প্রধানত ক্যালরি গ্রহণ থেকে পুষ্টি মাত্রা নির্ণীত হয়।

পুষ্টি মর্যাদা/অবস্থা (Nutritional status)

জনসাধারণের প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রী থেকে পুষ্টি গ্রহণের মাত্রাগত অবস্থা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অভিমত অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পরিমাণ ক্যালরির প্রয়োজন হয়।

সারণি ১৪ : কর্মকাণ্ড অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ক্যালরি মাত্রা।

কর্মকাণ্ড	কিলোক্যালরি
৮ ঘন্টা নিদ্রা, ঘন্টা প্রতি ৬৫ কিলোক্যালরি হিসেবে	৫২০
২ ঘন্টা প্রাতঃকালীন কর্ম, ঘন্টা প্রতি ১৫০ কি. ক্যালরি হিসেবে	৩০০
৮ ঘন্টা প্রধান কর্ম, ঘন্টা প্রতি ২০০ কি. ক্যালরি হিসেবে	১৬০০
২ ঘন্টা অপরাহ্ন কর্ম, ঘন্টা প্রতি ১৭০ কি. ক্যালরি হিসেবে	৩৪০
৪ ঘন্টা বসাবস্থায় বিশ্রাম, ঘন্টা প্রতি ১০০ কি. ক্যালরি হিসেবে	৪০০
সর্বমোট	৩১৬০

উৎস : Rusell Myles de Coursey, 1991.

পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment)

সমস্ত কর্মঠ জনসংখ্যার শ্রম বাজারে নিয়োজিত হওয়াকে পূর্ণ কর্মসংস্থান বলে। এইক্ষেত্রে কর্মহীন বা বেকার জনসংখ্যা গণনা প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব আবাস স্থল (Place of previous residence)

বর্তমান স্থানের পূর্বে একজন ব্যক্তি যেখানে যথেষ্ট সময় যাবত বসবাস করেছেন। অর্থাৎ, তার বর্তমান আবাস স্থলে অভিগমনের পূর্বে একজন ব্যক্তি যে স্থানে বসবাস করতো।

পূর্বাবস্থা জরিপ (Retrospective survey)

এমন একটি জরিপ যেখানে বিগত নির্দিষ্ট একটি সময়ে সংঘটিত যাবতীয় জনমিতিক ঘটনসমূহের তথ্য পাওয়া যায়।

পেশা (Occupation)

কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা সেই সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহের সময় সে যে প্রকৃতির কাজে নিয়োজিত থাকে এবং যার উপর ভিত্তি করে তাকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা হয় তাকে পেশা বলে। যেমন, শিক্ষক, কৃষক, মুদ্রাক্ষরিক ইত্যাদি। আবার পেশা বলতে কর্মের বৈশিষ্ট্যকেও বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে পেশা। তবে পেশার জনমিতিক তাৎপর্যও রয়েছে, কারণ জনসংখ্যার উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পেশাগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পেশাগত শ্রেণী (Occupational class)

বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত লোকজনকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন পেশার যে কার্যকর শ্রেণীবিভাজন করা হয় তাই পেশাগত শ্রেণী। মানুষের পেশা অত্যন্ত বিচিত্রধর্মী ও বিভিন্নমুখী। আধুনিক শিল্পোন্নত একটি দেশে প্রায় ১০ থেকে ৫০ রকমের বিভিন্ন পেশা পরিদৃষ্ট হয়। কাজের সুবিধার্থে মানব পেশার একটা সুষ্ঠু ও সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবিন্যাস করা প্রয়োজন এবং এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পেশার শ্রেণীবিন্যাস সাধারণভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। নিচে উক্ত শ্রেণীবিন্যাস প্রদত্ত হলো ঃ

(১) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি পেশা,
(২) ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও করণিকের পেশা,
(৩) বিক্রয়মূলক পেশা,

(৪) কৃষক, মৎস্যজীবী, কাঠুরিয়া, পশু-পাখি শিকারী,
(৫) খনি শ্রমিক, খনি খনক ও অনুরূপ পেশা,
(৬) পরিবহণ সংক্রান্ত পেশা,
(৭) মিস্ত্রি, উৎপাদন কর্মী, শিল্প শ্রমিক প্রভৃতি পেশা,
(৮) পরিচর্যামূলক পেশা,
(৯) সৈনিকের পেশা, ও
(১০) অন্যান্য।

পেশাজীবী (White collar worker)

কোন সু-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে পেশাগত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাদের শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

পৌর অঞ্চল (Municipality)

নগর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রশাসনিকভাবে চিহ্নিত কোনো এলাকা। যেমন, বাংলাদেশের সকল জেলা শহর পৌর অঞ্চল হিসেবে গণ্য।

পৌর এলাকা (Urban area)

কমপক্ষে ১০,০০০ লোকসংখ্যা অধ্যুষিত চিহ্নিত কোনো এলাকা যেখানে বিশেষত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অকৃষি জনসংখ্যা বসবাস করে।

পৌর উপকণ্ঠ (Urban fringe)

অধিকাংশ শহরতলী এবং নগর সীমার বহিস্থ স্থানসমূহ ও জনগোষ্ঠী যা ঐ নগরের কর্মকাণ্ড এবং সমস্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট এ রূপ প্রান্তস্থ মণ্ডলকে ঐ নগরের উপকন্ঠ বা পৌর উপকণ্ঠ বলে।

পৌষ্টিক ঘনত্ব (Nutritional density)

কোনো এলাকার মোট জনসংখ্যাকে উক্ত এলাকার আবাদযোগ্য মোট জমির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে জনসংখ্যার পৌষ্টিক ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। উল্লেখ্য, আবাদযোগ্য জমির নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার জন্য কোনো এলাকার পৌষ্টিক ঘনত্ব নির্ণয় করা বেশ কঠিন হয়ে থাকে। এ থেকে কৃষি জমির উপর জনসংখ্যার চাপের তীব্রতা এবং বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতার যথার্থ চিত্র অনুধাবন করা যায় (সারণি ১৫)।

সারণি ১৫ : পৌষ্টিক ঘনত্ব, ১৯৮৮।

এলাকা	পৌষ্টিক ঘনত্ব (প্রতি ব.কি. মি.)
সমগ্র পৃথিবী	২৯৬.৯০
উন্নত দেশ	৩২৬.৭৫
উন্নয়নশীল দেশ	২৮২.২০
দক্ষিণ এশিয়া	৫২৮.২০
বাংলাদেশ	৫৯৮.০০

উৎস ঃ UNO, 1989. World Population Chart.

প্রকৃত শিশু প্রসব (Children ever born)

বর্তমানে জীবিত আছে অথবা মারা গেছে অথবা একত্রে বসবাস করছে অথবা মা থেকে দূরে অবস্থান করছে এমন সন্তান সংখ্যাসহ কোন মহিলার জীবিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে প্রকৃত শিশু প্রসব বলে। কেবল নির্দিষ্ট বয়সী মহিলা তথা বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এই উপাত্ত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রচরণ (জনসংখ্যার) (Mobility [of population])

পছন্দানুযায়ী আবাসীকরণের জন্যে কোনো জনগোষ্ঠীর স্বল্পকালীন ভৌগোলিক স্থানান্তরকে প্রচরণ বলে। পরিবর্তনশীল কর্মস্থল বা পেশার কারণে জনসংখ্যার প্রচরণ ঘটে থাকে।

প্রচরণ পরিবৃত্তি (জনসংখ্যার) (Mobility transition)

একজন অভিগমনকারীর বাসস্থানের পরিবর্তন থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত একটি স্থায়ী আবাসস্থলে উপনীত হওয়া কালীন অবস্থাই তার প্রচরণ পরিবৃত্তি।

প্রজনন অনুপাত (Fertility ratio)

কোনো সময়ে পাঁচ বছরের উক্ত সময়ে কম বয়সী শিশুর সংখ্যাকে প্রজননক্ষম মোট নারীর সংখ্যা দিয়ে ভাগ ও প্রমিত করে প্রজনন অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এই অনুপাতের সূত্র নিম্নরূপ :

$$\text{প্রজনন অনুপাত} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে ৫ বৎসরের নিচে জীবিত শিশুসংখ্যা}}{\text{১৫-৪৫ বৎসর বয়সী মোট মহিলার সংখ্যা}} \times \text{১০০০}$$

প্রজনন ইতিহাস (Fertility history)

কোনো মহিলার সন্তান জন্ম বিবরণ অথবা গর্ভধারণ ইতিহাস। এক্ষেত্রে জীবিত বা মৃত সকল জন্ম ও গর্ভধারণ তথ্য বিবেচনা করা হয়।

প্রজনন নিয়ন্ত্রণ (Fertility regulation)

গর্ভনিরোধ ওষুধ ও দ্রব্য ব্যবহার এবং শল্য চিকিসার মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বাবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রজনন বয়স (Reproduction age/period)

মহিলাদের সন্তান ধারণে সক্ষমতার বয়স। সাধারণত এই সময় ১৫-৪৯ বছর আবার কখনো ১৫-৪৪ বছর ধরা হয়।

প্রজনন হার (Fertility rate)

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ১৫-৪৪ বা ১৫-৪৯ বৎসর বয়সের প্রতি ১০০০ জন মহিলার মধ্যে কতজন জীবিত সন্তান জন্ম দান করেছে তা থেকে প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়। নিম্নরূপে এই হার নির্ণীত হয়:

$$\text{প্রজনন হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে জীবিত সন্তান সংখ্যা}}{\text{মোট সন্তান ধারণকারী মহিলার সংখ্যা}} \times ১০০০।$$

প্রজননশীলতা (Fertility)

কোনো ব্যক্তি, দম্পতি, জনগোষ্ঠী অথবা একটি জনসংখ্যার প্রকৃত সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে প্রজননশীলতা বলে (সারণি ১৬)। প্রকৃতপক্ষে একজন মহিলাকে জন্মদানক্ষম বলা হয় যদি তিনি তার সন্তানধারণ সময়ের (১৫-৪৯ বৎসর) মধ্যে জীবিত সন্তান জন্মদানে সক্ষম হন। জনসংখ্যার পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি সময়ের ব্যবধানে প্রজননশীল হারের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বর্তমান প্রজননশীলতা হার ৪.৯।

সারণি ১৬: সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রজননশীলতার গতিধারা।

পরিমাপ পদ্ধতি	১৯৫০-৫৫	১৯৭৫-৮০	১৯৮৫-৯০
স্থূল জন্মহার (হাজার)	৩৮.০	২৮.৯	২৫.২
মোট জন্মহার (প্রতি নারী)	৫.০	৩.৯	৩.১
স্থূল প্রজনন হার (প্রতি নারী)	২.৪	১.৯	০.৯
প্রজননশীলতা হার	-	৩.৫	৩.৪

উৎস: Population Reports, 10:1992.

প্রতিরোধমূলক দমন (Preventive check)

জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালথাস প্রদত্ত ধারণার দুটি দমন নীতির মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (অন্যটি প্রাকৃতিক দমন) যা মানুষের বিচারে নৈতিক বাধা এবং পাপ কার্য পরিহার হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে নৈতিক বাধা সমূহের মধ্যে বিবাহ থেকে বিরত থাকা এবং জনসংখ্যাকে উপযুক্ত মাত্রার মধ্যে রাখার জন্যে কঠোরভাবে যৌন স্পৃহা দমন উল্লেখযোগ্য। সন্তান জন্মদান নিবারণকে ম্যালথাস পাপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন– বিবাহ বহির্ভূতভাবে ও মহিলাদের অনুর্বরকালে যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং বেশ্যাবৃত্তি উপরোক্ত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিস্থাপন পর্যায় (জনসংখ্যার) (Replacement level [of popula-tion])

প্রজননশীলতার এমন একটি পর্যায় যখন একদল সহভাগী মহিলা ঐ জনগোষ্ঠীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কন্যা সন্তান দিয়ে নিজেদের প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম হয়।

প্রত্যাগত অভিগমন (Return migration)

একজন অভিগমনকারীর পূর্ব বসবাসকৃত স্থানে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে প্রত্যাগত অভিগমন বলে। প্রত্যাগত অভিগমনের জন্য একজন অভিগমনকারীকে উৎস স্থান ও গন্তব্যস্থলে কমপক্ষে দুটি অভিগমনকাল অতিবাহিত করতে হয়।

প্রত্যাগমন (Repatriation)

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত অথবা শরণার্থী হিসেবে দেশের বাইরে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির বা একদল ব্যক্তির সমষ্টিগত বা সরকারি প্রচেষ্টায় দেশে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে প্রত্যাগমন বলে। উদাহরণস্বরূপ ঃ ১৯৭১ সালে সাফল্যজনকভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধ সমাপ্তির পর বাঙালি শরণার্থীরা ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাগমন করে।

প্রত্যাগমনকারী (Returnee)

একজন অভিগমনকারী বা শরণার্থী যে স্থায়ীভাবে তার প্রকৃত আবাসস্থলে ফিরে আসে।

প্রত্যাশিত আয়ু (জন্মলগ্নে) (Life expectancy [at birth])

প্রচলিত মরণশীলতার প্রবণতা বজায় থাকার সাপেক্ষে কোন ব্যক্তির গড়ে কত বছর বাঁচার সম্ভাবনা। সাধারণভাবে জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ু থেকে এটি উদ্ধৃত করা হয়। জীবন সারণি থেকে এই প্রত্যাশিত আয়ু নিরূপণ করা যায় (সারণি ১৭)।

সারণি ১৭ : সার্কদেশভুক্ত দেশ সমূহের জনসংখ্যার জন্মলগ্নে আয়ুষ্কাল, ১৯৯২।

দেশ	জন্মলগ্নে আয়ুষ্কাল (বৎসর)
শ্রীলঙ্কা	৭১
মালদ্বীপ	৬৩
পাকিস্তান	৫৮
ভারত	৫৯
বাংলাদেশ	৫২
নেপাল	৫২
ভুটান	৪৯

উৎস ঃ ইউনিসেফ, মানব উন্নয়ন তথ্য, ১৯৯৪।

প্রত্যাশিত পরিবার আকার (Expected family size)

একটি দম্পতি তাদের পরিবারে যত সংখ্যক সন্তান-সন্ততি আশা করেন তাই প্রত্যাশিত পরিবার আকার।

প্রথম বিবাহ বয়স (Age at first marriage)

একটি সাধারণ বা গড় বয়স-সময়, যখন কোন একটি দেশের বা গোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

প্রবাসন (Emigration)

অন্যত্র বসত স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দেশ বা একটি অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রবাসন বলে। প্রবাসন হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$\text{প্রবাসন হার} = \frac{\text{ক অঞ্চল থেকে খ অঞ্চলে অভিগমনকারীদের সংখ্যা}}{\text{ক অঞ্চলে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০$$

প্রমিতকরণ (Standardisation)

বিভিন্ন ধরনের বয়স কাঠামোর যথার্থতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার তুলনা করার জন্য একটি পরিসংখ্যাগত কৌশল ব্যবহার করা হয়। এমনকি অন্য নিয়ামকসমূহকে সমন্বয় সাধনের জন্যও প্রমিতকরণ করা

হয়। সাধারণত কোন হার বা অনুপাত নির্ণয়ে ১০০০ বা ১০০ দিয়ে গুণ করে প্রমিতকরণ করা হয়ে থাকে।

প্রমিত জন্মহার (Standardized birth rate)

একটি জনগোষ্ঠীর জনমিতিক গঠন, বিশেষত বয়স ও লিঙ্গের গঠনগত তারতম্যের ফলে প্রভাবান্বিত হয় বলে বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় অশোধিত জন্মহারে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। তাই উপাত্তে প্রতিফলিত বয়স ও অন্যান্য গঠন কাঠামোয় তারতম্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অশোধিত জন্মহারকে নির্ধারিত আদর্শের অনুরূপ বা প্রমিতকরণ করা হয়।

প্রমিত মহানগরী এলাকা (Standard metropolitan area)

অকৃষিজ কর্মীর সমাহার বিশিষ্ট নগর এলাকা, যেখানে কমপক্ষে ৭৫% অধিবাসী অকৃষি শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত, ৫০% বা ততোধিক লোক শহর সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে কমপক্ষে ১৫০ জন। বিভিন্ন দেশে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য দেখা যেতে পারে।

প্রমিত মহানগরীয় পরিসংখ্যান এলাকা (Standard metropolitan statistical area)

স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এক বা একাধিক শহরের সমন্বয়ে গঠিত নগর কেন্দ্র। এই ধরনের এলাকা একাধিক নগর কেন্দ্রকে যুক্ত করে নিজের আওতাভুক্ত করে (চিত্র ১৬)।

প্রমিত মৃত্যুহার (Standardized death rate)

পর্যবেক্ষণকৃত মৃত্যুহারের মাত্রা একটি জনগোষ্ঠীর জনমিতিক গঠন, বিশেষত বয়স বিন্যাস দিয়ে প্রভাবিত হয়। এই পদ্ধতিতে বয়ঃনির্দিষ্ট স্থূল মৃত্যুহারকে বয়ঃনির্দিষ্ট একটি আদর্শ পরিমিত জনসংখ্যা (বয়স ও অন্যান্য চলকসহ) দিয়ে গুণ করে প্রমিত করা হয়।

প্রসবোত্তর রজঃবিরতি (Post-partum amenorrhoea)

সন্তান জন্মদানের পরে মহিলাদের ঋতুস্রাবের সাময়িক বিরতি। মাঝে মাঝে জন্মদানের কারণে এই অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে পারে। এর ফলে পরবর্তী সন্তান ধারণ বিলম্বিত হতে পারে।

SDOC Library
Accession No. 18972

চিত্র ১৬ ঃ প্রমিত মহানগরীয় পরিসংখ্যান এলাকা, ঢাকা ও ঢাকা সিটি করপোরেশন

প্রসূতি মরণশীলতা হার (Maternal mortality rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০,০০০ জীবিত সন্তান জন্মদানকারী মহিলার গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সংঘটিত মৃতের সংখ্যাকে প্রসূতি মরণশীলতা হার বলে।

প্রস্থান স্থল (Place of departure)

কোন একজন অভিগমনকারীর ত্যাগ/প্রস্থানকৃত স্থান। তাত্ত্বিকভাবে অভিগমনকারীদের প্রকৃত উৎসকে প্রস্থান স্থান বলে।

প্রাক-জরিপ (Pre-test)

প্রাক-জরিপ একটি মূল শুমারি বা জরিপের কিছু বিষয়ভিত্তিক উপাত্তের পরখ, প্রশ্নপত্র তৈরি, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অথবা গণনা প্রণালীর সমন্বয়। এর ফলাফল/অভিজ্ঞতার আলোকে মূল জরিপের প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ করা হয়ে থাকে।

প্রাক-বিবাহ গর্ভধারণ (Premarital conception)

বিবাহের পূর্বের গর্ভধারণ করা। অধিকাংশ সময়ে সম্মত মিলন (মধ্য আমেরিকায় সচরাচর দেখা যায়) অথবা একত্রে বসবাসের (পশ্চিমা বিশ্বের মত) ফলে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। পৃথিবীর কিছু দেশে প্রাক-বিবাহ মিলন হার অতি উচ্চ (সারণি ১৮)।

সারণি ১৮ : প্রাক-বিবাহ মিলন, মধ্য দক্ষিণ আমেরিকা, ১৯৮৫-৮৯।

	১৬-২৪ বৎসর বয়স্কদের শতকরা হার	
দেশ	মহিলা	পুরুষ
ব্রাজিল	৩৯	৮২
চিলি	৩৮	৬৭
ইকুয়েডর	২৭	৭৯
গুয়েতেমালা	২৪	৭৬
জ্যামাইকা	৭৩	৮৮
মেক্সিকো	২৬	৬৫
কোস্টারিকা	৩১	৫৯

উৎস : Population Reports, 11; 1992.

প্রাকৃতিক দমন (Positive check)

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির প্রবণতা সীময়িত করার জন্যে ম্যালথুস প্রদত্ত উপায়ের (অপরটি প্রতিরোধমূলক দমন) মধ্যে একটি সাধারণভাবে মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্তকারী নিয়ামকসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলি হচ্ছে ক্ষতিকারক পেশাসমূহের দুঃসহ পরিশ্রম, দরিদ্রতার কারণে নিম্নমানের এবং অপর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আবাসন ব্যবস্থা, সব ধরনের রোগ ও মহামারী, যুদ্ধ, শিশু হত্যা, প্লেগ এবং দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির আতিশয্য।

প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resource)

ই. ডব্লিউ. জিম্যারম্যান (১৯৬০) এর মতে সম্পদ বলতে কোন বস্তু বা পদার্থকে বুঝায় না, বরং কোন বস্তু বা পদার্থের কার্যকারিতাকে বুঝায়। এই কার্যকারিতা বলতে মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক চাহিদা মোচনকে বুঝায়। মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে এবং কালে কোন বস্তু বা পদার্থ যে কার্য করতে সক্ষম সেই কার্যকেই সম্পদ বলে। অর্থাৎ কোন বস্তু বা পদার্থ তখনই সম্পদ বলে গণ্য হবে যখন তা মানুষের অথবা সমাজের প্রয়োজন মিটায় (দ্রষ্টব্য: সম্পদ)।

BANSDOC Library Dhaka

প্রাক্কলিত জনসংখ্যা (Estimated population)

প্রকৃত লোকসংখ্যার প্রায় কাছাকাছি অনুমিত লোকসংখ্যা। সাধারণত গাণিতিক বা উপাদান পদ্ধতির (জন্ম, মৃত্যু ও অভিগমন) মাধ্যমে জনসংখ্যার প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক জনমিতি (Formal demography)

প্রাতিষ্ঠানিক জনমিতি কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আকার, বিন্যাস, কাঠামো ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যাপক অর্থে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় বৈশিষ্ট্য এর আওতাভুক্ত।

প্রাধান্যতা (শহরের) (Primacy of [urban centre])

একটি দেশের মধ্যে অন্যান্য নগরকেন্দ্রের তুলনায় লোকসংখ্যা এবং প্রভাবের সাপেক্ষে কোনো বিশেষ নগরের প্রাধান্য বিস্তারের প্রবণতা, অর্থাৎ কোন অঞ্চলের একটি শহরে জনসংখ্যার তথা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকে প্রাইমেসি বা নগরীয় প্রাধান্য বলে।

প্রারম্ভিক জনসংখ্যা (Threshold population)

কোনো একটি স্থানের সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ বজায় রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যাকে প্রারম্ভিক জনসংখ্যা বলে।

ফ

ফীনি মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Feeny mortality technique)

শিশু মরণশীলতার ধারা অনুমান করার একটি পদ্ধতি। পাঁচ বৎসর অন্তর বয়স-পুঞ্জির মহিলাদের সকল শিশু জন্মের সংখ্যা ও বর্তমানে জীবিত সংখ্যা, এবং কোন নির্দিষ্ট জীবন সারণির মানসমূহ ও সকল শিশু জন্মের মধ্যে বর্তমান জীবিত শিশুর অনুপাত সম্পর্কের ভিত্তিতে এই পদ্ধতিটি তৈরি হয়েছে।

ব

বন্ধ্যাকরণ (Sterilization)

জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি। পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাশয় থেকে পুং-জননেন্দ্রিয় পর্যন্ত বিস্তৃত শুক্রাণুবাহী নালিকে এমনভাবে কেটে বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে শুক্রাণু পরিবাহিত হতে না পারে। একে ভ্যাসেকটমি (vasectomy) বলে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে ডিম্বাণু বহনকারী ফেলোপিয়ান নালিকে এমনভাবে কেটে বন্ধ করে দেওয়া হয় যেন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সাক্ষাৎ না ঘটে। একে টিউবেকটমি (tubectomy) নামে অভিহিত করা হয়।

বন্ধ্যাত্ব (Sterility)

একজন মহিলার জন্মদানের অক্ষমাবস্থাকে বন্ধ্যাত্ব বলে। অবস্থাটি উষরতার সমার্থক।

বয়ঃনির্দিষ্ট জন্ম হার (Age-specific birth rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বয়স বা বয়স শ্রেণীভুক্ত প্রতি ১০০০ জন মহিলা কর্তৃক জীবিত সন্তান সংখ্যার অনুপাতকে বয়ঃনির্দিষ্ট জন্মহার বলে। এই হারের সূত্র নিম্নরূপ :

$$\text{বয়ঃনির্দিষ্ট জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীভুক্ত মহিলার জীবিত সন্তান সংখ্যা}}{\text{একই বয়স শ্রেণীর মহিলাদের সংখ্যা}} \times ১০০০$$

বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজনন হার (Age-specific fertility rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বয়স বা বয়স শ্রেণীভুক্ত প্রতি ১০০০ জন মহিলা কর্তৃক জন্ম দেওয়া জীবিত সন্তান সংখ্যার অনুপাতকে বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজনন হার বলে। যখন কোনো পঞ্জিকা বছরের মধ্যে বয়স নির্দিষ্ট প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়, তখন নির্দিষ্ট বয়স বা বয়স পুঞ্জের মহিলাদের জীবিত সন্তান সংখ্যা সাধারণত সেই বছরের মহিলাদের মধ্যকালীন জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়।

নিম্ন বর্ণিত সূত্র দিয়ে বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজনন হার (f_a) নিরূপণ করা যায় :

$$f_a = \frac{B_a}{P_{fa}} \times ১০০০$$

যখন, B_a = a শ্রেণীভুক্ত মহিলার জীবিত সন্তান সংখ্যা; এবং

P_{fa} = a শ্রেণীভুক্ত মহিলার মোট সংখ্যা।

এই হার থেকে মোট প্রজনন হার এবং নিট প্রজনন হার পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

বয়ঃনির্দিষ্ট বৈবাহিক প্রজনন হার (Age-specific marital fertility rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা বছরে নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর প্রতি ১০০০ জন বিবাহিত মহিলার জীবিত সন্তান জন্মদানের গড় সংখ্যাকে ঐ নির্দিষ্ট বয়সী মহিলাদের বৈবাহিক প্রজনন হার বলে (বৎসরের মধ্যবর্তী জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে)।

বয়ঃনির্দিষ্ট মরণশীলতার হার (Age-specific mortality rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়কালে এবং বয়স বা বয়সপুঞ্জের জনসংখ্যার (সাধারণত লিঙ্গ দিয়ে নির্দিষ্ট) মৃত্যুসংখ্যা একই বয়স বা বয়স পুঞ্জের জনসংখ্যা দিয়ে বিভাজনের মাধ্যমে বয়ঃনির্দিষ্ট মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়। যখন কোনো পঞ্জিকা বছরের বয়ঃনির্দিষ্ট মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়, তখন নির্দিষ্ট বয়স বা বয়স পুঞ্জের মৃত্যুসংখ্যা সাধারণত সেই বছরের মধ্যকালীন জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এই হার নিম্নোক্ত সূত্র দিয়ে নিরূপণ করা যায় :

$$\text{বয়ঃনির্দিষ্ট মরণশীলতা হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীভুক্ত মৃত্যু সংখ্যা}}{\text{একই সময়ে একই শ্রেণীভুক্ত মধ্য বৎসর জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

বয়ঃনির্দিষ্ট মৃত্যু হার (Age-specific death rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বয়স বা বয়স শ্রেণীভুক্ত প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় উক্ত বয়স বা বয়স শ্রেণীতে সংঘটিত মৃত্যুর হার। এই হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$\text{বয়ঃনির্দিষ্ট মৃত্যুহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বয়স/বয়সশ্রেণীতে মৃত্যু সংখ্যা}}{\text{উক্ত বয়স/বছর শ্রেণীতে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

বয়ঃনির্দিষ্ট হার (Age specific rate)

একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণী থেকে প্রাপ্ত হার; উদাহরণস্বরূপ, বয়স-নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রজননশীলতা হার, বিবাহের হার, অশিক্ষিতের হার, বিদ্যালয়গামীদের হার ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।

বয়স অনুপাত (Age ratio)

প্রতি ১০০ জনের সাপেক্ষে পূর্ববর্তী, পরবর্তী ও নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যার গড়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যার বয়সের অনুপাতকে বয়স অনুপাত বলে। এই অনুপাত বয়স নির্ভুলতা সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বয়স অনুপাত এক বছরভিত্তিক বয়স শ্রেণীতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটি ৫ বছর বয়স শ্রেণীর বয়স অনুপাত হবে :

$$\text{বয়স অনুপাত} = \frac{৫P_a}{\frac{১}{৩}[৫P_{a-৫} + ৫P_a + ৫P_{a+৫}]} \times ১০০$$

যখন, P_a = নির্দিষ্ট বৎসরের জনসংখ্যা;
$P_{a-৫}$ = পূর্ববর্তী বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যা; এবং
$P_{a+৫}$ = পরবর্তী বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যা।

বয়স কাঠামো/বয়ঃকাঠামো (Age structure)

প্রতি বয়স শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যার মাধ্যমে কোন জনসংখ্যা গ্রন্থনা বর্ণনা করা হয়। এটি এক বছর বয়স হিসাবে হতে পারে, আবার বয়স পুঞ্জী হিসাবেও হতে পারে। এই বয়স কাঠামো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এমন কি যে কোন ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক। সামাজিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অপরিসীম। অনেক সময় বয়স কাঠামো ও বয়স গ্রন্থনা সমার্থকভাবে ব্যবহার হয়।

বয়স গ্রন্থনা (Age composition)

বয়স গ্রন্থনা সাধারণত নির্দিষ্ট জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক লিঙ্গ, পেশা, শিক্ষা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। বয়স গ্রন্থনাকে সাধারণত ০-৪ বছর, ৫-৯-বছর অন্তর অথবা স্থূলভাবে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, অপ্রাপ্তবয়স্ক (০-১৪ বছর), পরিণত বয়স্ক (১৫-৫৯ অথবা ১৫-৬৪ বছর) এবং বৃদ্ধ (৬০ অথবা ৬৫ বা তার চেয়ে বেশি)।

বয়স নির্ভরশীলতা অনুপাত (Age dependency ratio)

নির্ভরশীল ব্যক্তি (১৫ বছরের নিচে এবং ৬৪ বছরের উর্ধ্বে) এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (১৫-৬৪ বৎসর বয়স্ক) অনুপাতকে বয়স নির্ভরশীলতা অনুপাত বলে। অর্থাৎ :

$$\text{বয়স নির্ভরশীলতা অনুপাত} = \frac{P_{০-১৫} + P_{৬৪+}}{P_{১৫-৬৪}} X ১০০$$

যখন $P_{০-১৫}$ = ০-১৫ বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যা;

$P_{৬৪+}$ = ৬৪$^+$ বয়স ঊর্ধ্বে জনসংখ্যা (ক্ষেত্র বিশেষে ৬০$^+$ ধরা যেতে পারে); এবং

$P_{১৫-৬৪}$ = ১৫-৬৪ (বা ৬৪$^+$) বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যা।

বয়স নির্ভুলতা সূচক (Age accuracy index)

বয়স নির্ভুলতা সূচক সাধারণত বয়স সঠিকভাবে বলা ও লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না তা যাচাই করার একটি পদ্ধতি। ১০০ বৎসর সীমার একটি বয়স কাঠামো হতে নির্ধারিত বয়স অনুপাতের বিচ্যুতির যোগফলকে বয়স শ্রেণীর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে গড় পাওয়া যায়, তাই-ই সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সূচকের মান যত কম হবে শুমারিকৃত বয়স লিপিবদ্ধকরণ ততই নির্ভুল হবে।

বয়স পক্ষপাত (Age preference)

বয়স গণনাকালে কোন ব্যক্তির বয়স বর্ণনা করার সময় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে পক্ষপাতিত্ব করার প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণত যে সমস্ত সংখ্যার শেষে "০" (শূন্য) অথবা "৫" (পাঁচ) থাকে সেই সমস্ত সংখ্যা পছন্দ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বয়স পক্ষপাত মায়ার-এর সূচক দিয়ে পরিমাপ করা যায়।

বয়স পিরামিড (Age pyramid)

সাধারণত একটি বিশেষ ধরনের আনুভূমিক স্তম্ভ লেখচিত্রের মাধ্যমে কোন একটি জনগোষ্ঠীর বয়স ও লিঙ্গের সমন্বিত উপস্থাপনকে জনসংখ্যা অথবা বয়স অথবা বয়স-লিঙ্গ পিরামিড বলে।

উল্লম্ব বাহু বয়স শ্রেণী এবং আনুভূমিক বাহু মহিলা ও পুরুষদের শ্রেণী অনুযায়ী সংখ্যা অথবা শতকরা হার নির্দেশ করে। বাস্তবে বিভিন্ন দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন সময়ের বয়স পিরামিড তুলনা করার জন্য শতকরা হার সর্বোত্তম। উল্লম্ব বাহুর বামপাশে পুরুষ ও ডান পাশে মহিলা দেখানো হয়ে থাকে।

লিঙ্গভেদে বয়স কাঠামো দেখানোর জন্য বয়স পিরামিড গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের পিরামিডের ধরন থেকে সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যা সম্পর্কে

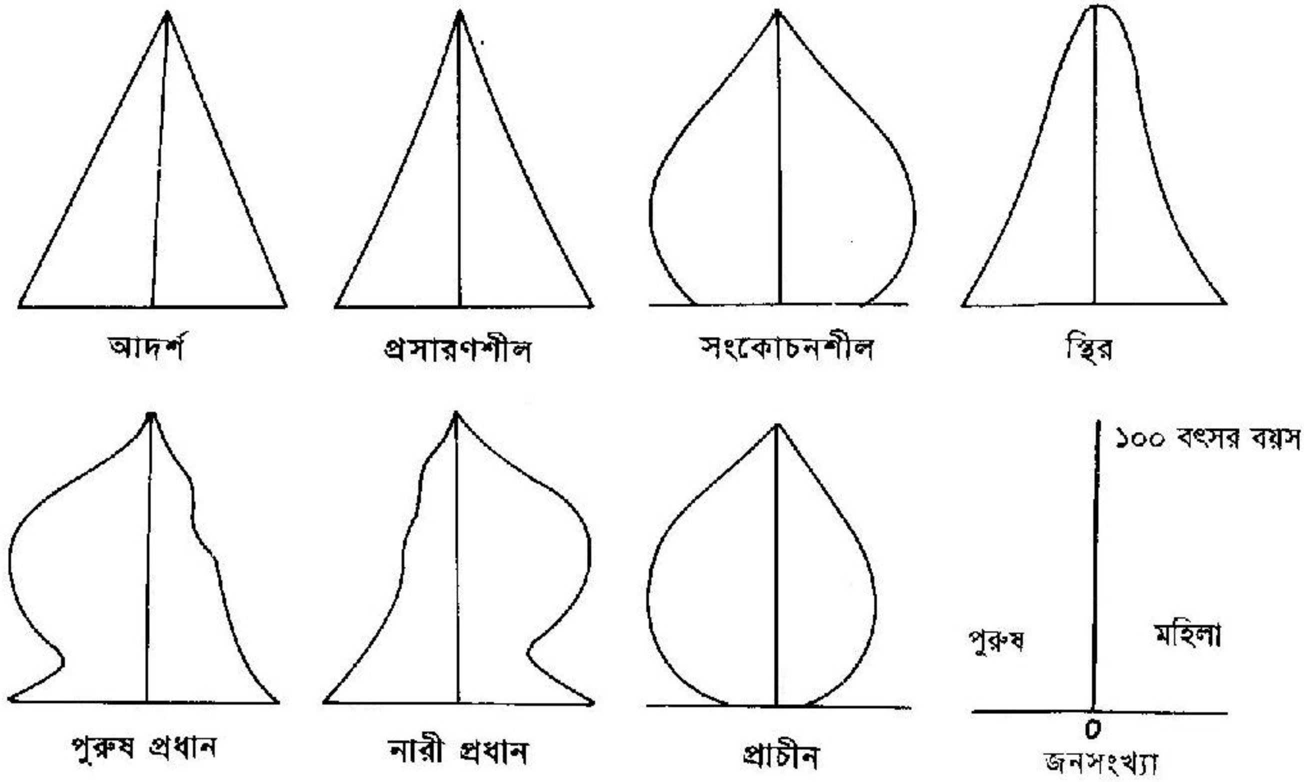

চিত্র ১৭ ঃ বিভিন্ন ধরনের বয়স-লিঙ্গ কাঠামো

সামগ্রিক ধারণা লাভ করা যায়, যা হতে পারে নিশ্চল বা বিস্তারশীল বা সংকোচনশীল বা পশ্চাদগামী। এই পিরামিড থেকে একটি দেশের জনসংখ্যার গতিধারার ইতিহাস, নির্ভরশীলতার ধরন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হ্রাসের কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায় (চিত্র-১৭)।

বয়স পুঞ্জি (Age group)

কোন একটি জনগোষ্ঠীর বয়স কাঠামো বর্ণনা করার জন্য সহজে চিহ্নিত স্থূল বয়স শ্রেণী। যেমন, ০-১৪ বছর বয়স্ক শিশু-কিশোর; ৬০+ বছর বৃদ্ধ ইত্যাদি।

বয়স বিন্যাস (Age distribution)

বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস অথবা বয়স কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট একক বয়স অথবা একই সময়ে জন্মগ্রহণকারীদের বয়স বর্ণনাই হলো বয়স বিন্যাস।

বয়সভিত্তিক প্রজননশীলতা (Age pattern of fertility)

বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা হারের সারিবদ্ধ আপেক্ষিক বিন্যাস। মোট প্রজননশীলতার মধ্যে বয়সভিত্তিক আপেক্ষিক অবদানকে এতে ব্যাখ্যা করা হয়।

বয়স রীতিবদ্ধকরণ (Age standardization)

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগত হারের (যেমন, জন্মহার, মৃত্যুহার অথবা অন্যান্য হার) তুলনা করার সময় বয়স কাঠামোর মধ্যকার পার্থক্য হ্রাস করার জন্যে অশোধিত হারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে বয়স রীতিবদ্ধকরণ।

বয়স-লিঙ্গ কাঠামো (Age-sex structure)

প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে নারী ও পুরুষের সংখ্যার অনুপাত দিয়ে ঐ জনসংখ্যার গঠন কাঠামো নির্ধারিত হয়। জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমনের বিগত ধারার রাশিকৃত ফলাফলই হচ্ছে কোন একটি জনগোষ্ঠীর বয়স-লিঙ্গ কাঠামো। বিভিন্ন ধরনের জনমিতিক উপাত্তের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হিসাবে বয়স-লিঙ্গ কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহৃত হয়।

বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট প্রজনন হার (Age-sex specific fertility rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে/বছরে নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর প্রতি ১০০০ মহিলার জীবিত সন্তানের অনুপাতকে বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট প্রজনন হার বলে (বছরের মধ্যকালীন

জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে)। এই হারের মাধ্যমে ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের প্রজননের বয়সভিত্তিক ধারা বোঝা যায়। নিচের সূত্র ব্যবহার করে এই হার নির্ণীত হয় :

$$\text{বয়স–লিঙ্গ নির্দিষ্ট প্রজনন হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীভুক্ত মহিলার জীবিত সন্তান সংখ্যা}}{\text{একই সময়ে ঐ শ্রেণীভুক্ত মধ্য বছর মহিলার সংখ্যা}} \times ১০০০$$

বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট মরণশীলতা হার (Age-sex specific mortality rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই লিঙ্গ এবং বয়স শ্রেণীভুক্ত প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার মধ্যে মোট মৃত্যুর অনুপাতকে বয়স–লিঙ্গভিত্তিক মৃত্যুহার বলে (মধ্যবর্তী জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই হিসাব করা হয়)। এই হার নিচের পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় :

$$\text{বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট মৃত্যুহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীভুক্ত মোট লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা}}{\text{একই সময়ে একই শ্রেণীভুক্ত লিঙ্গ ভিত্তিক মধ্য বছর জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট মৃত্যুহার (Age-sex specific death rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে/বছরে নির্দিষ্ট লিঙ্গের বয়স শ্রেণীর প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে বাৎসরিক মৃত্যুর গড় সংখ্যাকে বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট মৃত্যুহার বলে। (মধ্য বছর জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে এই হার নিরূপিত হয়)।

বয়স-লিঙ্গ বিন্যাস (Age-sex distribution)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৫ অথবা ১০ বৎসরের ব্যবধানে শ্রেণীকৃত একটি জনসংখ্যার বয়স শ্রেণী এবং লিঙ্গের বিন্যাস। বয়স-লিঙ্গ পিরামিডের ন্যায় একেও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়, যেখানে উল্লম্ব অক্ষে বয়স বিন্যাস দেখান হয় এবং আনুভূমিক দিকে একক অক্ষে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে লিঙ্গের বিন্যাস চিত্রিত হয়।

বয়স-শিশু অনুপাত (Age-child ratio)

প্রতি ১০০ জন কর্মক্ষম জনসংখ্যায় কতজন শিশু আছে তার অনুপাতকে বয়স-শিশু অনুপাত বলে :

$$\text{বয়স শিশু অনুপাত} = \frac{\text{০-১৪ বৎসর বয়স্ক জনসংখ্যা}}{\text{কর্মশীল জনসংখ্যা}} \times \text{১০০}$$

বয়স সমন্বয়করণ (Age adjustment)

কোনো একটি তথ্য (বয়স) সারণির বিভিন্ন স্বতন্ত্র উৎসের পরিত্যক্ত পরিসংখ্যানিক উপাত্তের সংস্কারের মাধ্যমে বয়স সমন্বয় করা হয়, যা ঐ বিষয়ের বিশ্লেষণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর সাহায্যে বয়স সমন্বয়করণের মাধ্যমে কোনো জনসংখ্যার বয়স বিন্যাস সংস্কার করা সম্ভব।

বয়স সাদৃশ্যভিত্তিক জন্মহার (Age parity specific birth rate)

সন্তান ধারণক্ষম প্রতি ১০০০ জন একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের সংখ্যাকে বয়স সাদৃশ্যভিত্তিক জন্মহার বলে।

বয়স স্তরায়ণ/স্তর (Age stratification)

কোনো জনসংখ্যার বয়স বিন্যাসের পরিলক্ষিত ধারাবাহিক বিভক্তিকরণকে বয়সস্তরায়ন বলে।

বয়স্ক জনসংখ্যা (Elderly population)

৬০ বছরের উর্ধ্বে বয়স্ক জনসংখ্যা। কোনো কোনো দেশে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব বয়স বিশিষ্ট জনসংখ্যাকে বৃদ্ধ বা বয়স্ক জনসংখ্যা ধরা হয়।

বয়স্ক শিক্ষা (Adult education)

প্রায়শ বয়স্কদের পেশাগত কাজ অথবা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য যে অনানুষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে বয়স্ক শিক্ষা বলে।

বর্ণ (Colour)

বংশানুক্রমে পরিবাহিত মানব জাতির কতিপয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট বর্ণ নামে অভিহিত করা হয়। বংশানুসারে এই বাহকের নাম জিন (gene) এবং মানবজাতির বিভিন্ন বর্ণ গোষ্ঠীর উৎপত্তিতে এই জিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব জাতির প্রধান বর্ণ গোষ্ঠী হলো ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো, দ্রাবিড়, অস্ট্রেলেশীয় এবং পলিনেশীয় (চিত্র ১৮)

উৎসঃ রশীদ, কে. বি. এস. ১৯৯২। সাংস্কৃতিক ভূগোল। ঢাকা। বাংলা একাডেমী।

চিত্র ১৮ ঃ বিশ্বের প্রধান বর্ণগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি

বর্ণবৈষম্যবাদ (Apartheid)

শ্বেত সম্প্রদায় কর্তৃক কৃষ্ণবর্ণের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলপূর্বক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার একটি আন্তর্জাতিক নীতি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অধুনা বিশ্বে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত দেশ সমূহে বর্ণবৈষম্যবাদ এখনও প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত বা প্রকাশমান।

বস্তি /ঝুপড়ি (Shanty)

একটি দ্রুতবেগে গড়ে উঠা ঘনবিন্যস্ত অথবা জীর্ণ বসতবাটী। নগর কেন্দ্রের উন্মুক্ত স্থানে এইগুলি গড়ে উঠে (বস্তি শহর দ্রষ্টব্য)।

বস্তি শহর (Shanty town)

সংকীর্ণ অর্থে, জরাজীর্ণ বাড়ি ঘরে, নোংরা, পঙ্কিল ও ঘিঞ্জি পরিবেশে উচ্চ জনঘনত্ব বিশিষ্ট বসবাসকারী নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। ব্যাপক অর্থে, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর বাসস্থান নগরের দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশ বস্তিতে বাস করে।

একটি নগর কেন্দ্রের একটি নির্দিষ্ট অংশে অবিচ্ছিন্নভাবে বস্তি গড়ে উঠলে তাকে বস্তি শহর বলে (চিত্র ১৯)।

বহন ক্ষমতা (Carrying capacity)

একটি নির্দিষ্ট বাস্তব্য ব্যবস্থা যা সর্বোচ্চ সংখ্যক বসবাসরত জনসংখ্যাকে ঐ ব্যবস্থাধীনে ভারসাম্য অবস্থায় বহন করতে সক্ষম।

বহিরাগত (Alien)

বহিরাগত হচ্ছে এমন জনগোষ্ঠী যারা আদম শুমারিতে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ নয়। সাধারণত এরা অপর কোনো দেশ থেকে আগত নাগরিক।

বহুপত্নীক (polygyny)

এক ব্যক্তির সাথে দুই বা ততোধিক মহিলার বিবাহ সম্পাদন। কিছু কিছু মুসলিম দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত।

বহুবিবাহ (Poligamy)

একাধিক ব্যক্তি অথবা একাধিক মহিলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিবাহ সম্পাদন।

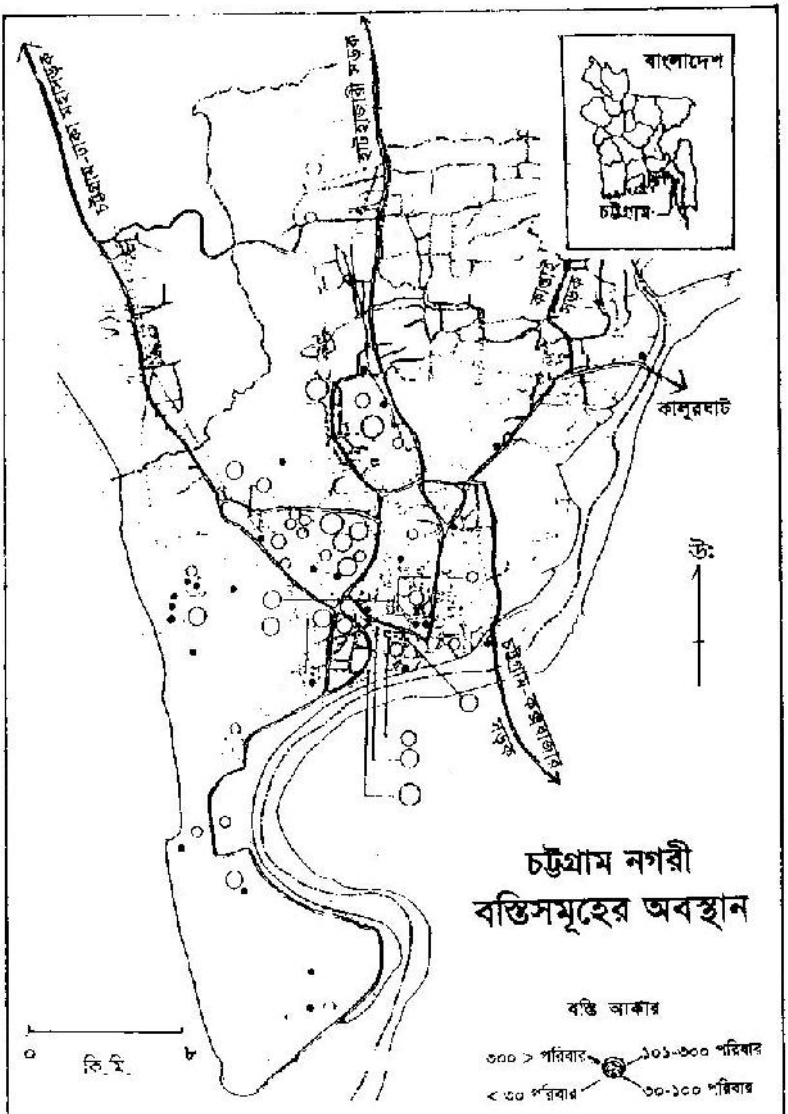

উৎসঃ ইউ.এস.পি. ১৯৯৩। বাংলাদেশ আরবান স্টাডিজ, ২ (১)। ঢাকা।

চিত্র ১৯ ঃ চট্টগ্রাম নগরীর বস্তি সমূহের অবস্থান

বহুভর্তৃকত্ব (Polyandry)

কোনো মহিলার একই সাথে দুই বা ততোধিক পুরুষকে (তারা ভাই হতে পারে) বিবাহ করা। হিমালয় অঞ্চলের কিছু কিছু উপজাতি এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের কতিপয় উপজাতির মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। যেখানে মহিলাদের স্বল্পতা আছে সেইখানে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান।

বহুসন্তান জন্ম (Multiple births)

একটি সময়ে একাধিক সন্তানের জন্মগ্রহণ। একই সাথে দুই অথবা তিন সন্তান জন্মাতে পারে, তবে সাধারণত দুটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের প্রজননশীলতা জরিপ (Bangladesh fertility survey)

১৯৭৫-৭৬ সালে পরিচালিত প্রথম জাতীয় জরিপে প্রজননশীলতা সম্পর্কে ব্যাপক এবং বিস্তারিত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এই জরিপ যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকার এবং আর্ন্তজাতিক পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট (হেগ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরীক্ষণ, প্রজননশীলতার প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক, গর্ভনিরোধক ওষুধের ব্যবহার ও ব্যবহারকারীদের বৈশিষ্ট্য সংবলিত উপাত্ত এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে। পরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং দেশের বর্তমান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন করার উদ্দেশ্যে এই জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছিল।

বাধ্যকর অভিগমন (Forced migration)

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপের মুখে কিংবা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অথবা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে চাপ সৃষ্টির ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে যে অভিগমন করে তাকে বাধ্যকর অভিগমন বলে। ১৯৪০ সালে জার্মানি থেকে ইহুদীদের, ১৯৮০ সালে ভিয়েতনামী এবং ১৯৯১ সালে মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের অভিগমন বাধ্যকর অভিগমনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাধ্যকর-শ্রম (Forced labour)

কোনো একটি কাজের জন্য বলপূর্বক/আবশ্যকীয়ভাবে নিয়োজিত শ্রমিক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রায়ই যুদ্ধবন্দীরা বাধ্যকর শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত হয়।

সমসাময়িক পৃথিবীর ল্যাটিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খনি এলাকায় ও বিভিন্ন উদ্যান কৃষি এলাকার প্রচুর বাধ্যকর শ্রমিক দেখা যায়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা (Compulsory education)

একদল জনসংখ্যাকে বাধ্যতামূলকভাবে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

বার্ধক্য (Senility)

বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক এবং মানসিক দৌর্বল্যজনিত অবস্থাকে বার্ধক্য বলে।

বাল্যবিবাহ (Child marriage)

শৈশবাবস্থায় সন্তান-সন্ততিদের বিবাহ সম্পাদন করাকে বাল্যবিবাহ বলে। ১৫ বছর বয়স শ্রেণীর নিচে যে কোন ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠান বাল্যবিবাহ বলে বিবেচিত হয়। নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে বিশেষত গ্রাম এলাকায় বাল্যবিবাহ বেশ প্রচলিত।

বাস্তব্যজনিত ভারসাম্য (Ecological balance)

একটি এলাকায় উদ্ভিদ, প্রাণী (মানুষসহ) এবং অণুজীব একত্রে বাস করার মাধ্যমে এক জীব পরিমণ্ডল তৈরি করার মাধ্যমে ও ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়। এর ফলে একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যার মধ্যে তারা বাস করে এবং জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত হয়। এই ধরনের জৈব প্রাকৃতিক উপাদানের আন্তঃসম্পর্কের ফলে এক বিশেষ পরিবেশ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই কার্যকরী ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে বাস্তব্যজনিত ভারসাম্য বলে (চিত্র ২০)।

বাস্তুহারা (Displacees)

বিভিন্ন প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট সংকটাবস্থার কারণে একদল জনসংখ্যার স্থান বা বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার প্রক্রিয়া। পরবর্তী সময়ে মূল আবাসস্থলে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে বলে এদের শরণার্থী বলা হয় না। বাংলাদেশে বন্যার ফলে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ উপাদান (Push and pull factors)

বিকর্ষণ উপাদানগুলি অভিগমন উদ্রেকমুখী এমন কিছু নিয়ামকের সন্নিবেশ যা উৎসস্থলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, যেমন, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক

বিপর্যয়ের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে এবং ঐ স্থান থেকে জনগোষ্ঠী অন্যস্থানে গমনে প্ররোচিত করে। অপরদিকে, আকর্ষণকারী উপাদানসমূহ, যেমন, উন্নত জীবন যাত্রার মান এবং চাকুরির সুযোগের নিশ্চয়তা ইত্যাদি দিয়ে অভিগমনকারীকে লক্ষ্যস্থলে আগমনে প্ররোচিত করে।

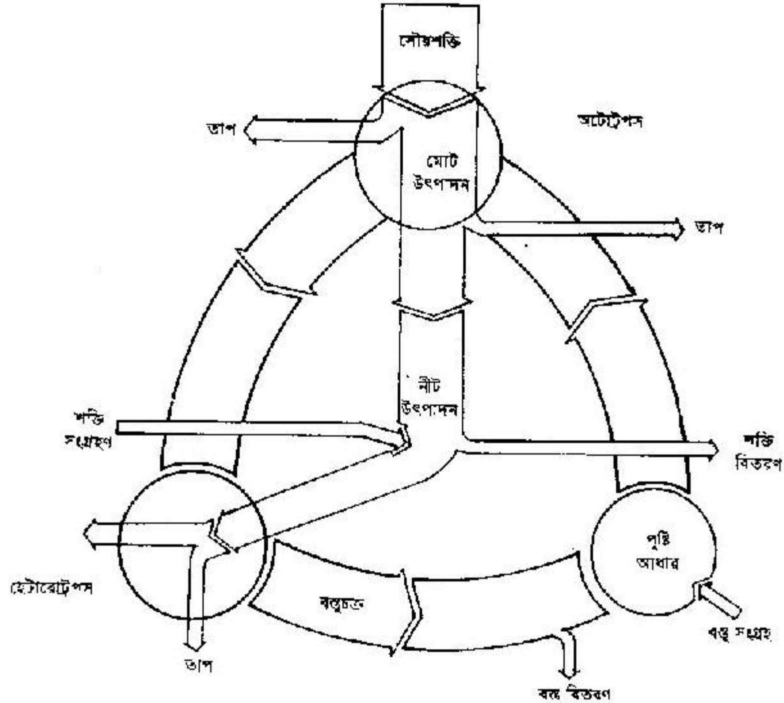

চিত্র ২০ ঃ শক্তি প্রবাহের সাথে প্রাণ পরিবেশের সম্পর্ক

বিকাশশীল দেশ (Developing country)

প্রায়শই স্বল্প মাত্রায় শিল্প সমৃদ্ধ এবং ভূমি সম্পর্কিত/প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ড নির্ভর নিম্ন স্থুল জাতীয় উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশকে বিকাশশীল দেশে বলে। এই সমস্ত দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথাকথিত উত্তরণ অবস্থা অতিক্রম করছে।

বিকাশশীল দেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

(ক) কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ত ব্যবহার;
(খ) প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ এবং তার অনিবার্য ফল স্বরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধি;
(গ) মূলধন ও উদ্যোক্তার অভাব;
(ঘ) দ্বৈত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা।
(ঙ) অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি; এবং
(চ) কৃষিতে ছদ্ম বেকারত্ব।

এই ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেশকে অনেকসময় প্রায় উন্নত বা বিকাশশীল দেশ বলা হয়।

বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যা (Isolated population)

একটি দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং ল্যাটিন আমেরিকার বহু উপজাতি বা গোত্র বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যার অস্তিত্ব নিয়ে বসবাস করছে।

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি (বৈবাহিক দিক থেকে) (Separated person)

বিবাহিত দম্পতির যে কোন একজন স্ববিবেচনায় পৃথকভাবে বসবাস করলে তাকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বলে। তালাক অর্থাৎ বৈবাহিক চুক্তির বৈধ বিচ্ছিন্নতা থেকে এটি আলাদা।

বিদেশী কর্মী (Foreign worker)

কোনো একটি দেশে কর্মে নিয়োজিত জনশক্তি যাদের জন্ম হয়েছে অপর কোনো দেশে। অধিকাংশ সময়ে এই সমস্ত কর্মীকে দেশত্যাগী ভিনদেশী বা অতিথি শ্রমিকও বলা হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়গামী জনসংখ্যা (School age population)

সাধারণত ৫-১৮ বছর বয়স শ্রেণীর অন্তর্গত মূলত প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার উপযুক্ত জনসংখ্যা।

বিধবা (Widow)

এমন এক মহিলা যিনি মৃত্যুর কারণে স্বামী হারিয়েছেন এবং পুনরায় বিবাহ করেন নাই।

বিধানত জনসংখ্যা (Dejure population)

অতিথি/অভ্যাগতদের বাদ দিয়ে এবং সাময়িকভাবে অনুপস্থিত আবাসিক জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে কোনো এলাকার স্বাভাবিক আবাসিক জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে যে গণনাকৃত জনসংখ্যা পাওয়া যায় তাকে বিধানত জনসংখ্যা বলে।

বিন্দু মানচিত্র (Dot map)

বিন্দুর মাধ্যমে কোনো একটি দেশের বা এলাকার জনসংখ্যার প্রকৃত বিন্যাসকে মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপনকে বিন্দু মানচিত্র বলে। মানচিত্রের উপরে সমবেত একই আকারের বিন্দুসমূহের প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যাকে উপস্থাপন করে এবং ঐ এলাকায় প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহের সাপেক্ষে মানচিত্রের উপর বিন্যস্ত হয় (চিত্র ২১)।

এই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাত্তের বিন্যাসও দেখানো যায়।

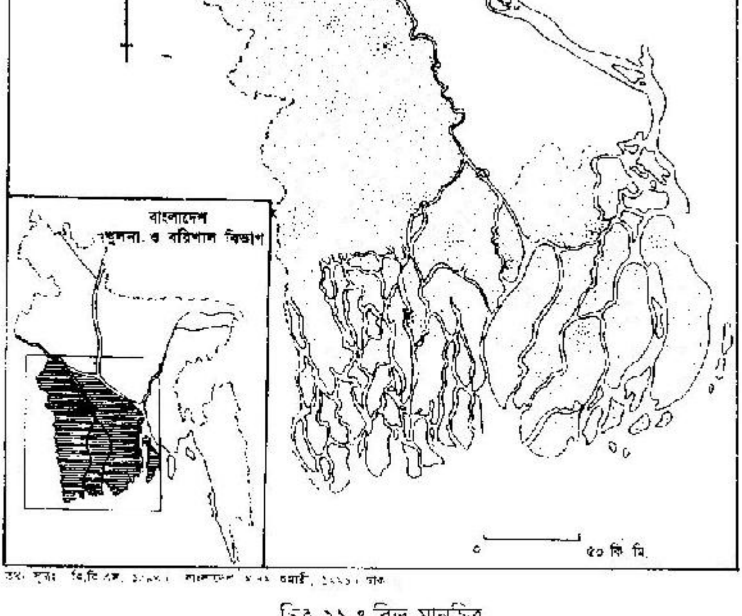

চিত্র ২১ ঃ বিন্দু মানচিত্র

বিপত্নীক (Widower)

এমন এক ব্যক্তি যার স্ত্রী মারা গেছে এবং যিনি পুনঃবিবাহ করেন নাই।

বিবাহ (Marriage)

সাধারণত ধর্মীয় বা সমাজ স্বীকৃত প্রথার মাধ্যমে ও সংশ্লিষ্ট দেশের আইনসম্মত উপায়ে বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বৈধ দাম্পত্য সম্মিলন/একত্রিত করণ।

বিবাহ বয়স (Age at marriage)

একটি দেশে জনসংখ্যা যে বয়সে বিবাহ করে সেটাই বিবাহ বয়স। সাধারণত এই বিবাহ বয়স গড় হিসাবে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের গড় বিবাহ বয়স পুরুষদের ২৫ এবং মহিলাদের ১৮ বৎসর (১৯৯৩)।

বিবাহ সঙ্কোচন (Marriage squeeze)

সাধারণত মহিলাদের মধ্যে তাদের চেয়ে কিছু বয়স বেশি বিশিষ্ট পুরুষদের বিবাহ করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময় এমন হতে পারে যে, মহিলা সহভাগীর সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে এবং যখন এই সহভাগীরা বিবাহযোগ্য বয়সে উন্নীত হয় তখন তারা উপযুক্ত বয়স শ্রেণীর যথেষ্ট সংখ্যক পুরুষ সম্ভাব্য বিবাহ উপযুক্ত পায় না। যুদ্ধজনিত কারণে মৃত্যুর ফলে যোগ্য পুরুষ জনসংখ্যার ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে বিবাহ হারের প্রবণতা নিম্নমুখী হয় এবং একেই বিবাহ সংকোচন বলে।

বিবাহ হার (Marriage rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার মধ্যে বিবাহের সংখ্যা।

বিবাহ হারের নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ :

$$\text{অশোধিত বিবাহ হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে কোনো এলাকার বিবাহিতের সংখ্যা}}{\text{ঐ সময়ে ঐ এলাকায় বসবাসকারী গড় জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

বিবাহিতা (Evermarried women)

যারা কেবল অথবা ইতোমধ্যেই বিবাহ করেছেন এমন সব মহিলা। এ ছাড়া বর্তমানে বিবাহিতা এবং বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা অথবা স্বামী বিচ্ছিন্ন মহিলারাও এই শ্রেণীভুক্ত।

বিরতি/সংযম (Abstinence)

অধিক সন্তান না চাওয়া অথবা গর্ভধারণ পরিহারের লক্ষ্যে যৌন সংসর্গের ইচ্ছাকৃত বিরতি। প্রায়শই এটি জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিকল্প হিসেবে গণ্য হয়।

বিস্তৃত পরিবার (Extended family)

মাতাপিতা এবং তাদের সন্তানসহ দাদা, দাদী ও অনেক সময় নানা, নানী এবং তাদের পুত্র-কন্যা ইত্যাদি নিয়ে সমন্বিত পরিবার।

বেকার শ্রমশক্তি (Unemployed labour force)

নগদ মজুরি বা মুনাফায় কাজ করে না অথচ কোনো চাকরির খোঁজ করে না এমন ব্যক্তিবর্গ বেকার শ্রমশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

বেদুইন (Bedouin)

সৌদি আরব, সিরিয়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী এবং রূঢ় অর্থনীতিতে জীবনযাপনরত একদল যাযাবর উপজাতি বেদুইন নামে পরিচিত।

বেদে (Bedey)

বাংলাদেশে ছোট ছোট নদীতে নৌকায় বসবাসকারী এবং পরিব্রাজনের ঋতুগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একদল যাযাবর ও অর্ধ যাযাবর শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বেদে নামে পরিচিত। এদের কমপক্ষে ৭টি দল আছে। এখন এদের মধ্যে কেউ কেউ কৃষিজীবী (চিত্র ২২)।

বৈদেশিক অভিগমন (Overseas migration)

কোন এক জনের রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে বহুদূরে বহির্গমনকে বৈদেশিক অভিগমন বলে। সাধারণ অর্থে অনেক দূরে অবস্থিত দেশে (সাগর পার হয়ে) অভিগমন করাকে এই প্রক্রিয়া বুঝিয়ে থাকে।

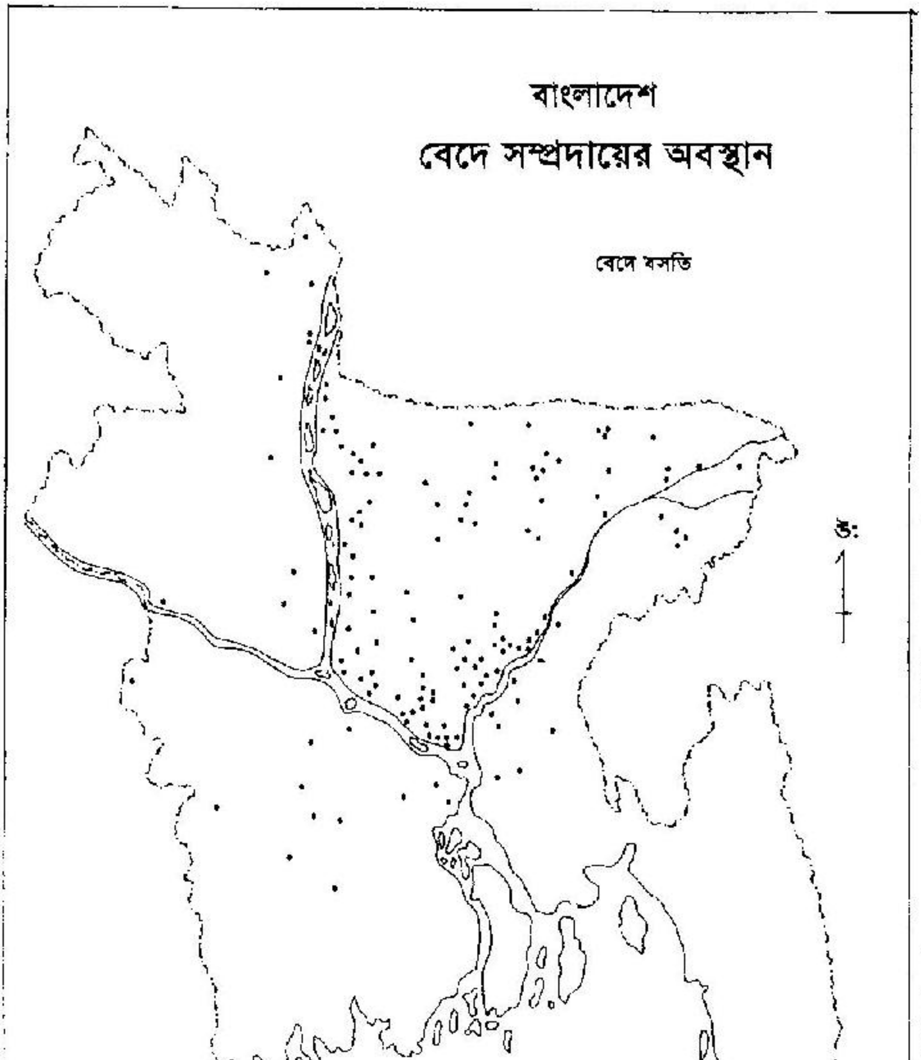

উৎস: রউফ, কা, ১৯৮৭। বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়। ঢা. বি. ঢাকা।

চিত্র ২২ : বাংলাদেশে বেদে সম্প্রদায়ের অবস্থান

বৈদেশিক সাহায্য (Foreign aid)

উন্নত দেশসমূহ অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ (যেমন, আই.ডি.এ. এবং বিশ্বব্যাংক) থেকে অনুন্নত দেশসমূহে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রত্যক্ষ আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং মূলধন প্রবাহ সৃষ্টি করাকেই সাধারণভাবে বৈদেশিক সাহায্য বলা হয়। এই বৈদেশিক সাহায্য বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। পি-এল. ৪৮০ বৈদেশিক সাহায্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বৈধ গর্ভপাত (Legal abortion)

একটি সমাজের আইনসঙ্গত কাঠামোর ভিত্তিতে অনুমোদিত গর্ভপাত। সামাজিকভাবে স্বীকৃত রীতি-নীতি দিয়ে অনুমোদিত গর্ভপাত ঘটানোকে বৈধ গর্ভপাত বলে।

বৈধ বিচ্ছেদ (Legal seperation)

আইনগত কাঠামোর ভিত্তিতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার বিচ্ছেদ বা পৃথক অবস্থান কার্যকরী করা। এটি প্রায় তালাকের ন্যায় অথচ তালাক রূপে গণ্য হয় না।

বৈধ সর্বনিম্ন বিবাহ বয়স (Legal minimum age of marriage)

বিবাহের সর্বনিম্ন অনুমোদিত বয়স যার নিচে সকল বিবাহ বে-আইনী বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ বৎসর বয়সকে অনুমোদিত সর্বনিম্ন বিবাহ বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৈধব্য (Widowhood)

বিধবা থাকাকালীন অবস্থা অথবা কদাচিৎ বিপত্নীক হয়ে থাকাকে বৈধব্য বলে।

বৈবাহিক অবস্থা (Nuptiality)

একটি সম্প্রদায়ের বিবাহের পৌণঃপুনিকতা, বৈশিষ্ট্য এবং বিচ্ছেদসহ সামগ্রিক অবস্থা।

বৈবাহিক অবস্থাধীন সংজনন হার (Nuptial reproduction rate)

বিবাহিত দম্পতির বা বিবাহিত মহিলাদের ঔরসজাত সন্তান অনুযায়ী জন্মহার। একে নিম্নলিখিত সূত্রানুযায়ী হিসাব করা হয় :

$$R_0 = \frac{1}{{}^f l_0} \Sigma_{\omega_1}^{\omega_2} {}^f i'_x \, {}^f n_x \, {}^f l_x + \frac{1}{{}^f l_0} \Sigma_{\omega_1}^{\omega_2} {}^f i''_x \, (1-{}^f n_x) \, {}^f l_x$$

যেখানে, ${}^f l_x$ = X বয়সী মহিলাদের উদ্বর্তন হার;

${}^f n_x$ = সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে বিবাহিত মহিলাদের সমন্বিত বয়স নির্দিষ্ট অনুপাত;

${}^f i'_x$ = বিবাহিত মহিলাদের প্রজননশীলতা; এবং

${}^f i''_x$ = অবিবাহিত মহিলাদের প্রজননশীলতা।

বৈবাহিক ইতিহাস (Marital history)

এক ব্যক্তির তার সমগ্র জীবনকালে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে বৈবাহিক মর্যাদা পরিবর্তনের তারিখ সংবলিত উল্লেখই বৈবাহিক ইতিহাস। ঐ ব্যক্তির একাধিক বিবাহ ঘটনও এর অন্তর্ভুক্ত।

বৈবাহিক প্রজননশীলতা (Marital fertility)

প্রজননশীলতার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে জন্ম বলতে শুধু বিবাহিত মহিলাদের জীবিত সন্তান সংখ্যা এবং বসবাসকারী জনসংখ্যা বলতে (নামদাতাদের মধ্যে) শুধু বিবাহিত মহিলাদের সংখ্যা বোঝায়। কথিত বিবাহ তথা সম্মত মিলনের মাধ্যমে বসবাসকারী জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও এই উদাহরণ প্রযোজ্য। বৈবাহিক প্রজননশীলতা হার নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করে বের করা যায়

বৈবাহিক প্রজননশীলতা হার =

$$\frac{B}{F_{১৫-৪৯}} \times k = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে জীবিত সন্তান সংখ্যা}}{\text{একই সময়ে মোট (১৫-৪৯ বৎসর) বয়স্ক বিবাহিতার সংখ্যা}} \times ১০০০$$

বৈবাহিক মর্যাদা (Marital status)

কোন একটি দেশের বসবাসরত জনসংখ্যার বিবাহিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অথবা অনুপাতকে প্রধানত ঐ জনসংখ্যার বৈবাহিক মর্যাদা বলে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিধবা/বিপত্নীক জনসংখ্যাও এই শ্রেণীর মর্যাদাভুক্ত হতে পারে।

বৈবাহিক সম্পর্কচ্ছেদ (Marital dissolution)

ব্যাপক অর্থে নিচের যে কোন একটি উপায়ে বৈবাহিক সম্পর্কচ্ছেদ ঘটতে পারে :

(ক) আইন সঙ্গত উপায়ে তালাক দেওয়ার মাধ্যমে;

(খ) সম্পর্ক লোপ/রদ করণের মাধ্যমে; এবং

(গ) স্বামী অথবা স্ত্রীর যে কোনো একজনের মৃত্যুর ফলে।

বৌদ্ধ (Buddhist)

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা বৌদ্ধ। এটা একটি অতীন্দ্রিয় ও কঠোর সংযমী ধর্ম। খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতাব্দীতে উত্তর ভারতে মহামতি বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার দীক্ষা হচ্ছে নির্বাণ লাভ করা। নির্বাণ বা মোক্ষলাভ সম্ভব আদর্শ অবস্থায় সঠিকভাবে জীবন যাপন ও বিশ্বাস স্থাপনের মানসিক শান্তির জন্য ধ্যানের মাধ্যমে। বর্তমানে পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ৩৩৪ মিলিয়ন।

ব্যাপকতা হার (Prevalence rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১০০ জনের মধ্যে কত জন লোকের একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে অথবা কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের (যেমন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ) প্রবণতা থাকে তাকে ব্যাপকতা হার বলে। এই হারের সূত্র :

$$\text{ব্যাপকতা হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা}}{\text{একই সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০।$$

ব্র্যাস প্রজননশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Brass fertility technique)

বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা হারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি পদ্ধতি। এটি করা হয় ঐ হার এবং ৫ বছর বয়স সীমায় মহিলা প্রতি ইতিমধ্যে জন্মানো সন্তানের গড় সংখ্যার মধ্যবর্তী অনুমিত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।

ব্র্যাস মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Brass mortality technique)

এটি নবজাত ও শিশু মরণশীলতার মান নিরূপণ করার পদ্ধতি। মহিলাদের থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ৫ বছর বয়স সীমার শিশুদের জীবন ধারণ ক্ষমতা এবং ইতোমধ্যে জন্মানো শিশু সন্তানের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিশু এবং কিশোরদের মরণশীলতার মাত্রা পরিমাপের একটি পদ্ধতি এবং এটি নির্দিষ্ট

জীবন সারণির মান ও ইতোমধ্যে জন্মানো শিশু যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের অনুপাতের মধ্যকার সম্পর্কের মাত্রা নিরূপণ করে।

ভ

ভাষা (Language)

মানব সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাষা। মূলত জনসংখ্যা একটি অনারোপিত বৈশিষ্ট্য কিন্তু এটি আরোপিত বলে বিবেচিত হয় যখন এটি এক জনের মাতৃভাষা থেকে ভিন্ন হয়। এমতে ভাষা একটি জাতীয় সূচক, কোন একটি জনগোষ্ঠীর অর্জিত বৈশিষ্ট্য এবং পরিশেষে এটি সরকারি মর্যাদা সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ, বহু ভাষা/ভাষী দেশে যে কোনো একটি ভাষা যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত বিপুল সংখ্যক ভাষা মূলত কয়েকটি ভাষা থেকে উদ্ভূত। এরূপ ভাষা-পরিবার বর্গের সংখ্যা ২০টি। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় ৬৫% লোকের ভাষার সংখ্যা মাত্র ১৪টি এবং কমপক্ষে ১০ লক্ষ লোক কথা বলে এরূপ ভাষার সংখ্যা ১৬৫টির বেশি নয়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রচলিত আটটি ভাষার তথ্য সারণি-১৯, এ দেওয়া হলো (চিত্র ২৩)।

সারণি ১৯ : বিশ্বের প্রধান কয়েকটি ভাষার বিন্যাস ও ভাষার সংখ্যা, ১৯৯৩।

ভাষার নাম	স্থানিক বিস্তৃতি	ভাষা/ভাষীর সংখ্যা (মিলিয়ন)
ইংরেজি	উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া,	৪৭০
হিন্দী	নিউজিল্যান্ড ও অন্যান্য	৪১৮
চৈনিক	চীন ও তাইওয়ান	৯৫২
রুশ	রাশিয়া	২৮৮
স্পেনিশ	স্পেন, ল্যাটিন আমেরিকা	৩৮১
আরবি	পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা	২১৯
বাংলা	বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)	১৯৬
পর্তুগীজ	পর্তুগাল, ব্রাজিল, মোজাম্বিক	১৮২

উৎস : The World Almanac & Book of Facts, 1995.

ভাষাগত গঠন (Linguistic composition)

ভাষাগত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার গঠন অথবা একটি দেশের প্রধান ভাষায় কথা বলে এমন জনসংখ্যাকে শুমারির সময় গণনা করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। একে ভাষাগত গঠন বলে।

চিত্র ২৩ ঃ বিশ্বের প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি

ভিত্তি জনসংখ্যা (Base population)

কোনো একটি দেশের বা অঞ্চলের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়ার আগে সেই স্থানে বা অঞ্চলে প্রকৃত যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকে বা অনুমান করা হয় তাকে ভিত্তি জনসংখ্যা বলে।

ভিত্তি তথ্য/উপাত্ত (Benchmark data)

এই শব্দটি ঐ সমস্ত পরিসংখ্যানিক বর্ণনা এবং হিসাবের প্রতিমূর্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয় যার উপর ভিত্তি করে বস্তুনিষ্ঠ শুমারি জীবন সংক্রান্ত নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থা অথবা জরিপ পরিচালিত করা হয়।

ভূ-সাংকেতিক পদ্ধতি (Geocoding)

একটি ভৌগোলিক নির্দেশনা পদ্ধতি যাতে একটি এলাকার মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। জনসংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি এমন একটি এলাকার মানচিত্র নির্দেশ করে যাতে একাধিক স্থানের প্রতিষ্ঠিত সীমানা নির্দেশিত থাকে এবং ঐ এলাকার মধ্যে গৃহ ও খানা সমূহের অবস্থান নির্দেশিত থাকে।

ভূমি ধারণ ক্ষমতা/ভূমি বহন ক্ষমতা (Earth capacity)

একটি এলাকায় প্রাপ্ত বাস্তব্য ব্যবস্থাধীনে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা একটি বিশেষ ধরনের ভূ-সম্পদকে অবলম্বন করে প্রতিপালিত হয় তাকে ঐ এলাকার ভূমির বহন ক্ষমতা বলে।

ভূমি সংস্কার (Land reform)

কৃষি জনসংখ্যার অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভূমি সংস্কার। এর মাধ্যমে কৃষি প্রজাকে কৃষি জমির মালিকানা, স্বত্ব প্রদান, খাজনার পরিমাণ হ্রাস, কৃষি জোতের সংহতি সাধনের ব্যবস্থা করে কৃষির উন্নতি সাধন ও কৃষি জনসংখ্যাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

জাতি সংঘ প্রদত্ত ভূমি সংস্কারের সংজ্ঞার বিষয়বস্তুকে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে: কোন অর্থনৈতিক গ্রামীণ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধন করার মাধ্যমে যদি এর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা যায় তবে তাকে ভূমি সংস্কার বলা যেতে পারে। আবার, "ক্ষুদ্র ফার্ম এবং কৃষি শ্রমিকদের কল্যাণার্থে সম্পত্তি বা ভূমি মালিকানার পুনর্বন্টনই ভূমি সংস্কার"।

ভৌগোলিক ভ্রাম্যমাণতা (জনসংখ্যা) (Geographical mobility [of population])

একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে জনগোষ্ঠী বিশেষের গতায়ত কিংবা ভৌগোলিক নিয়ামক দিয়ে প্রভাবিত জনসংখ্যার গম্যতা।

ভ্রমপূর্ণ তথ্যদান (বয়স সম্পর্কে) (Misreporting [of age])

আদম শুমারিতে গণনার সময় নিজ বয়স সম্পর্কে সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ না করা। অজ্ঞতাবশত, সংখ্যাতাত্ত্বিক পক্ষপাত এবং রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক কারণে এমন ঘটে থাকে। আবার কখন কখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও ঘটতে পারে।

ভ্রাম্যমান জনসংখ্যা (Floating population)

যে সমস্ত জনসংখ্যার স্থায়ী/নির্ধারিত আবাসস্থান নেই অর্থাৎ উদ্বাস্তু জনসংখ্যার সমার্থক হিসাবে ভ্রাম্যমান জনসংখ্যা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ভ্রূণ মৃত্যু (Foetal death)

ভ্রূণ মৃত্যু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। সাধারণ লোকমুখে মৃত প্রসূত, চিকিৎসা শাস্ত্রে অকাল প্রসব এবং বৈধতা আরোপের উদ্দেশে গর্ভপাতকে ভ্রূণমৃত্যু বলা হয়। জন্মের ২৮ সপ্তাহ বা তারও কিছু দিন পরে মৃত শিশুও এর অন্তর্গত। ভ্রূণ মৃত্যুহারে সূত্র নিম্নরূপ :

$$\text{ভ্রূণ মৃত্যুহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে মোট ভ্রূণের মৃত্যু সংখ্যা}}{\text{মোট শিশুর সংখ্যা}} \times ১০০০$$

ম

মডেল জীবন সারণি (Model life table)

পর্যবেক্ষণলব্ধ একটি নির্দিষ্ট মরণশীলতা ঘটন বিবরণ থেকে প্রস্তুতকৃত জীবন সারণিকে মডেল জীবন সারণি বলে।

মধ্য-বৎসর জনসংখ্যা (Mid year population)

আন্তকালীন মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়েছে এমন একটি অনুমিত জনসংখ্যা। অর্থাৎ দুইটি সময়ের মধ্যবর্তী জনসংখ্যা। একাধিক জনমিতিক পরিমাপে এই সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

মধ্যবর্তী বাধাসমূহ (সুযোগসমূহ) (Intervening obstacles [opportunities])

এই বাধাসমূহ জনসংখ্যার অভিগমন প্রক্রিয়ায় উৎস ও গমনস্থলদ্বয়ের মধ্যে দূরত্বের ভগ্নাংশিক ব্যয় মধ্যবর্তী বাধাসমূহ আর্থিক ব্যয় ও সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিকল্প সহজ প্রাপ্য সুযোগসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায় একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অভিগমনকারী জনসংখ্যা সরাসরি সেই দূরত্বে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা সমূহের সমানুপাতিক এবং মধ্যবর্তী বাধাসমূহের আনুপাতিক। স্মর্তব্য যে অভিগমনকারীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই বাধাসমূহ বিভিন্নভাবে কার্যকর হবে।

মধ্যমা বয়স (Median age)

এমন একটা বয়স যা দিয়ে কোন জনসংখ্যাকে মানভিত্তিক সমান দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। অর্থাৎ এই বয়সের নিচে ৫০% এবং উপরে ৫০% জনসংখ্যা অবস্থান করে। মধ্যমা বয়স একটি সূচক হিসেবে কাজ করে। এই বয়স একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা, জীবনযাত্রা মান ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

মরণশীলতা (Mortality)

জনসংখ্যা পরিবর্তনের একটি উপাদান বা উপাংশ হিসাবে মৃত্যুকে মরণশীলতা বলে।

মরণশীলতা হার (Mortality rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে মৃত্যুর অনুপাতকে মরণশীলতা হার বলে। এই হার সাধারণত প্রতি হাজার বা শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় (স্থূল মৃত্যুহার)। মরণশীলতা হার নিচের সূত্র দিয়ে বের করা যায়:

$$\text{মরণশীলতা হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{একই সময়ে মধ্য বছর মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

মর্তারা প্রজননশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Mortara fertility technique)

পর্যায়ক্রমিক বয়স অথবা বয়স শ্রেণীতে মহিলাদের প্রজননশীলতার গড় সংখ্যার পার্থক্য দিয়ে বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজননশীলতা নিরূপণ করার পদ্ধতি।

মহানগরাঞ্চল (Megalopolis)

প্রখ্যাত ফরাসি ভূগোলবিদ Jean Gottmann (১৯৫৮) মেগালোপলিস শব্দটি ব্যবহার করেন। নির্দিষ্ট প্রশাসনিক সীমানা ও নিজস্ব আইনগত সত্তা রয়েছে এমন একাধিক স্বাধীন নগর এলাকা নিয়ে গঠিত ১০ মিলিয়ন বা তার অধিক সংখ্যক জনপুঞ্জকে মেগালোপলিস/মহানগরাঞ্চল বলে।

মহানগরী (Metropolis)

পুঞ্জিভূতনগর এলাকা ৫০০,০০০ অথবা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি বিস্তৃত নগর কেন্দ্র যা তুলনামূলক ভাবে একটি দেশের সমগ্র নগর কাঠামোর প্রধান জায়গাসমূহ দখল করে আছে এবং নগর সংলগ্ন প্রশাসনিক অঞ্চলসমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নগরটির সঙ্গে সংযুক্ত।

মহানগরী অঞ্চল (Metropolitan area)

ব্যাপক সংখ্যক জনসংখ্যার সমাহার। মহানগরী অঞ্চল সাধারণত ১০০,০০০ বা তদূর্ধ্ব লোক সংখ্যা অধ্যুষিত এবং ৫০,০০০ বা তদূর্ধ্ব জন অধ্যুষিত একাধিক শহরতলী নিয়ে গঠিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমন্বয়কৃত ঐ শহরকে নিয়ে সমগ্র অঞ্চলটি একটি প্রশাসনিক এলাকা দিয়ে সীমায়িত (চিত্র ২৪)।

মহামড়ক (Pandemic)

হঠাৎ প্রাদুর্ভূত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হওয়া ও মহামারী রূপ ধারণ করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মহামড়কের বৈশিষ্ট্য। ১৯৪২-১৯৬২ সময় কালে কলেরা বিশ্বব্যাপী মড়ক রূপ লাভ করে। প্রতিষেধক আবিষ্কার না হলে এইডস একদিন মহামড়ক রূপে আর্বিভূত হতে পারে।

মহামারী (Epidemic)

একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনাহূতের মত হঠাৎ করে কোনো রোগের, বিশেষত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। একই সময়ে বহু সংখ্যক লোক আক্রান্ত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে ব্যাপক হারে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে কলেরা এবং গুটি বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিত।

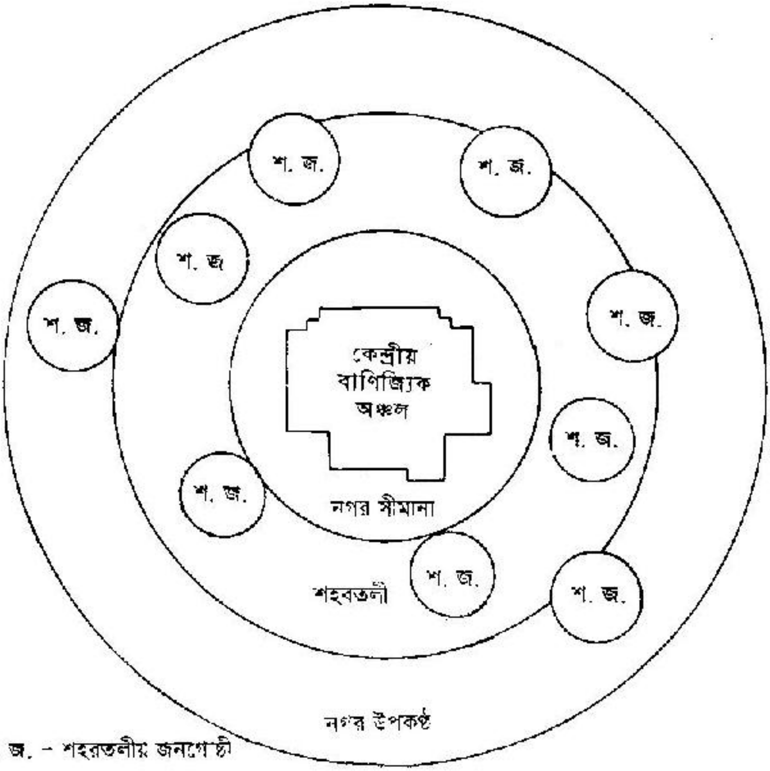

শ. জ. – শহরতলীয় জনগোষ্ঠী

চিত্র ২৪ ঃ নগর কেন্দ্রের সাথে শহরতলী, শহরতলী জনগোষ্ঠী এবং নগর উপকণ্ঠের সম্পর্ক প্রদর্শনকারী মহানগরী অঞ্চল

মহামারী চক্র (Epidemic cycle)

একটি নির্দিষ্ট বিরতিতে মহামারীর পুনঃপুনঃ সংঘটিত হওয়াকে মহামারী চক্র বলে। প্রাচীন বাংলায় কলেরা এবং গুটিবসন্ত মহামারীর ৫ বা ৭ বৎসর চক্রে প্রাদুর্ভাব ঘটতো।

মহামারীতত্ত্ব (Epidemiology)

মহামারী রোগ, উহাদের সংগঠন, বিস্তার এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত শাস্ত্র।

মাইক্রো-জনমিতি (Micro-demography)

অত্যন্ত ছোট এলাকায় জনসংখ্যা চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট জনমিতির একটা উপক্ষেত্র হচ্ছে মাইক্রো বা সমষ্টিক জনমিতি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষুদ্র মাত্রার জনসংখ্যা সম্পর্কিত গবেষণা এবং সমীক্ষায় ভূগোলবিদগণ বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন।

মাতৃ অবস্থানিক বিবাহ (Matrilocal marriage)

এমন একটি বৈবাহিক ব্যবস্থা যেখানে স্বামী ও স্ত্রী, স্ত্রীর পিতা-মাতার বাড়িতে বসবাস করে।

মাতৃগত পরিবার (Matrilineal family)

যে পরিবারিক কাঠামোতে মহিলা বা মাতার পরিচয়ের ভিত্তিতে বংশধরদের পরিচয় প্রদান করা হয়।

মাতৃপ্রধান পরিবার/সমাজ (Matriarchal family/society)

এমন একটি পারিবারিক বা সামাজিক কাঠামো যেখানে মাতাকে পারিবারিক ও সামাজিক প্রাধান্য প্রদান করা হয়।

মাতৃভাষা (Mother tongue)

সাধারণত এক ব্যক্তি তার বাড়িতে যে ভাষায় কথা বলে এবং যা শৈশবে সে তার পিতা–মাতার নিকট থেকে শেখে।

মানব প্রাণ পরিবেশ/বাস্তব্য (Human ecology)

যে প্রাকৃতিক পরিবেশাধীন মানুষ বাস করে, জীবন ধারণ করে ও বিকাশ লাভ করে এবং যেখানে সে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করে।

মানব সম্পদ (Human resource)

একটি নির্দিষ্ট পরিবেশাধীনে যে আরোপিত বৈশিষ্ট্যের ফলে মানুষ তার নিজস্ব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। সংক্ষেপে এটি জনসংখ্যার গুণগত দিক প্রকাশ করে। কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলে মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা সারণি ২০ এ দেওয়া হলো।

সারণি ২০ : সার্কভুক্ত দেশের মানব উন্নয়ন অবস্থান তালিকা - ১৯৯৩।

দেশের নাম	জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	বয়স্ক শিক্ষিতের হার(%)	সমন্বিত মাথাপিছু জি.ডি.পি.	মানব উন্নয়ন সূচক
শ্রীলংকা	৭০.৯	৮৮.৪	২,৪০৫	০.৬৬৩
মালদ্বীপ	৬২.৫	৯৫.০	১,২০০	০.৪৯৭
পাকিস্তান	৫৭.৭	৪৩.৮	১,৮৬২	০.৩৩১
ভারত	৫৯.১	৪৮.২	১,০৭২	০.৩০৯
বাংলাদেশ	৫১.৮	৩৫.৩	৮৭২	০.১৮৯
নেপাল	৫২.২	২৫.৬	৯২০	০.১৭০
ভুটান	৪৮.৯	৩৮.৪	৮০০	০.১৫০

উৎস ঃ United Nations Population Bulletin. UNO, 1993.

মায়ার সূচক (Myer's index)

শুমারি বা নমুনা জরিপ কালে বয়স তালিকা প্রণয়নের সময় জনগোষ্ঠী '০' বা '৫' দিয়ে সমাপ্ত বয়সগুলিকে পক্ষপাতিত্ব করে উপস্থাপনের প্রবণতা প্রকাশ করে থাকে, ফলে এই সব নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীতে জনসংখ্যা পুঞ্জীভূত হয় এবং এই কারণে বয়স কাঠামোতে সঠিক বয়স বিন্যস্ত হয় না। বয়স পক্ষপাতিত্বের মাত্রা পরিমাপ এবং সংশোধন করার জন্য মায়ার সূচক ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই সূচকের মাধ্যমে সমগ্র বয়স শ্রেণীতে বিন্যস্ত জনসংখ্যার হিসাবকে ১০ দিয়ে গুণ করে উপরোক্ত পক্ষপাতিত্ব দূর করা হয়। একবার প্রত্যেক প্রথম সংখ্যা এবং পরে সমগ্র ফলাফলের গড় করা হয়। প্রত্যেক সংখ্যার গড় শতকরা হার এবং ১০ শতাংশ অনুধিত মানের মধ্যকার পার্থক্য থেকে বিবেচ্য বয়স পরিসরের পরিহারকৃত সংখ্যা বা পক্ষপাতিত্বের পরিমাপ পাওয়া যায়। পদ্ধতিটি মায়ার প্রণীত।

মার্কসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব (Marx's theory of population)

মার্কসীয় জনসংখ্যা নীতি সংক্ষেপে এরূপে প্রকাশ করা যায় : প্রতিটি বিশেষ ঐতিহাসিক উৎপাদন মাধ্যমের নিজস্ব কিছু বিধান রয়েছে যা জনসংখ্যার উপর ক্রিয়াশীল এবং তা ঐতিহাসিকভাবে কেবল আপন সীমা বা আওতা পর্যন্ত কার্যকরী। এই নীতি এও বলে যে, জনসংখ্যার চাপ দূরীভূত হবে যদি ধনতন্ত্র পরিকল্পিত অর্থনীতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু এই মৌলিক রূপান্তরের পূর্বে পরিবার সীমিত করার মাধ্যমে অবস্থার পর্যাপ্ত উন্নতি সম্ভব নয়।

ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব (Malthusian population theory)

সংক্ষেপে এই তত্ত্ব হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা জ্যামিতিক অনুপাতে হয় অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এর ফলে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি দ্রুততর হয়। এই ক্ষেত্রে প্রকৃত জনসংখ্যার উপর দুর্ভিক্ষ, রোগ, পাপ এবং যুদ্ধ প্রভৃতি সুস্পষ্ট বাধা আরোপ করে ক্রমবর্ধমান জ্যামিতিক অনুপাতের পরিবর্তন ঘটায়, অপরদিকে নৈতিক সংযম দ্বারা জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধ সম্ভব।

মিশ্র/সঙ্কর জাতি (Mixed race)

কোনো অঞ্চলে/দেশে একাধিক জাতি সত্তা যৌন সংসর্গ বা আন্তবিবাহের কারণে জাতিগত স্বকীয়তা হারিয়ে বা পরিবর্তিত হয়ে কালক্রমে মিশ্র বা সঙ্কর জাতির বিকাশ ঘটায়। ল্যাটিন আমেরিকায় স্পেনীয় বা পর্তুগীজদের সাথে আদিবাসীদের সংমিশ্রণে বর্তমানে একটি সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলমান (Muslim)

ইসলাম ধর্মানুসারী/ধর্মে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী। বিশ্বে প্রায় ১,০১৪ মিলিয়ন মুসলমান রয়েছে (দ্রষ্টব্য : ইসলাম)।

মূল জনমিতি (Pure demography)

মূল জনমিতি হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কে গাণিতিক জ্ঞান এবং বিশ্লেষণ; কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা সবচেয়ে কম ব্যবহৃত হয়।

মূল বৃদ্ধি (Absolute increase)

একটি দেশে জন্মগ্রহণকারী ও আন্ত অধিবাসীর মোট সংখ্যা থেকে মৃত ও প্রবাসিত ব্যক্তির মোট সংখ্যার পার্থক্যকে জনসংখ্যার মূল বৃদ্ধি বলে। এর সূত্র নিম্নরূপ :

মূল বৃদ্ধি = B – (D + M)

যখন, B = মোট জনসংখ্যা;

D = মোট মৃত্যু সংখ্যা; এবং

M = মোট বহির্গমন।

মূল সহভাগী (Radix)

একটি জীবন সারণিভুক্ত অনুমানসিদ্ধ জন্ম সহভাগী। অত্যন্ত সাধারণ সংখ্যামানসমূহ হচ্ছে ১০,০০০ এবং ১০০,০০০। জীবন সারণি এই সংখ্যা ধরে তৈরি করা হয় এবং জীবন তালিকাটি সম্পূর্ণতা লাভ করে তখনই যখন এই সহভাগীদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মরণশীলতার হার অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করে।

মৃতজাত (Still birth)

গর্ভধারণের ২৮ সপ্তাহ পর থেকে জন্মদান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিণত ভ্রূণের মৃত্যু। জীবিত ও মৃত জন্মসহ প্রতি ১,০০০ জন্মের মধ্যে মৃতজাতদের সংখ্যা থেকে মৃতজাত হার প্রকাশ করা হয়। অন্য কথায় জন্মের পর যে বাচ্চার মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন পাওয়া যায় না তাকেই মৃতজাত বলে।

মৃত্যুহার (Death rate)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ১,০০০ জন সংখ্যার মধ্যে বাৎসরিক গড় মৃতের সংখ্যা (বৎসরের মধ্যকালীন জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে)। একে অশোধিত মৃত্যুহারও বলা হয়। সারণি ২১ (দ্রষ্টব্য মরণশীলতা)।

সারণি ২১ : বাংলাদেশের অশোধিত মৃত্যু হার ,১৯৮৮-৯৩।

সাল	মোট	শহর	গ্রাম
১৯৮৮	১১.৩	৭.৫	১১.৯
১৯৯০	১১.৪	৭.৩	১১.৮
১৯৯২	১১.০	৭.৫	১১.৩
১৯৯৩	৯.২	৭.২	৯.৮

উৎস : BBS. 1995. Statistical Year Book, Bangladesh-1994. Dhaka.

মেধা পাচার (Brain drain)

সাধারণত অন্যান্য দেশে অপেক্ষাকৃত উন্নত সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে একটি দেশের জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশের (যেমন দক্ষ, উচ্চ

শিক্ষিত, পেশাগত শ্রেণীর) বহির্গমনকে মেধা পাচার বলে। যেমন, চিকিৎসক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের অধিক অর্থ উপার্জনের আশায় উন্নয়নশীল দেশ ত্যাগ করে উন্নত দেশে গমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টি স্বেচ্ছা মূলক অথবা আমন্ত্রণমূলক উভয়ই হতে পারে।

মোট নির্ভরশীলতার হার/অনুপাত (Total dependency rate)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর বয়স্ক ও সক্রিয় জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়দের অনুপাতই মোট নির্ভরশীলতার হার/অনুপাত। মোট নির্ভরশীলতার হারের সূচক ১০০ উচ্চ এবং কম মান নিম্ন নির্ভরশীলতা নির্দেশ করে। এই সূচক জনগোষ্ঠীতে উৎপাদনের ফলপ্রসূ অবস্থার কথা প্রকাশ করে (সারণি ২২)।

মোট নির্ভরশীলতা হার নিম্নরূপে নিরূপিত হয় :

$$\text{মোট নির্ভরশীলতা হার} = \frac{\text{শিশু ও বৃদ্ধ জনসংখ্যা } (<১৪+৬০ \text{ বা } ৬৫_{+} \text{ বছর})}{\text{যুবা বয়স্ক জনসংখ্যা } (১৫\text{-}৫৯ \text{ বা } ৬৪ \text{ বছর})} \times ১০০$$

এ ছাড়া পৃথকভাবে শিশু বা বৃদ্ধ নির্ভরশীলতা হার নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়:

$$\text{শিশু নির্ভরশীলতা হার} = \frac{\text{মোট শিশু } (<১৪ \text{ বছর}) \text{ সংখ্যা}}{\text{মোট যুবা বয়স্ক জনসংখ্যা } (১৫\text{-}৫৯ \text{ বা } ৬৪ \text{ বছর})} \times ১০০$$

$$\text{বৃদ্ধ নির্ভরশীলতা হার} = \frac{\text{মোট বৃদ্ধের } (৬০ \text{ বা } ৬৪_{+} \text{ বছর}) \text{ সংখ্যা}}{\text{মোট যুবা বয়স্ক জনসংখ্যা } (১৫\text{-}৫৯ \text{ বা } ৬৪ \text{ বছর})} \times ১০০$$

অতএব, মোট নির্ভরশীলতা হার = শিশু নির্ভরশীলতা হার + বৃদ্ধ নির্ভরশীলতা হার।

সারণি ২২ : বিশ্ব ও বাংলাদেশে মোট নির্ভরশীলতা অনুপাতের আঞ্চলিক ধারা, ১৯৮০-১৯৮৮

	মোট নির্ভরশীলতা হার		
অঞ্চল	১৯৮০	১৯৮৪	১৯৮৮
সমগ্র বিশ্ব	৭০.৬	৬৬.৬	৫৯.২
উন্নত অঞ্চল	৫৪.৮	৫২.৬	৪৫.৭
বিকাশশীল অঞ্চল	৭৭.৮	৭২.৪	৬০.৯
দক্ষিণ এশিয়া	৭৮.৮	৭২.৪	৬৫.৩
বাংলাদেশ	৮৬.১	৯৬.০	৮৭.৪

উৎস : UNO, 1989. World Population Situation.

মোট প্রজননশীলতা হার (Total fertility rate)

প্রজনন বয়স কাল শেষে প্রতি হাজার মহিলার বয়স নির্দিষ্ট জন্মহার অনুযায়ী মহিলা প্রতি মোট সন্তানের গড় সংখ্যাকে মোট প্রজননশীলতা হার বলে। এটি বয়ঃনির্দিষ্ট জন্মহারের সমষ্টি। পর্যবেক্ষণকৃত সন্তান পালনের হার হিসাব করার জন্য সাধারণত এটি বের করা হয়। ১৫ হতে ৪৪ বা ৪৯ বৎসর বয়সের ৫ বৎসর পুঞ্জি মহিলাদের বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজননশীলতার সমষ্টিকে মোট প্রজননশীলতা হার বলে :

$$\text{মোট প্রজননশীলতা হার} = \sum_{\omega_1}^{\omega_2} \frac{B_x}{P_x} \times ১০০০$$

B_x = x বয়সী মায়েদের মোট জীবিত সন্তান সংখ্যা;
P_x = ঐ বৎসরের মধ্যকালীন মোট মহিলাদের সংখ্যা; এবং
ω_1 ও ω_2 = যথাক্রমে ক্রমযোজিত বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতার বয়সসীমা।

মোট বৈবাহিক প্রজননশীলতা হার (Total marital fertility rate)

একটি নির্দিষ্ট বছরে বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতার হার অনুযায়ী একদল বিবাহিত মহিলার সমগ্র জীবনকালে জন্মদানকৃত জীবিত সন্তান-সন্ততির গড় সংখ্যা থেকে মোট বৈবাহিক প্রজনন হার বের করা হয়।

মোট সংজনন হার (Gross reproduction rate)

মহিলা জনসংখ্যার পূর্ণ গর্ভধারণক্ষম বয়সের শেষপর্যন্ত জীবিত কালে কন্যা সন্তানের গড় সংখ্যা এবং এই সময়ে তারা একটি বিশেষ বয়ঃনির্দেশক প্রজনন হারের এবং জন্মকালীন বিশেষ নির্দিষ্ট লিঙ্গ-অনুপাত দিয়ে প্রভাবিত হন। মরণশীলতার পরিমাপের স্থলে/অভাবে প্রতিস্থাপন প্রজননশীলতার পরিমাপ হিসেবে এই অনুপাত ব্যবহার করা হয়। হাজার প্রতি মহিলার কন্যা সন্তান জন্ম সংখ্যাই মোট সংজনন হার (সারণি ২৩)। অর্থাৎ :

$$\text{মোট সংজনন হার} = \frac{B_f}{B_t} \sum_{\omega_1}^{\omega_2} \frac{B_x}{P_x} k$$

যখন, B_x = x বৎসর বয়সী মায়েদের মোট জীবিত সন্তান সংখ্যা,
P_x = ঐ বৎসরের মধ্যকালীন মোট প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা;
B_t = মোট শিশু সংখ্যা

$\frac{B_f}{B_t}$ = কন্যা সন্তানের অনুপাত, অর্থাৎ $\frac{\text{মোট কন্যা সন্তান}}{\text{মোট শিশু সন্তান}}$

ω_1 ও ω_2 = প্রজননক্ষম বয়সসীমা (অর্থাৎ ১৫-৪৪ বা ১৫-৪৯ বৎসর)

k = ১০০০ দিয়ে গুণিতক (প্রমিতকরণের) জন্য।

সারণি ২৩ : বিশ্বে মোট সংজনন হারের আঞ্চলিক ধারা।

এলাকা	মোট সংজনন হার
সমগ্র বিশ্ব	১.৭৩
উন্নত অঞ্চল	০.৯৬
বিকাশশীল অঞ্চল	২.০০
দক্ষিণ এশিয়া	২.৩৩
বাংলাদেশ	২.৯০

উৎস : World Population Situation, UNO, 1990.

মৌসুমী শ্রমিক (Seasonal workers)

প্রধানত একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে কাজ করে এমন কর্মী মৌসুমী শ্রমিক নামে পরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ, ফসল বেড়ে উঠার সময় কৃষকরা যখন কিছুদিন মুক্ত জীবন যাপন করে তখন তারা স্থানীয় শিল্পে সাময়িকভাবে চাকুরি গ্রহণ অথবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারে।

য

যাযাবর (Nomad)

পশু চারণ এবং খাদ্য সংগ্রাহক অর্থনীতি এবং ঋতুভিত্তিক অবাধ পরিভ্রমণকারী ও প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল একদল ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। যাযাবররা একটি দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রান্তিক ভূমি নিয়ে বসবাস করে। মঙ্গোলিয়া থেকে আরব সাগর পর্যন্ত এবং মধ্য-পূর্ব আফ্রিকায় প্রধানত যাযাবরদের বিক্ষিপ্ত প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ইউরুপ, কুর্ক, রুয়ালা, বাসেরী, বাখতিয়ারী, পাশতুন, তুয়ারেস, তিববুই প্রথমোক্ত এবং মাসাই শেষোক্ত অঞ্চলের প্রধান যাযাবর গোষ্ঠী।

যাযাবরিক কর্মকাণ্ড (Transhumance)

পার্বত্য অঞ্চলে যাযাবর জনগোষ্ঠী কর্তৃক ঋতুভিত্তিক কৃষিজাত কর্মকাণ্ডে নিয়োগ এবং বাণিজ্যিকভাবে সম্পাদিত কাজকর্ম করার পদ্ধতি। মধ্য এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় ভূমিভিত্তিক যাযাবরদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড লক্ষণীয়।

যুবা বয়স (Adult age)

প্রধানত ১৫-৪৯ বছর বয়সী জনসংখ্যা; অথবা জনমিতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৫-৫৯ বছর বয়সই যুবা বয়স। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই বয়স শ্রেণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভরশীলতা হারসহ অন্যান্য সূচক নির্ধারণে এই বয়স-শ্রেণীকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

যোজিত প্রজননশীলতা (Cumulated fertility)

x বয়সী মহিলাদের ইতোমধ্যে জন্মদানকৃত সন্তানের গড় সংখ্যা দিয়ে যোজিত প্রজননশীলতা নিরূপণ করা হয়। x বয়স পর্যন্ত বয়স শ্রেণীর রাশিকৃত বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতার হার থেকে এটি পাওয়া যায়। সকল গর্ভধারণকালে প্রতি হাজার মহিলাদের সন্তান জন্ম সংখ্যাকে যোজিত প্রজনন হার বলে।

যৌথ পরিবার (Joint family)

রক্তসম্পর্কবিশিষ্ট একাধিক প্রাথমিক পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত বিস্তৃত পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। দক্ষিণ এশিয়ায় যৌথ পরিবারের ধারণা বহুল প্রচলিত। তবে বর্তমানে এর হার অনেক কমে গেছে। শহরের তুলনায় গ্রামে এর প্রবণতা বেশি।

যৌবনোন্মুখ (Adolescent)

পরিণত অবস্থার জনসংখ্যা বা বয়ঃসন্ধিক্ষণে অবস্থিত জনসংখ্যাই কিশোর বা যৌবনোন্মুখ জনসংখ্যা।

র

রজঃ (Menses)

মহিলাদের প্রজননকালীন সময়ে, সাধারণত প্রতি ২৮ দিনে নিয়মিত ভাবে জরায়ু থেকে প্রবাহিত রক্তরসকে রজঃ বা রজঃস্রাব বলে।

রজঃদয় (Menarche)

সাধারণত ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে মহিলাদের প্রথম রজঃস্রাব সংগঠিত হওয়াকে রজোদয় বলে।

রজঃবিরতি (Amenorrhoea)

স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব সংঘটিত না হওয়া অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে নিবারণ করাকে রজঃবিরতি বলে।

রজঃবিরাম (Menopause)

রজঃস্রাবের চূড়ান্ত বিরাম। সাধারণত মহিলাদের ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে রজঃনিবৃত্ত হওয়াকে রজঃবিরাম বলে।

রজঃস্রাব চক্র (Menstrual cycle)

মহিলাদের যে সময় অন্তর রজঃস্রাব সংঘটিত হয়। সাধারণত মহিলাদের প্রতি ২৮ দিনে একটি রজঃস্রাব চক্র সম্পন্ন হয়।

রজঃস্রাব নিয়ন্ত্রণ (Menstrual regulation)

মহিলাদের অনুসৃত রজঃস্রাব চক্রের নিয়মিতকরণের পদ্ধতি। বিলম্বাগত/প্রস্থিত রজঃক্রিয়া নিয়মিতকরণের জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত গর্ভপাত বা রজঃস্রাব নিয়ন্ত্রণ করানো হয়। অনেক সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে সহবাসোত্তর রজঃস্রাব নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

রজঃস্রাবান্ত বয়স (Age at menopause)

যে বয়সে মহিলাদের রজঃস্রাব নিবৃত্ত হয়। সাধারণত ৪০থেকে ৪৯ বৎসর বয়সে মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়। তবে এর চেয়ে কম বয়সে ঋতুস্রাব বন্ধ হতে পারে। বিষয়টি শারীরিক এবং পুষ্টিগত অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

রজঃস্রাবারম্ভ বয়স (Age at menarche)

যে বয়সে মহিলাদের প্রথম রজঃস্রাব শুরু হয়। সাধারণত ১৪ বৎসর বয়সে মহিলাদের রজঃস্রাব শুরু হয় এবং ২৫ থেকে ৩২ দিন চক্রে ৪ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম বয়সেও শুরু হতে পারে। নিম্নতম বয়সটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং আবহাওয়াগত পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

রাজনৈতিক জাতীয়তা (Political nationality)

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে অন্য একটি দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করাই রাজনৈতিক জাতীয়তা।

রাশিকৃত বয়স (Age heaping)

একটি বিশেষ বয়স বর্ণনা করার প্রবণতা। গণনাকারী ও উত্তরদাতাদের মধ্যে দেখা যায় যে তারা একটি বিশেষ বয়স বা সংখ্যাকে পছন্দ করে। যে সমস্ত বয়সের শেষে ০ অথবা ৫ সংখ্যা থাকে সেই সমস্ত বয়স বর্ণনা করার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে একটি বয়সের তুলনায় '০' অথবা '৫' সংখ্যা বিশিষ্ট বয়সের লোকসংখ্যা গণনাকালে বেশি হয়। একে রাশিকৃত বয়স বলে। এই প্রবণতা বিশেষ সব দেশে পরিলক্ষিত হয়। আবার মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে এর প্রবণতা বেশি। মায়ার বা হুইপল্স্ সূচক দিয়ে রাশিকৃত বয়সজনিত ত্রুটি সংশোধন করা যায়।

রাষ্ট্রীয়/প্রশাসনিক ভাষা (Official language)

একটি দেশে যাবতীয় সরকারি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য স্বীকৃত বা অনুমোদিত ভাষাকে রাষ্ট্রীয়/প্রশাসনিক ভাষা বলে।

রুগ্নতা (Morbidity)

একটি জনগোষ্ঠীর অসুস্থ এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটন সংখ্যা বা হার।

ল

লক্ষ্য স্থল (Place of destination)

এমন একটি জায়গা যেখানে একজন অভিগমনকারী পৌঁছায় এবং কিছু দিনের জন্য অবস্থান করে। একজন অভিগমনকারীর জন্য অভিবাসনকারী দেশটিই হবে তার লক্ষ্যস্থল।

লজিট মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Logit mortality technique)

একটি আদর্শ জীবন সারণির মধ্যকার অনুমিত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একটি কার্যকর জীবন সারণির নির্দিষ্ট উপাদান সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি। একটি অনুপাত P এর লজিট হবে $\frac{১}{২} l_n[\frac{P}{১-P}]$। একটি আদর্শ জীবন সারণির উপর ভিত্তি করে ঐ লজিটের সরল রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে যেখানে, $n({}_n q_0)$ বয়সীদের মৃত্যু সম্ভাবনার লজিট সরাসরি $n(n_0^{qs})$ বয়সীদের মৃত্যু সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ঐ লজিটটি হবে ঃ

$$n_0^q = \alpha + \beta\,[\text{logit } n_0^{qs}]$$

যেখানে, α = আদর্শ মরণশীলতার মাত্রার পরিমাপ; এবং

β = আদর্শ মরণশীলতার ধরনকে পরিবর্তনকারী উপাদান।

লিঙ্গ অনুপাত/নারী-পুরুষ অনুপাত (Sex ratio)

কন্যা সন্তানের সাপেক্ষে ছেলে সন্তানের জন্মসংখ্যা অথবা প্রতি ১০০ বা ১০০০ নারী শিশুর সাথে ছেলে শিশু সংখ্যার প্রাপ্ত অনুপাত। তবে সমগ্র জনসংখ্যার নারী-পুরুষ অনুপাত নির্দেশনার জন্য সাধারণত এটি ব্যবহৃত হয় (চিত্র ৭ দ্রষ্টব্য)।

লিঙ্গ পক্ষপাত (Sex preference)

দম্পতি কর্তৃক সন্তানদের একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাত। অধিকাংশ বিকাশশীল দেশে ছেলে সন্তানের জন্যে কঠোর পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয় যা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ অনুপাতকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের পক্ষপাত প্রচলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে ঘটে থাকে বলে মনে করা হয়।

লিঙ্গভিত্তিক গঠন (কাঠামো) (Sex composition [Structure])

কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত, অথবা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে বয়সভিত্তিক লিঙ্গের তুলনামূলক বিন্যাসকে লিঙ্গভিত্তিক গঠন বা কাঠামো বলে।

শ

শরণার্থী (Refugee)

শরণার্থী হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের সদস্য অথবা ব্যক্তিগত বিশেষ মতামতের জন্য নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে নিজ দেশের বাইরে অবস্থান করছে এবং এই ধরনের ভয়ের ফলে তার দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োগ করতে অসমর্থ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক, অথবা ঐ সমস্ত ঘটনার ফলে নাগরিকত্ব হারিয়ে তার বৈধ আবাসস্থল ছেড়ে দেশের বাইরে অবস্থান নিয়েছে এবং নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে দেশে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম এশিয়ার ফিলিস্তিনী

শরণার্থী, পাকিস্তানে আফগান শরণার্থী এবং থাইল্যান্ডে অবস্থান গ্রহণকারী কাম্পুচিয়ান শরণার্থীর কথা উল্লেখ করা যায়। মহাদেশভিত্তিক বিভিন্ন দেশে আশ্রিত শরণার্থী সংখ্যা সারণি-২৪-এ দেখানো হলো :

সারণি ২৪ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী সংখ্যা, ১৯৮৯।

উঃ আমেরিকা	ইউরোপ	আইভরিকোস্ট ৮০০	এশিয়া
কানাডা ৩৮০,২০০	ফিনল্যান্ড ১.১০০	টগো ৩,৫০০	লেবানন ৪,৪০০
যুক্তরাষ্ট্র ১০০০.০০০	সুইডেন ১৩৯,৮০০	বেনিন ১,২০০	ইয়ামেন ৭৮,২০০
মেক্সিকো ৩৫৬,৪০০	নরওয়ে ১১,০০০	নাইজেরিয়া ৫,২০০	তুরস্ক ৪,৫০০
গুয়াতেমালা ২২৩,১০০	ডেনমার্ক ২৭,০০০	ক্যামেরুন ৫১,২০০	পাকিস্তান ৩২৫৭,৬০০
এলসালভাদর ২০,৩০০	যুক্তরাজ্য ১০১,৩০০	মধ্য আফ্রিকা ৩,১০০	ইরান ২৮৫০,০০০
নিকারাগুয়া ১৬,০০০	নেদারল্যান্ড ২৬,০০০	কঙ্গো ২,১০০	ভারত ৬,৬০০
কোস্টারিকা ২৭৮,৬০০	বেলজিয়াম ২৩,০০০	জায়ারে ৩৪০,৭০০	চীন ২৮৩,৩০০
পানামা ১,৮০০	ফ্রান্স ১৮৪,৫০০	এঙ্গোলা ৯১,১৫০	জাপান ৬,৬০০
কিউবা ২,০০০	স্পেন ৮,৭০০	উগান্ডা ১০২,০০০	হংকং ১৫,৪০০
বেলিজ ৩০.১০০	পর্তুগাল ৮০০	কেনিয়া ১২,৫০০	থাইল্যান্ড ১০৭,৮০০
হন্ডুরাস ২৩৭,১০০	জার্মানি ১৫০,০০০	রুয়াডা ২২,২০০	ভিয়েতনাম ২৫,০০০
ডোমিনিকান ৪,৭০০	সুইজারল্যান্ড ২৯,৩০০	বুরুন্ডি ২৬৭,৫০০	ফিলিপাইন ২১.১০০
দঃ আমেরিকা	অস্ট্রিয়া ১৭,৪০০	তাঞ্জানিয়া ২৬৫,১৫০	মালয়েশিয়া ১০৪,৪০০
ইকুয়েডর ৭৫০	ইটালি ১১,০০০	মালাবী ৬২৮,১৫০	ইন্দোনেশিয়া ২,৪০০
ভেনিজুয়েলা ২,০০০	যুগোস্লাভিয়া ৮০০	জাম্বিয়া ১৪৩,৬০০	পাপুয়া-নিউগিনি ৯,২০০
পেরু ৬৫০	গ্রীস ৮,০০০	জিম্বাবুই ১৭৪,৫০০	ওশানিয়া
ব্রাজিল ৫,৩০০	আফ্রিকা	সোয়াজিল্যান্ড ২৮,৮০০	অস্ট্রেলিয়া ৯০,৯০০
কলম্বিয়া ৭০০	মিশর ১,৬০০	বতসোয়ানা ২,১০০	নিউজিল্যান্ড ৪,২০০
আর্জেন্টিনা ১৩,৬০০	সুদান ৭৪৫,০০০	লেসোথো ৩,৯৫০	
	আলজেরিয়া ১৭,০০০	জিবুতি ১,৩০০	
	ইথিওপিয়া ৬৭৯,৫০০	সোমালিয়া ৮৩৪,০০০	
	সেনেগাল ৫,০০০		

উৎস : The Europa World Year Book, (Vol. 1) 1990.

শহর (Town)

সংখ্যাগুরু জনসংখ্যার অকৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং অন্তত ১০,০০০ জন অধ্যুষিত একটি জনপদকে শহর বলে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শহরতলী (Suburb/suburban)

সাধারণত ন্যূনতম নগর সুবিধা, সেবা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য প্রধান নগরের উপর নির্ভরশীল এমন একটি আবাসিক এলাকা যা একটি শহরের প্রশাসনিক সীমানার বাইরে অবস্থিত। অন্য কথায় এটি এমন একটি সংঘবদ্ধ জনপদ যা একটি কেন্দ্রীয় শহরের চারপাশে ঘিরে অবস্থান করে। এক কথায়, শহরের বহিঃস্থ আবাসিক এলাকাই শহরতলী (চিত্র ২২)।

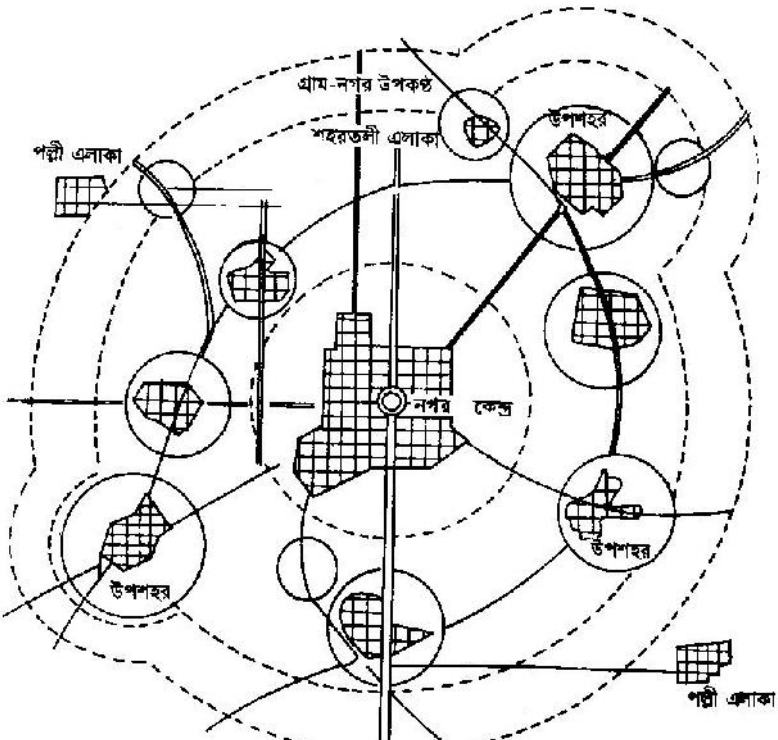

চিত্র ২৫ : শহরতলী এলাকা

শিক্ষা (Education)

মানুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বস্তুত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও

প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। শিক্ষাভেদে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্যক জ্ঞানের তারতম্যের জন্যই জন্ম ও মৃত্যু হারের তারতম্য হয়ে থাকে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির শিক্ষাগত অবস্থার তারতম্য শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন ও জনমিতিক প্রক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্কের যথার্থতা প্রমাণ করে বাংলাদেশে মহিলা-পুরুষ ভেদে শিক্ষার বা সাক্ষরতা হারের বেশ পার্থক্য রয়েছে (চিত্র : ২৫)।

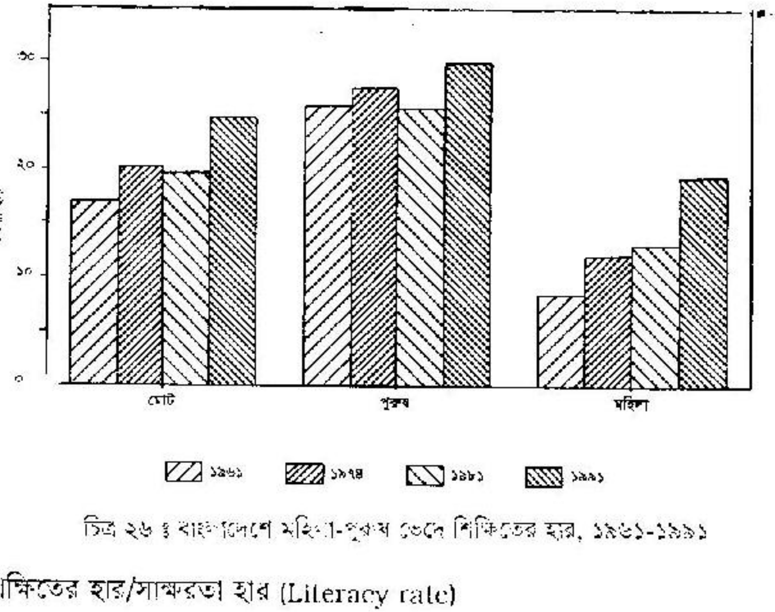

চিত্র ২৬ ঃ বাংলাদেশে মহিলা-পুরুষ ভেদে শিক্ষিতের হার, ১৯৬১-১৯৯১

শিক্ষিতের হার/সাক্ষরতা হার (Literacy rate)

মোট জনসংখ্যার মধ্যে অন্তত একটি প্রচলিত ভাষা পড়া এবং লেখা উভয় বিষয়ে সক্ষম জনসংখ্যার শতকরা হার। ৫ বছর এবং তার উর্ধ্বে সমস্ত জনসংখ্যার সাপেক্ষে এই হার হিসাব করা হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষিতের হারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে মহিলা সাক্ষরতা হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানিক পার্থক্য বিদ্যমান (চিত্র : ২৭)।

শিল্পভিত্তিক কাঠামো (Industrial composition)

শিল্পভিত্তিক কাঠামো হলো একটি জনসংখ্যার কর্মক্ষম অংশ যারা শিল্প প্রতিষ্ঠান, দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত। জাতিসংঘ কর্তৃক নয় প্রকারের শিল্পভিত্তিক কাঠামোর কথা বলা হয়েছে :

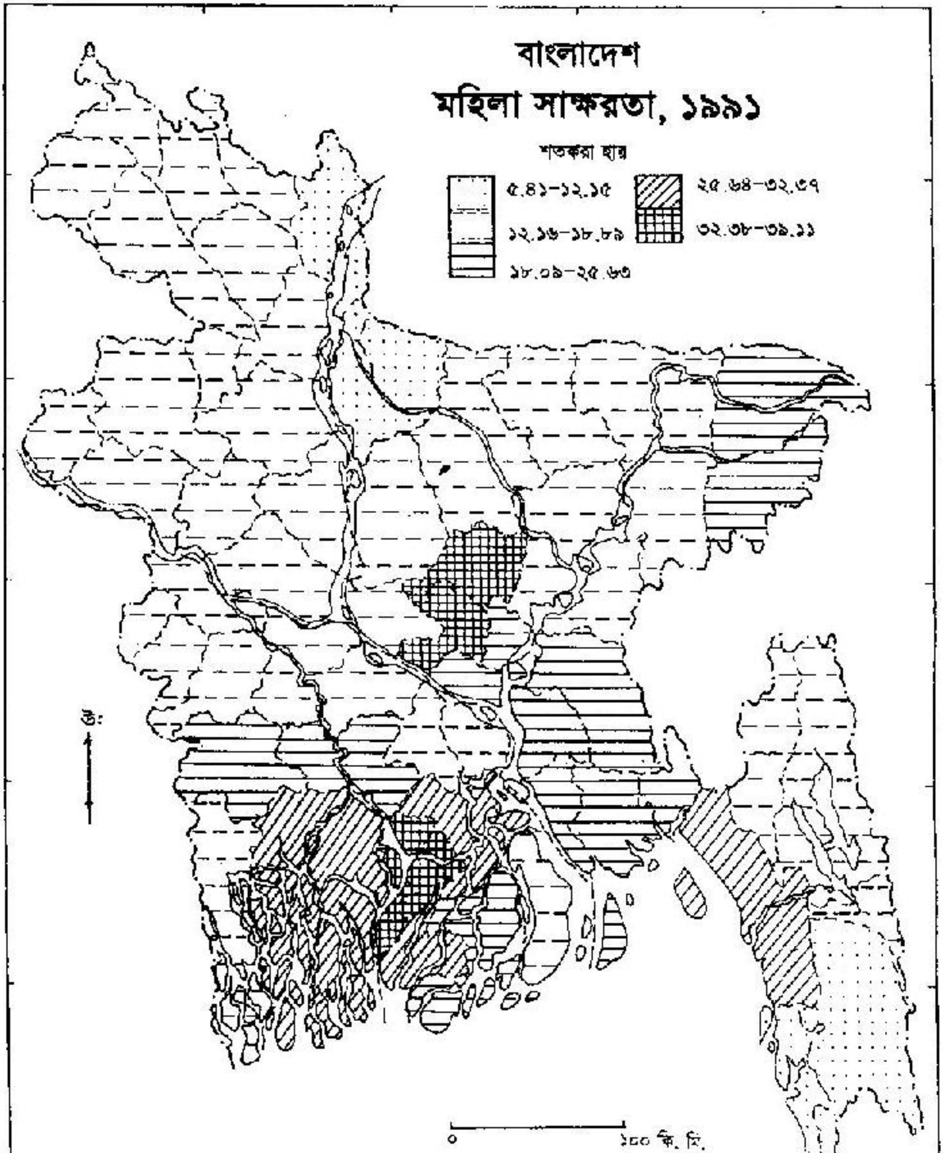

তথ্য সূত্রঃ বি.বি.এস. ১৯৯৩। বাংলাদেশ আদম শুমারী, ১৯৯১। ঢাকা

চিত্র ২৭ ঃ বাংলাদেশে মহিলা সাক্ষরতা, ১৯৯১

(১) কৃষি, বনায়ন, শিকার, মৎসচাষ,
(২) খনি ও প্রস্তর সম্বন্ধীয় কার্যক্রম,
(৩) প্রস্তুতকারী শিল্প,
(৪) নির্মাণ শিল্প,
(৫) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি এবং পয়ঃ নিষ্কাশন সেবা,
(৬) বাণিজ্য,
(৭) পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ,
(৮) সেবা, এবং
(৯) অ-শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য।

শিল্পভিত্তিক শ্রমশক্তি (Industrial labur force)

শিল্পের সাথে, বিশেষত প্রস্তুতকারী শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমশক্তি।

শিল্পভিত্তিক শ্রমজীবী শ্রেণী (Industrial proletariat)

শিল্পভিত্তিক শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত কর্মসম্প্রদায়/গোষ্ঠী এবং অধিকাংশ সময়ে এদেরকে কায়িক শ্রমিক বলা হয়।

শিশু উদ্বর্তন (Children surviving)

কোন মহিলার তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত সকল জীবিত সন্তানকে (সে মায়ের সাথে বসবাস করুক অথবা না করুক) শিশু উদ্বর্তন বলে। অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

শিশু উদ্বর্তনতা পদ্ধতি (Child survivorship technique)

ইতোমধ্যে জন্মানো শিশু এবং তাদের জীবিত অবস্থাকালীন উপাত্তের উপর ভিত্তি করে শিশু মরণশীলতার মাত্রা নিরূপণের জন্য একটি কৌশল বিশেষ।

শিশু জন্ম ব্যবধানকরণ (Child spacing)

প্রথম বিবাহ এবং প্রথম জন্মের মধ্যবর্তী সময় এবং এছাড়াও দুটি আনুক্রমিক জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানকে শিশু জন্ম ব্যবধানকরণ বলে। তবে প্রধানত পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে গর্ভনিরোধক গ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যবধানকে নিয়ন্ত্রিত করণ পরিস্থিতিতে বিষয়টি ব্যবহৃত হয়।

(১) কৃষি, বনায়ন, শিকার, মৎস্যচাষ,
(২) খনি ও প্রস্তর সম্বন্ধীয় কার্যক্রম,
(৩) প্রস্তুতকারী শিল্প,
(৪) নির্মাণ শিল্প,
(৫) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি এবং পয়ঃ নিষ্কাশন সেবা,
(৬) বাণিজ্য,
(৭) পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ,
(৮) সেবা, এবং
(৯) অ-শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য।

শিল্পভিত্তিক শ্রমশক্তি (Industrial labur force)

শিল্পের সাথে, বিশেষত প্রস্তুতকারী শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমশক্তি।

শিল্পভিত্তিক শ্রমজীবী শ্রেণী (Industrial proletariat)

শিল্পভিত্তিক শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত কর্মসম্প্রদায়/গোষ্ঠী এবং অধিকাংশ সময়ে এদেরকে কায়িক শ্রমিক বলা হয়।

শিশু উদ্বর্তন (Children surviving)

কোন মহিলার তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত সকল জীবিত সন্তানকে (সে মায়ের সাথে বসবাস করুক অথবা না করুক) শিশু উদ্বর্তন বলে। অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীর বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

শিশু উদ্বর্তনতা পদ্ধতি (Child survivorship technique)

ইতোমধ্যে জন্মানো শিশু এবং তাদের জীবিত অবস্থাকালীন উপাত্তের উপর ভিত্তি করে শিশু মরণশীলতার মাত্রা নিরূপণের জন্য একটি কৌশল বিশেষ।

শিশু জন্ম ব্যবধানকরণ (Child spacing)

প্রথম বিবাহ এবং প্রথম জন্মের মধ্যবর্তী সময় এবং এছাড়াও দুটি আনুক্রমিক জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানকে শিশু জন্ম ব্যবধানকরণ বলে। তবে প্রধানত পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে গর্ভনিরোধক গ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যবধানকে নিয়ন্ত্রিত করণ পরিস্থিতিতে বিষয়টি ব্যবহৃত হয়।

শিশু-নারী অনুপাত (Child-women ratio)

কোনো একটি জনসংখ্যায় ১৫-৪৪ বছর বয়স্ক প্রতি ১০০০ মহিলার মধ্যে ৫ বছরের কম বয়স্ক কতজন শিশু আছে তার অনুপাত। এর সাহায্যে সাধারণ শুমারি উপাত্তের উপর ভিত্তি করে অশোধিত প্রজননশীলতার মাত্রা নিরূপণ করা হয় এবং যখন প্রজননশীলতা সম্পর্কিত তথ্য সহজে পাওয়া যায় না তখন এটি ব্যবহৃত হয়।

শিশু বিস্ফোরণ (Baby boom)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ১৯৪৭-১৯৬১ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্বে প্রজননশীলতার হার নাটকীয় হারে বেড়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে জন্ম সংখ্যা চরম পর্যায়ে পৌঁছে। ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে সৈন্যদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর পারিবারিক জীবন শুরুর কারণে সহসা এই জন্মস্ফীতি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি শিশু বিস্ফোরণ নামে পরিচিত।

শিশু মৃত্যু (Infant death)

জন্মের এক বছর বয়সকালে শিশুদের সব ধরনের মৃত্যুকে শিশু মৃত্যু বলে। জন্মকালীন এবং জন্মোত্তর মৃত্যুও এর অন্তর্ভুক্ত।

শিশু মৃত্যুহার (Infant mortality rate)

একটি নির্দিষ্ট বৎসরে এক বৎসর বয়সের নিচে শিশুর প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মের মধ্যে মৃত্যুর হার। অপর কথায় এই হার কোনো জীবন সারণিতে ১০০০ কে মূল সংখ্যা ধরে এক বৎসর বয়সের নিচে সকল শিশু মৃত্যু বুঝানো হয় এবং সেই ক্ষেত্রে S^{0}_{q} প্রতীক দিয়ে এই হার প্রকাশ করা হয়। বিশ্বব্যাপী শিশুমৃত্যুহারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায় (সারণি ২৫)।

সারণি ২৫ : বাংলাদেশ এবং বিশ্বে অঞ্চলভিত্তিক শিশু মৃত্যু হার, ১৯৮৮।

অঞ্চল	প্রতি হাজারে মৃত্যু হার	
	০-১ বয়স শ্রেণী	১-৪ বয়স শ্রেণী
আফ্রিকা	৮৫	১৬৫
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	৫৬	৭৪
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল	৫১	৭৮
নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	৬১	৭৭
বাংলাদেশ	৮৪	৯০

উৎস : UNO, 1991, World Population Chart.

শিশু শ্রম (Child labour)

আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে শিশুদের (যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে) নিয়োগ। আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের বিরোধিতা সত্ত্বেও অনেক উন্নয়নশীল দেশে কৃষি কাজে এবং ছোট খাটো শিল্পে শিশু শ্রম অতি মাত্রায় প্রচলিত।

শিশু হত্যা (Infanticide)

প্রাক-ইসলামিক আরব এবং স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে ব্যাপকভাবে সদ্য জাত শিশু হত্যা করা হতো। এমনকি প্রাচীন ইউরোপের গ্রীক সাম্রাজ্য এবং রোমে বহু বছর পূর্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিকল্প সামাজিক-ধর্মীয় প্রথা হিসেবে শিশু হত্যা কার্যকর করা হতো।

শিশু হ্রাস (Baby burst)

শিশু বিস্ফোরণ কালের অব্যবহিত পরেই জন্ম হার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিচের দিকে নামতে থাকে। তখন আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশ সমূহে এই হার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে। আকাঙ্ক্ষিত পরিবার গঠনের পর সহসা জন্মহ্রাস পাওয়াতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শুমারি (Census)

একটি এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনমিতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যসমূহ সঙ্কলনের জন্য গণনা। সাধারণভাবে শুমারি শব্দটি আদমশুমারি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। মোট কথা কোন উপাদানের পুরোপুরি গণনাই শুমারি। জনসংখ্যা বা আদমশুমারি একটি দেশে প্রতি ১০ বৎসর অন্তর পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথম জনসংখ্যা শুমারি ১৮৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

শুমারি অঞ্চল (Census tract)

একটি নির্দিষ্ট শুমারি/গণনার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভৌগোলিক একক সমূহের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ স্বরূপ প্রায় সমস্ত ছোট খাট এককের (যেমন, গ্রাম, মৌজা) তালিকা তৈরি করা হয় এবং এদের মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। এটাই জনশুমারি অঞ্চল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রায়শই এই মানচিত্র গণনা ব্লক হিসাবে বিবেচিত হয়।

শুমারি উদ্বর্তন হার পদ্ধতি (Census survival rate method)

শুমারি উদ্বর্তন হার আনুক্রমিক জন শুমারিতে জাতীয় সহভাগীদের সংখ্যার অনুপাত উপস্থাপন করে। একটি আবদ্ধ জনসংখ্যার সন্নিকটস্থ হওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে কোন জীবন সারণি ও আয়ুষ্কাল সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় না এবং এর সুবিধা হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত ত্রুটির প্রভাব অপসারণ করা।

শুমারি মানচিত্র (Census cartogram)

জনসংখ্যা শুমারি এবং নিবন্ধনকৃত উপাত্ত সমূহকে মানচিত্রের মাধ্যমে দৃশ্যমানাকারে উপস্থাপন করাকে শুমারি মানচিত্র বলে (চিত্র ৭ দ্রষ্টব্য)।

শুমারি মানচিত্রায়ণ (Census cartography)

শুমারি উপাত্ত অথবা বর্তমান নিবন্ধীকরণকৃত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক মানচিত্রের মাধ্যমে কোন জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহকে উপস্থাপনের কলা-কৌশল।

শূন্য জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (Zero population growth)

শূন্য প্রবৃদ্ধি হারের সাথে সাম্যাবস্থার জনগোষ্ঠী। এটা অর্জিত হয় তখনই যখন জন্ম ও অভিবাসনের মোট সংখ্যা মৃত্যু ও প্রবাসনের মোট সংখ্যার সমান হয়।

শ্রমজীবী (Blue collar worker)

কায়িক শ্রম সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসংখ্যার সক্রিয় অংশই শ্রমজীবী, যেমন যারা শিল্পকাজে অথবা খনিজ তৈল উত্তোলন কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী (শ্রমিকদের নীল রঙের উর্দি থেকে বাক্যটির উৎপত্তি)।

শ্রম প্রচরণ (Labour mobility)

সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষত চাকুরিতে কোনো এক ব্যক্তির পদমর্যাদার যে কোনো ধরনের পরিবর্তনকে শ্রম প্রচরণ বলে।

শ্রম/শ্রমিক বাজার (Labour market)

এমন একটি সম্ভাবনাময় কাজের স্থান যেখানে অর্থনৈতিক কারণে শ্রমশক্তি আকর্ষিত বা জড়ো হয়। কোনো স্থানে চাকুরি/কাজের সহজ প্রাপ্যতার ফলে সেই স্থানে শ্রমশক্তি প্রলোভিত হয় এবং শ্রম/শ্রমিক বাজার সৃষ্টি করে।

শ্রম শক্তি (Labour force)

যখন কোনো শুমারি/গণনা পরিচালিত হয় তখন এক সপ্তাহ যাবৎ কোন উপার্জনশীল পেশায় নিয়োজিত ১৮ এবং তদূর্ধ্ব বয়সী সকল ব্যক্তি। অন্য কথায় এটি জনশক্তির সেই অংশ যারা কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত অথবা নিয়োজিত হওয়ার আশা করছে।

তথ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, উন্নত অঞ্চলে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ১০% কৃষি খাতে, ৪০% শিল্প ব্যবসায় এবং ৫০% পরিচর্যা বা সেবা মূলক পেশায় নিয়োজিত। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষি ও অন্যান্য প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমশক্তির পরিমাণ ৫০ থেকে ৮০% (সারণি-২৬)।

সারণি ২৬ : বিশ্বে খাতওয়ারী শ্রমশক্তির আঞ্চলিক বন্টন, ১৯৮৯

অঞ্চল	কৃষি ও অন্যান্য প্রাথমিক কর্মকাণ্ড	শিল্প ও বাণিজ্য	পরিচর্যামূলক কর্মকাণ্ড	সরকারি প্রশাসন
	উন্নত অঞ্চল			
উত্তর আমেরিকা	৩.০	৫২.০	২৬.০	১২.৯
উত্তর ইউরোপ	৬.৭	৩৬.১	৩৪.৩	২১.০
দক্ষিণ ইউরোপ	১১.৮	৩৮.২	৪৮.২	-
পশ্চিম ইউরোপ	৭.৫	৪২.৬	৩৯.০	১৪.৩
পূর্ব ইউরোপ	১৭.৮	৪৪.৬	২৩.০	৯.৫
পূর্ব এশিয়া (জাপান)	৯.০	৩৪.৩	৪৮.১	৮.০
ওশেনিয়া	৮.৫	৩২.৩	৪৪.৪	৫.৬
	বিকাশশীল অঞ্চল			
উত্তর আফ্রিকা	৪৪.২	২৫.৫	১৯.৭	১২.২
পশ্চিম আফ্রিকা	৭১.৬	১৪.২	৯.৭	৫.৩
মধ্য আফ্রিকা	৮৩.৬	৭.২	৫.৮	৩.৪
ক্যারিবিয় অঞ্চল	৪৬.৩	২৬.৩	১৮.৭	৭.১
ল্যাটিন আমেরিকা	৩৮.১	২৫.০	২২.১	৮.৩
মধ্য আমেরিকা	৪৬.৬	২৫.৪	১৭.৬	৫.৩
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪৯.১	২৪.৩	১৭.১	৬.৩
পশ্চিম এশিয়া	১৩.২	২৫.২	২৬.৬	৮.৩

উৎস : I.L.O. Reports, 1991.

শ্রমিক অভিগমন (Labour migration)

দক্ষ শ্রমিকদের জন্য নির্বাচিত কর্মস্থলে শ্রমশক্তির স্থানান্তর। অর্থাৎ স্ব স্ব কর্মের চাহিদাযুক্ত স্থানে শ্রমিকদের গমন। উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসক ও দক্ষ জনশক্তির পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহে অথবা কৃষি শ্রমিকদের মালয়েশিয়া অভিমুখে অভিগমন।

শ্রমিক সম্প্রদায়/শ্রম (Labour)

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত কর্মী। সাধারণ অর্থে শিল্প এবং কৃষিতে নিয়োজিত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

শ্রেণী কাঠামো (Class structure)

একটি জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তকরণ এবং ঐ সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধস্তনতার মাপনীতে ঐ দলসমূহের একটির সাপেক্ষে অন্যটিকে সাজানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে শ্রেণী স্তরায়ণ বলে এবং এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দলকে শ্রেণী কাঠামো বলে।

স

সংক্ষিপ্ত জীবন সারণি (Abridged life table)

কম বয়স্কদের মরণশীলতা নির্ণয়ে বিভিন্ন পরিমাপ ব্যবহার করা যায় যা অন্যান্য বয়সের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। এই ধরনের তথ্য জীবন সারণি আকারে লিপিবদ্ধ হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের বয়ঃনির্দিষ্ট মরণশীলতার হার অনুযায়ী এতে যে কোন একটি বয়স ও তৎপরবর্তী বয়সের জীবিত থাকার সম্ভাব্যতা দেখানো হয়।

সংখ্যালঘু জাতিসত্তা (Minority nationality)

একটি দেশের জনসংখ্যার ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী। প্রায়শই একটি প্রধান উপজাতি সংখ্যালঘু জাতিসত্তা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশে চাকমা উপজাতি

সংসক্তি মাত্রা (Saturation level)

কোনো এলাকার জনসংখ্যা যদি যথাযথভাবে ঐ এলাকার পোষণ ক্ষমতা বা বহন ক্ষমতার সমান হয় তা হলে সংসক্তি মাত্রায় জনসংখ্যাটি পৌচেছে বলে

আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কলিকাতা নগরী সংসক্তি মাত্রায় পৌঁচেছে।

সজীব জন্ম/জীবন্ত জাতক (Live birth)

ভূমিষ্টকালে যে সমস্ত শিশুর মধ্যে জীবনের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাই-ই সজীব জন্ম/জীবন্ত জাতক।

সদৃশ এবং অসদৃশ জন্ম ঘটন (পদ্ধতি) (Matched & unmatched events)

দ্বৈত নিবন্ধী পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত মোট জীবন সংক্রান্ত তথ্যাদি : সদৃশ ঘটনের ক্ষেত্রে জন্ম তালিকাভুক্তকরণ ব্যবস্থা সংগৃহীত সকল ঘটনের সমষ্টি বা প্রাথমিক ব্যবস্থায় সংগৃহীত সকল ঘটন দিয়ে লাভ করা যায়। আবার অসদৃশ ঘটনের ক্ষেত্রে, জন্ম তালিকাভুক্তকরণ ব্যবস্থা, সংগৃহীত সকল ঘটনে শুধু দ্বিতীয় ব্যবস্থায় সংগৃহীত সকল ঘটন দিয়ে লাভ করা যায়।

সদৃশ সন্তান জন্ম (Parity)

কোনো একজন মহিলার ইতোমধ্যে জন্ম লাভকারী জীবিত সন্তানের সংখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ, দুই সন্তান জন্মদানকারী মহিলা হচ্ছে যার এখন পর্যন্ত দুটি সন্তান আছে, এবং যার এখনও পর্যন্ত কোন সন্তান জন্মে নাই এমন মহিলা হচ্ছে যথাক্রমে দুই শূন্য সদৃশ সন্তান জন্মদানকারী।

সদ্যজাত মরণশীলতা (Perinatal mortality)

মৃতজাতসহ জন্মের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শিশুদের মৃত্যুকে সদ্যজাত মরণশীলতা বলে।

সদ্যজাত মৃত্যুহার (Perinatal mortality rate)

গর্ভধারণের ২৮ সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণমৃত্যু এবং প্রতি ১০০০ জন্মের মধ্যে ৭ দিন বয়সী শিশুর মৃত্যুর (সদ্যজাত এবং জীবিত শিশুসহ) মোট সংখ্যাকে সদ্যজাত মৃত্যুহার বলে। এই হার নিম্নরূপে নির্ণীত হয় :

$$\text{সদ্যজাত মৃত্যুহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে ১ সপ্তাহের নিচে মৃত্যু+গর্ভধারণের ২৮ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু}}{\text{একই সময়ে সকল জীবিত সন্তান সংখ্যা}} \times ১০০০$$

সন্তান ধারণের গড় বয়স (Mean age of child bearing)

বয়স নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা হারের সারণি অনুযায়ী মরণশীলতার শঙ্কামুক্ত সহভাগী মহিলাদের সন্তান ধারণের গড় বয়স।

সন্তানোৎপাদী ক্ষমতা/প্রজনন ক্ষমতা (Fecundity)

একটি মহিলা, পুরুষ অথবা দম্পতির জীবিত সন্তান জন্মদানের শারীরিক ক্ষমতা। অন্য কথায় এর অর্থ মহিলার গর্ভধারণ করার ক্ষমতা অথবা কোনো পুরুষের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাকে বুঝায়। জনমিতিতে প্রজননশীলতা ও সন্তানোৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং সাধারণভাবে প্রজননশীলতা ও প্রজননক্ষমতা একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক মহিলা প্রজননক্ষমতার অধিকারী কিন্তু অনেকের প্রজননশীলতার ক্ষমতা নাও থাকতে পারে।

সমতাকারী সমীকরণ (Balancing equation)

একই সময়ে দুই ভিন্ন স্থানের মধ্যে মোট জনসংখ্যার পরিবর্তন গণনা করতে অথবা জনসংখ্যা পরিবর্তনের অন্যান্য জানা উপাংশের সাথে কোন অজানা উপাংশ বা উপাদানের হিসাব করার জন্য একটি জনমিতি ভিত্তিক সূত্র ব্যবহার করা হয়। জনসংখ্যা পরিবর্তনের সমস্ত উপাদান, যেমন, জন্ম, মৃত্যু, অভিবাসন, প্রবাসন ইত্যাদি সবই সমতাকারী সমীকরণের অন্তর্গত। এটিকে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$P_t - P_0 = B - D + I - O$$

যেখানে P_t = একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে মোট জনসংখ্যা;
P_0 = ঐ সময়ের শুরুতে মোট জনসংখ্যা;
B = জন্ম সংখ্যা;
D = মৃত্যু সংখ্যা;
I = অভিবাসন; এবং
O = প্রবাসন।

সময় নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা (Period fertility)

একই সময়ে বিবাহ এবং প্রজননক্ষম মহিলা কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে জন্মদানের সংখ্যাকে সময় নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা বলে (দ্রষ্টব্য: সহভাগী প্রজননশীলতা)।

সময় নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ (Period analysis)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি জনগোষ্ঠীর পর্যবেক্ষণ, তথা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম সময়ে হঠাৎ করে গণনাকৃত জনসংখ্যার বিশ্লেষণ। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জন্মহারের অধিকাংশ হিসাবই নির্দিষ্ট সময়ে গৃহীত উপাত্তভিত্তিক।

সমরূপ জনসংখ্যা (Homogenous population)

প্রায় একই ধরনের অনারোপিত এবং প্রায়শ আরোপিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনসংখ্যা। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সমরূপ জনসংখ্যা ধরা হয়।

সমশব্দ অঞ্চল (Isogloss area)

মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতির সমরেখা প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত অঞ্চল যার মধ্যে একই ভাষা-ভাষী স্থান সমূহকে সন্নিহিত করা হয়েছে।

সমাজ পদ্ধতি/রীতি (Social system)

এমন একটি প্রচলিত ধারা যা সমাজে গ্রহণীয় এবং সমর্থিত। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতীয় হিন্দুদের সামাজিক রীতি হচ্ছে বর্ণ/জাতি প্রথা।

সম্পদ (Resource)

সম্পদ শব্দটি বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে মানুষের মূল্য নিরূপণে ভাববোধক তাৎপর্য বহন করে। সংক্ষেপে মানুষের চাহিদা পরিপূরণ করতে পারে এমন দ্রব্য, পদার্থ বা সেবা ব্যবস্থা এবং যা থেকে মানুষ নিজ প্রয়োজনে মূল্য/সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে তাই-ই সম্পদ।

সম্পদ বিন্যাস (Distribution of resource)

একটি দেশে বা অঞ্চলে সম্পদের (বিশেষত ভূ-সম্পদের) স্থানিক সহজ–লভ্যতা।

সম্পন্নকৃত পরিবার আকার (Completed family size)

স্ত্রীর সন্তান ধারণ ক্ষমতার শেষ পর্যন্ত কোন দম্পতির বা পরিবারে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক সন্তানের উপস্থিতি থাকে তবে তাকে সম্পন্নকৃত পরিবার আকার বলে।

বয়স বলে। এইসব ব্যক্তি সমষ্টি তাদের জীবনকালে এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি একক হিসেবে গণ্য হয়।

সহভাগী বয়স-লিঙ্গ স্তর (Cohort age-sex stage)

একই বছরে অথবা সময়ে জন্মগ্রহণকারী ও একই লিঙ্গ বিশিষ্ট একদল ব্যক্তি যাদের সমগ্র জীবনকাল একটি একক দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

সহভাগী বিশ্লেষণ (Cohort analysis)

সমস্ত জীবন বা বহু সময় ধরে কোন সহভাগীর জনমিতিক রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯০০-১৯০৯ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী মহিলাদের সন্তান ধারণ কালীন সময়ে প্রজননশীলতা সম্পর্কিত আচরণের নিরীক্ষণ করা হয়। সহভাগ বিশ্লেষণ থেকে সহভাগ পরিমাপের হার পরিচালিত হয়।

সহায়কৃত অভিগমন (Assisted migration)

বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট কারণ যে সমস্ত অভিগমনকে উৎসাহিত করে। সহায়কৃত অভিগমনকারীগণকে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য করা হয়।

সাক্ষরতা (Literacy)

কোনো এক ব্যক্তির এমন এক ক্ষমতা যাতে সে কোনো ছোট বিবৃতি পড়তে, লিখতে এবং অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। অন্যভাবে শিক্ষিত বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। তবে আন্তর্জাতিক তুলনার সুবিধার্থে শিক্ষিত বা সাক্ষরতা সম্পন্ন বলতে কোনো ভাষার বোধগম্যতার সাথে লিখতে এবং পড়তে সক্ষম ব্যক্তিদের বুঝানো হয়ে থাকে। শিক্ষিতের গণনায় সাধারণত শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বাদ দেওয়া হয়ে থাকে।

সাধারণ বৈবাহিক প্রজনন হার (General marital fertility rate)

কোনো একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ১৫-৪৯ বৎসর বয়স সীমার প্রতি ১০০০ বিবাহিতা মহিলার জীবিত সন্তানের সংখ্যা। নিচের সূত্র দিয়ে এই হার বের করা যায়:

$$\text{সাধারণ বৈবাহিক প্রজনন হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বৎসরে মোট জীবিত সন্তান সংখ্যা}}{\text{মোট বিবাহিত মহিলার সংখ্যা}} \times ১০০০$$

সাধারণ শিক্ষা (General education)

সাধারণ শিক্ষা হচ্ছে কলা ও মানবীয় বিষয় সম্পর্কিত বিশেষায়িত শিক্ষা যার সাথে কমপক্ষে বৈজ্ঞানিক পটভূমির সম্পর্ক থাকতে হবে।

সামাজিক কাঠামো (Social structure)

একটা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্কের গ্রন্থনা যা দৃশ্যত যথেষ্ট মাত্রায় প্রকাশ্য এবং স্থায়ী।

সামাজিক জনমিতি (Social demography)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর বিশেষত সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন, নরগোষ্ঠী, জাতীয়তা, সম্প্রদায়, ভাষাগত কাঠামো, বৈবাহিক ও পারিবারিক অবস্থা, আবাসিক অবস্থা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট জনমিতিক বিদ্যা।

সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Social characteristics)

সামাজিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবার, সমাজ এবং দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা; যেমন, পরিবারের গঠন, বৈবাহিক অবস্থা এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদি।

সামাজিক স্তর/স্তরায়ণ (Social stratification)

শ্রেষ্ঠতা এবং নিকৃষ্টতার ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার মাধ্যমে শ্রেণীকরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়া স্তরায়ণ নামে পরিচিত এবং এই শ্রেণীসমূহকে সামাজিক স্তর নামে অভিহিত করা হয়।

স্যুলিভান মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি (Sullivan mortality technique)

শিশু ও কিশোর মরণশীলতার মাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত ব্র্যাস মরণশীলতা কৌশলের একটা মার্জিত রূপ হচ্ছে স্যুলিভান মরণশীলতা পদ্ধতি। পরিমার্জিত জীবন সারণি থেকে প্রাপ্ত মহিলা প্রতি ইতিমধ্যে জন্মানো এবং জীবিত ৫ বছর বয়সী সকল শিশুর অনুপাত বের করার পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট

প্রজননশীলতার তফসিলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োগযোগ্য স্যুলিভান মরণশীলতা পরিমাপ করা হয়।

সূচক বৃদ্ধি (Exponential growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধ্রুব হার। উদাহরণ স্বরূপ,

কোনো তুষার বলের ক্রম পুঞ্জীভূত হওয়ার মত এবং সঞ্চিত হিসাবের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার মতো একটি জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা হারে বাড়তে থাকে। এর সূত্রটি নিম্নরূপ :

$$\frac{P_2}{P_1} = e^{rt}$$

যখন, P_2 = পরবর্তী শুমারি বৎসরের জনসংখ্যা;
P_1 = পূর্ববর্তী শুমারি বৎসরের জনসংখ্যা;
r = প্রবৃদ্ধি হার;
t = দুই শুমারি বৎসরের ব্যবধান (বছরে); এবং
e = Log 'এর ভিত্তি 'e' (লগ তালিকা থেকে সংশ্লিষ্ট r(-এর মান পাওয়া যাবে)।

স্তনদানকরণ (Breast feeding)

সরাসরি মা কর্তৃক সদ্যজাত এবং শিশুদের বুকের দুধ প্রদান করাই স্তনদানকরণ। বুকের দুধ খাওয়ার মাধ্যমে একটি পূর্ণ বয়স্ক শিশু সবচেয়ে ভাল পুষ্টি পেতে পারে, তাছাড়া জন্ম ব্যবধানকরণেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে প্রায় প্রত্যেক মা-ই তাদের ছেলেমেয়েদের বুকের দুধ পান করান। তবে উন্নত দেশসমূহে এর ব্যতিক্রম ঘটে মূলত প্রসাধনিক কারণে। ৯৭.৯% ভাগ শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে পৃথিবীতে মায়েদের স্তন্যদানকারী দেশগুলির তালিকায় নেপাল শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, এর পরে আছে বাংলাদেশ ৯৭.৭%, ইন্দোনেশিয়া ৯৬.৭%, শ্রীলঙ্কা ৯৬.৭%, সুদান ৯৬.০% এবং একেবারে শেষে আছে কোস্টারিকা ১.৯%; তার উপরে আছে মালয়েশিয়া ২.৬% এবং ভেনেজুয়েলা ৩.০%।

স্থবির জনসংখ্যা (Stable population)

দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে যদি প্রজননশীলতা ও মরণশীলতার মাত্রা স্থির থাকে এবং কোনো অভিগমন সংঘটিত না হয় তবে ঐ

জনগোষ্ঠীর জীবন সংক্রান্ত ঘটনাসমূহে বয়স বিন্যাস অপরিবর্তিত এবং প্রবৃদ্ধির হার স্থির থাকে। এই ধরনের নির্দিষ্ট বয়স কাঠামো এবং প্রবৃদ্ধির হার সংবলিত জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাকে স্থবির জনসংখ্যা বলে।

স্থবির জনসংখ্যা বিশ্লেষণ (Stable population analysis)

দীর্ঘকাল যাবৎ প্রজননশীলতা ও মরণশীলতার মাত্রা স্থির হয়ে আছে এবং অভিগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন একটি আদর্শ বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে স্থবির জনসংখ্যা বিশ্লেষণ বলে।

স্থবির/ স্থির বয়স বিন্যাস (Stable age distribution)

যদি কয়েক দশক যাবৎ কোনো অভিগমন না হয়, এবং প্রজননশীলতা ও মরণশীলতার মাত্রা স্থির অবস্থায় থাকে তবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বয়স বিন্যাস যে নিশ্চিতভাবে অপরিবর্তিত থাকবে তাকেই স্থির বয়স বিন্যাস বলে।

স্থানচ্যুত জনসংখ্যা (Displaced population)

প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্য সৃষ্ট বিপন্নাবস্থার প্রভাবে স্থানচ্যুত কোনো একটি স্থানে বসবাসরত জনসংখ্যা। বন্যা, যুদ্ধ, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ইত্যাদির কারণে একটি জনগোষ্ঠী স্থানচ্যুত হয়ে বাস্তুহারা হতে পারে। কিছুকাল পরে প্রকৃত আবাস স্থলে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে বলে এদের শরণার্থী আখ্যা দেওয়া হয় না। একটি দেশে এই ধরনের স্থানচ্যুতি পরিস্থিতি স্বল্পকালের জন্য ঘটে। বাংলাদেশে প্রতিবৎসর বন্যা ও নদী ভাঙনের ফলে প্রায় ১ মিলিয়ন লোক বাস্তুহারা হয়।

স্থানান্তরী (Mover)

যে ব্যক্তি এক স্থান (বাড়ি অথবা কোনো স্থান) থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থানান্তরী বলে। অনেক সময় পেশাগত কারণে এরূপ স্থানান্তরণ ঘটে।

স্থায়ী আবাস স্থল (Place of permanent residence)

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে এক ব্যক্তি যেখানে বসবাস করছে অথবা যথেষ্ট সময়ের জন্যে বসতি স্থাপন করেছে।

স্বনিয়োজিত পেশা (Self employment)

এমন একটি পেশা, যেমন ব্যবসা অথবা খামার অথবা যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নিজেকেই করতে হয়।

স্বপ্রবৃত্ত গর্ভপাত/প্ররোচিত গর্ভপাত (Induced abortion)

কোন একজনের নিজস্ব মতানুযায়ী কৃত্রিম উপায়ে গর্ভপাত/অকাল প্রসব ঘটানো।

স্বত্ববিহীন বসত (Squatter settlement)

একটি নগর এলাকার উন্মুক্তাংশে অবৈধভাবে দখল বা অধিগ্রহণের মাধ্যমে নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা। অর্থাৎ, কোনো পৌর জনপদের যে জনগোষ্ঠী নিম্নতম মানের সুলভতম গৃহনির্মাণ সামগ্রী ক্রয় করতে না পেরে বাতিল কার্ডবোর্ড, পিচবোর্ড, ক্যানাস্তারা, তরজা বেড়া বা ঐ জাতীয় সামগ্রী কোনো রকমে সংগ্রহ করে স্বত্ববিহীন খালি জমিতে যে সকল ঝুপড়ি তৈরি করে সেগুলিকে স্বত্ববিহীন ছাউনি বলে। নগরের উপান্তে অবস্থিত এইরূপ ছাউনিকে শ্যান্টি টাউনও বলা হয়।

স্বয়ং গণনা (Self enumeration)

কোনো জরিপ বা শুমারীকালে কোনো একটি বাড়ীতে এক বা একাধিক সদস্য কর্তৃক প্রশ্নপত্র তফসিল পূরণ করা। গণনাকারী পরে এই তফসিল সংগ্রহ করেন। এর সুবিধা হচ্ছে উত্তরদাতা অনেক সময় নিজে এবং প্রয়োজনবোধে অন্যদের সাথে পরামর্শ করে উপাত্ত লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

স্বয়ংভোগী অর্থনীতি (Subsistence economy)

এমন একটি অর্থনীতি যেখানে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী শুধু নিজেদের ভরণ পোষণার্থে যথেষ্ট মাত্রায় দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদন করে, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় তেমন কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না।

স্বাগতিক দেশ (Host country)

অভিবাসীদের গ্রহণকারী দেশ। উদ্বাস্তু বা শরণার্থী স্থানান্তরে স্বাগতিক দেশের কথা উল্লেখ করা হয়, অর্থাৎ শরণার্থীদের প্রাথমিক আশ্রয়স্থল দেশকেও স্বাগতিক দেশ বলা হয়।

স্বাভাবিক জন্মহার (Intrinsic birth rate)

একটি জন্মহার যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জনগোষ্ঠীতে কার্যকর থাকে এবং তা নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা ও মরণশীলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। শেষ পর্যন্ত একে স্থির জনসংখ্যার জন্মহারও বলে।

লোট্‌কা (১৯৬০) স্বাভাবিক জন্মহারকে নিম্নের সূত্রানুযায়ী প্রকাশ করেছেন :

$$b = \frac{1}{\int_0^x e^{-rx} P_x d_x}$$

এখানে,
b = বাৎসরিক স্বাভাবিক জন্মহার;
P_x = জন্ম থেকে x বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকার সম্ভাবনা;
r = প্রতি বৎসর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হার; এবং
d_x = জীবন তালিকা থেকে প্রাপ্ত উদ্বর্তন হারের সংখ্যামান।

স্বাভাবিক প্রজননশীলতা (Natural fertility)

গর্ভনিরোধক ওষুধ অথবা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত গর্ভপাত বা যে কোনো ধরনের অভিপ্রেত জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ব্যতিরেকে কোন মহিলার সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হার (Intrinsic rate of natural increase)

একটি স্থির জনসংখ্যার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার। স্পষ্টত এটি স্বাভাবিক জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যবর্তী পার্থক্য নির্দেশ করে :

$$\int_0^{\alpha} e^{-rx} f_x P_x d_x = 1$$

যেখানে,
f_x = x বৎসর বয়সী প্রত্যেক মহিলার বাৎসরিক কন্যা সন্তান জন্মদানের সংখ্যা;
P_x = জন্ম থেকে x বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকার সম্ভাবনা;
d_x = জীবন তালিকা থেকে প্রাপ্ত উদ্বর্তন হারের সংখ্যামান, এবং
r = প্রতি বৎসর মাথাপিছু স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হার।

স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হার (Natural growth rate)

নির্দিষ্ট কোনো বৎসরে একটি দেশে জন্ম লাভকারী মোট সন্তানের সংখ্যা হতে উল্লিখিত সময়ে মৃতের মোট সংখ্যা বিয়োগ করে বিয়োগ ফলকে বৎসরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়।

স্বাভাবিক বৃদ্ধি (Natural increase)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে মৃত্যুর ফলে উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি জন্ম সংখ্যা।

স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার (Rate of natural increase)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বছরের মধ্যকালীন জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সংঘটিত জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যকার পার্থক্য এবং বিশেষিত অভিগমনের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে অশোধিত জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যকার পার্থক্য থেকে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়।

স্বাভাবিক মৃত্যুহার (Intrinsic death rate)

কোনো একটি জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা ও মরণশীলতা সারণির সাথে সংশ্লিষ্ট মৃত্যুহার অথবা স্থির জনসংখ্যার মৃত্যুহার। অন্য কথায় বলা যায় স্বাভাবিক জন্ম হার এবং স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হারের মধ্যকার পার্থক্যই স্বাভাবিক মৃত্যু হার। অর্থাৎ :

$$d = b - r$$

এখানে, b = স্বাভাবিক মৃত্যুহার; এবং
r = স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হার।

স্বীয়-সন্তান পদ্ধতি (Own-child Method)

প্রজননশীলতা পরিমাপের একটি পরিমার্জিত বিপরীত জরিপ পদ্ধতি যেখানে বিগত জরিপ বা শুমারি থেকে বিভিন্ন সম্পর্ক এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সমূহ ব্যবহার করে মহিলাদের নিজস্ব সন্তান-সন্ততিদের ভিত্তিক বয়স নির্দিষ্ট জন্ম হার নিরূপণ করা হয়।

স্বেচ্ছা অভিগমন (Voluntary migration)

কোনো এক ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সূচিত অভিগমন। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণসমূহ স্বেচ্ছা অভিগমনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন (Voluntary repatriation)

যে কোনো ধরনের আবশ্যকীয়তা অথবা বল প্রয়োগ ছাড়াই কোন অভিগমনকারীর অথবা শরণার্থীর উৎসস্থলে ফিরে আসাকে স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন বলে।

হ

হলযোগ্য ভূমি (Arable land)

যে সমস্ত জমি সরাসরি অথবা প্রত্যক্ষভাবে চাষের আওতাভুক্ত। বাংলাদেশে মোট এলাকার (৩৬ মিলিয়ন একর) শতকরা ৬০ ভাগ বা প্রায় ২২ মিলিয়ন একর ভূমি হলযোগ্য।

হাং লিয়াং চী (চীনা ম্যালথাস) এর জনসংখ্যা মতবাদ (Population concept of Hung Liang Chi (the Chinese Malthus)

চীনের কিয়াংসু প্রদেশের অধিবাসী কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হাং লিয়াং চি (১৭৪৪-১৮০৯) জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে তার 'ভীতিজনক জনসংখ্যাধিক্যের অপ্রতিরোধ্য বিপত্তি' তত্ত্বের জন্য 'চৈনিক ম্যালথাস' নামে পরিচিত। হাং এবং ম্যালথাস এর মধ্যে কোনো রূপ যোগাযোগ ছাড়াই তারা দু'জনে একই বছরে (১৭৯৮) জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশভঙ্গি ছিল ভিন্ন।

বর্ধিত জনসংখ্যার সমাধানকল্পে তিনি মালথুসের মত যুদ্ধ , মহামারী এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 'উপকারী' প্রভাব অবলোকন করেননি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মানুষ দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হবে- মানুষের এই দুঃখ কষ্টে ব্যাকুল হয়ে সাময়িক সমাধান হিসেবে হাং চিন্তা করেছিলেন- অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা, বিলাস-ব্যসন বর্জিত জীবনযাত্রা, জমি নিয়ে ফটকাবাজী দমন করা, খাজনা ও করের ভার লাঘব করা এবং সম্রাট বা জমিদারের শস্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়'র কথা। স্বল্পকালীন প্রতিকারের উপায় হিসেবে এ সব ব্যবস্থার কথা বলার সময় হাং বিস্মৃত হয়ে যাননি যে, এ গুলো জনসংখ্যার অপ্রতিহত বৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

হাং -এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ বছরে পাঁচ গুণ, ৬০ বছরে দশ গুণ এবং ১০০ বছরে বিশগুণ, হবে। জমি যদি কতিপয় লোকের মালিকানায় সীমাবদ্ধ না থাকে এবং অনাবাদী জমি যদি আবাদ করা হয়, তাহলে জমির পরিমাণ দ্বিগুণ, তিনগুণ বড়জোর পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু ততক্ষণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে দশ অথবা বিশগুণ। তিনি বলেছেন, এক জনের আবাসে

যখন দশজন বাস করবে তখন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু একশজন হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?

হিন্দু (Hidus)

হিন্দু ধর্মের অনুসারী। ভারতে অধিকাংশ লোকই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এদের বৈশিষ্ট্য একজন মূলসত্তার প্রতিভূ হিসাবে ব্রহ্মার বিভিন্ন প্রতিরূপের অর্চনা করা। একক সত্তায় বিশ্বাসী হলেও স্পষ্টতই তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। এমন একটি জটিল রীতি নীতির মাধ্যমে এই ধর্মপালিত হয় যার ফলে একে বাস্তবে ধর্মপালনের চেয়ে একটি জীবন প্রণালীতে পরিণত করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মানুসারীর সংখ্যা প্রায় ৭৫১ মিলিয়ন।

হুইপ্‌ল্-এর সূচক (Whipple's index)

একটি কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা বা সংখ্যাসমূহের পক্ষপাতের উপর ভিত্তি করে বয়স বর্ণনা করার গুণ বোধক পরিমাপ। এই সূচকটি একটি বর্ণিত জনগোষ্ঠীর বয়সের শেষ সংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশিত বয়সের তুলনা করে। একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণী, বিশেষত ২৩-৬২ বছর বয়স শ্রেণীর বর্ণিত বয়সের কাঙ্ক্ষিত শেষ সংখ্যার সাথে এক দশমাংশ (যদি বয়স শ্রেণী ১০ হয়) জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ফলাফলকে অতঃপর ১০০ দিয়ে গুণ করা হয় এবং বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাসমূহ দিয়ে ভাগ করা হয়। যদি এর মান ১০০ এর উর্দ্ধে হয় তবে তা ধনাত্মক পক্ষপাত নির্দেশ করে। এই সূচক নিম্নরূপ :

$$\text{হুইপ্‌ল্'এর সূচক} = \frac{\Sigma(P_{৩০} + P_{৪০} + P_{৫০} + ...+P_{৬২})}{\frac{১}{১০}\Sigma(P_{২৩} + P_{২৪} + ...+P_{৬২})} \times ১০০$$

$$\frac{\Sigma_{২৩}^{৬২} P_a \text{ ending in '০' or '৫'}}{\frac{১}{১০}\Sigma_{২৩}^{৬২} P_a} \times ১০০$$

যখন, $P_{৩০}$ = ৩০ বয়স শ্রেণীতে জনসংখ্যা; এবং

$P_{২৩}$ = ২৩ বয়স শ্রেণীর জনসংখ্যা ... ইত্যাদি।

১০ বছরের বয়সগ্রন্থনা ব্যাপ্তি হলে ১০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

ভুক্তি তালিকা

A

aboriginal population - আদিবাসী জনসংখ্যা ১৩
abortion - গর্ভপাত ৩২
abortion ratio - গর্ভপাত অনুপাত ৩২
abortion rate - গর্ভপাত হার ৩২
abridged life table - সংক্ষিপ্ত জীবন সারণি ১৪৮
absentee - অনুপস্থিতিতা ৩
absenteeism - অনুপস্থিতি প্রবণতা ৩
absolute increase - মূল বৃদ্ধি ১৩০
abstinence - বিরতি/সংযম ১১৬
active population - কর্মী জনসংখ্যা ২২
adolescent - যৌবনোন্মুখ ১৩৫
adult age - যুবা বয়স ১৩৫
adult education - বয়স্ক শিক্ষা ১০৬
age accuracy index - বয়স নির্ভুলতা সূচক ১০২
age adjustment - বয়স সমন্বয়করণ ১০৬
age at first marriage - প্রথম বিবাহ বয়স ৯৪
age at marriage - বিবাহ বয়স ১১৫
age at menarche - রজঃস্রাবারম্ভ বয়স ১৩৬
age at menopause - রজঃস্রাবান্ত বয়স ১৩৬
age-child ratio - বয়স-শিশু অনুপাত ১০৫
age composition - বয়স গ্রন্থনা ১০১
age dependency ratio - বয়স নির্ভরশীলতা অনুপাত ১০১
age distribution - বয়স বিন্যাস ১০৪
age group - বয়স পুঞ্জি ১০৪
age heaping - রাশিকৃত বয়স ১৩৭
age parity specific birth rate - বয়স সাদৃশ্য ভিত্তিক জন্মহার ১০৬
age pattern of fertility - বয়সভিত্তিক প্রজননশীলতা ১০৪

age preference - বয়স পক্ষপাত ১০২
age pyramid - বয়স পিরামিড ১০২
age ratio - বয়স অনুপাত ১০১
age-sex distribution - বয়স-লিঙ্গ বিন্যাস ১০৫
age-sex specific death rate - বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট মৃত্যুহার ১০৫
age-sex specific fertility rate - বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট প্রজনন হার ১০৪
age-sex specific mortality rate-বয়স-লিঙ্গ নির্দিষ্ট মরণশীলতার হার ১০৫
age-sex structure - বয়স-লিঙ্গ কাঠামো ১০৪
age-specific birth rate - বয়ঃনির্দিষ্ট জন্ম হার ৯৯
age- specific death rate - বয়ঃনির্দিষ্ট মৃত্যু হার ১০০
age-specific fertility rate - বয়ঃনির্দিষ্ট প্রজনন হার ৯৯
age-specific marital fertility rate -বয়ঃনির্দিষ্ট বৈবাহিক প্রজনন হার ১০০
age-specific mortality rate - বয়ঃনির্দিষ্ট মরণশীলতার হার ১০০
agespecific rate - বয়ঃনির্দিষ্ট হার ১০০
agestandardization - বয়স রীতিবদ্ধকরণ ১০৪
agestratification - বয়স স্তরায়ণ/স্তর ১০৬
agestructure - বয়স কাঠামো/বয়ঃকাঠামো ১০১
agglomeration (urban) - পুঞ্জীভূত (নগর) ৮৬
aging - জরা প্রবণতা ৫৮
aging index - জরা সূচক ৫৮
aging of population - জনসংখ্যার জরাগ্রস্ততা ৫১
agricultural labour - কৃষি শ্রমিক ২৫
agricultural population - কৃষি জনসংখ্যা ২৫
alien - বহিরাগত ১০৮
amenorrhoea- রজঃবিরতি ১৩৬
amenorrhoea - রজঃবিরতি ১৩৬
antinatal - জন্মবিরোধী ৫৪
antinatalist policy - জন্মবিরোধী নীতি ৫৪
apartheid - বর্ণবৈষম্যবাদ ১০৮

arable land - হলযোগ্য ভূমি ১৬০
Arriaga fertility technique - আরিয়াগা প্রজননশীলতা পরিমাপ সূচক ১৫
arithmetic density - গাণিতিক ঘনত্ব ৩২
ascribed characteristics - অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ৭
assisted migration - সহায়কৃত অভিগমন ১৫৩
asylum - আশ্রয়স্থল ১৫
average annual growth rate - গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২৯

B

baby boom - শিশু বিস্ফোরণ ১৪৪
baby burst - শিশু হ্রাস ১৪৫
balancing equation - সমতাকারী সমীকরণ ১৫০
Bangladesh fertility survey - বাংলাদেশের প্রজননশীলতা জরিপ ১১০
barefoot doctor - নগ্নপদ চিকিৎসক ৭৬
base population - ভিত্তি জনসংখ্যা ১২৩
bedey - বেদে ১১৬
bedouin - বেদুইন ১১৬
benchmark data - ভিত্তি তথ্য/উপাত্ত ১২৩
birth control - জন্মশাসন ৫৬
birth control method - জন্মশাসন পদ্ধতি ৫৬
birth history - জন্ম ইতিহাস ৫২
birth order - জন্ম ক্রম ৫৪
birth rate - জন্মহার ৫৭
birth registration - জন্ম নিবন্ধীকরণ ৫৪
birth spacing - জন্ম ব্যবধানকরণ ৫৫
Black American - কৃষ্ণ আমেরিকান ২৫
blue collar worker - শ্রম জীবী ১৪৬
brain drain - মেধা পাচার ১৩১
Brass fertility technique - ব্র্যাস প্রজননশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি ১২০

Brass mortality technique - ব্র্যাস মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি ১২০
breast feeding - স্তন দানকরণ ১৫৫
Buddhist - বৌদ্ধ ১২০

C

carrier index - ক্যারিয়ার সূচক ২৬
carrying capacity - বহন ক্ষমতা ১০৮
case fatality rate - ঘটনভিত্তিক প্রাণহরণ হার ৩৬
case rate - ঘটনভিত্তিক হার ৩৬
cause specific death rate - কারণ-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার ২৪
census - শুমারি ১৪৬
census cartogram - শুমারি মানচিত্র ১৪৬
census cartography - শুমারি মানচিত্রায়ণ ১৪৬
census survival rate method - শুমারি উদ্বর্তন হার পদ্ধতি ১৪৬
census tract - শুমারি অঞ্চল ১৪৫
central place - কেন্দ্রীয় অঞ্চল ২৫
central rate - কেন্দ্রীয় হার ২৫
centre of population - জনসংখ্যা কেন্দ্র ৪১
Chandrasekaran-Deming technique - চন্দ্রশেকারন-ডেমিং পদ্ধতি ৩৬
child labour - শিশু শ্রম ১৪৫
childlessness - নিঃসন্তানতা ৭৮
child marriage - বাল্যবিবাহ ১১১
child spacing - শিশু জন্ম ব্যবধানকরণ ১৪৩
child survivorship technique - শিশু উদ্বর্তনতা পদ্ধতি ১৪৩
child-woman ratio - শিশু-নারী অনুপাত ১৪৪
children ever born - প্রকৃত শিশু প্রসব ৯১
children surviving - শিশু উদ্বর্তন ১৪৩
Christians - খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ২৮
citizen - নাগরিক ৭৭

city - নগর ৭০

city size - নগর আকার ৭০

class structure - শ্রেণী কাঠামো ১৪৮

closed population - আবদ্ধ জনসংখ্যা ১৩

Coale-Demney reglional model life table - কোল-ডেমনি আঞ্চলিক মডেল জীবন সারণি ২৬

Coale-Trusscle model fertility schedule - কোল-ট্রাসেল মডেল প্রজননশীলতা পদ্ধতি ২৬

cohort - সহভাগী ১৫২

cohort age - সহভাগী বয়স ১৫২

cohort age-sex stage - সহভাগী বয়স-লিঙ্গ স্তর ১৫৩

cohort analysis - সহভাগ বিশ্লেষণ ১৫৩

cohort fertility - সহভাগ প্রজননশীলতা ১৫২

colonial country - ঔপনিবেশিক দেশ ২১

colonial population - ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠী ২১

colonization - ঔপনিবেশিকীকরণ ২১

colour - বর্ণ ১০৬

coloured population - কৃষ্ণবর্ণ জনসংখ্যা ২৫

community - সম্প্রদায়/সমাজ ১৫২

commuting zone - গতায়ত বলয় ৩১

completed family size - সম্পন্নকৃত পরিবার আকার ১৫১

completed fertility rate - সম্পন্নকৃত প্রজননশীলতা হার ১৫২

component method - উপাদান পদ্ধতি ১৮

compulsory education - বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১১১

conjugal family - দম্পতি কেন্দ্রিক পরিবার ৬৭

consensual union - সম্মত মিলন ১৫২

contraception - গর্ভ নিরোধন ৩২

contraceptive - গর্ভ নিরোধক ৩১

contraceptive prevalance survey - গর্ভ নিরোধক প্রচলন জরিপ ৩২

contract labour - চুক্তিকৃত শ্রম ৩৭

conurbation - নগর প্রসারণ ৭৩

Courbage-Fargues mortality technique - ক্যারবেজ-ফার্গুজ মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি ২৬

coverage error - অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি ৩

crude birth rate - অশোধিত জন্মহার ৮

crude death rate - অশোধিত মৃত্যুহার ১০

crude marriage rate - অশোধিত বিবাহ হার ১০

cultivable area - কর্ষণযোগ্য এলাকা ২২

cultivated area - কর্ষিত এলাকা ২২

cumulated fertility - যোজিত প্রজননশীলতা ১৩৫

D

data - উপাত্ত ১৭

death rate - মৃত্যু হার ১৩১

defacto population - কার্যত জনসংখ্যা ২৪

dejure population - বিধানত জনসংখ্যা ১১৪

demographic atlas - জনমিতিক মানচিত্রাবলী ৩৮

demographic statistics - জনমিতিক পরিসংখ্যান ৩৮

demographic transition theory - জনমিতিক পরিবৃত্তিকাল তত্ত্ব ৩৮

demography - জনমিতি ৩৮

density of population - জনসংখ্যা ঘনত্ব ৪১

dependency ratio - নির্ভরশীলতা অনুপাত ৮১

dependent population - নির্ভরশীল জনসংখ্যা ৮১

depopulation - জনবিরাণ ৩৭

desired family size - কাঙ্ক্ষিত পরিবার আকার ২২

developed country - উন্নত দেশ ১৭

developed region - উন্নত অঞ্চল ১৬

developing country - বিকাশশীল দেশ ১১২

differential fertility - পার্থক্যমূলক প্রজননশীলতা ৮৫
differential mortality - পার্থক্যমূলক মরণশীলতা ৮৫
disaster area - দুর্গত এলাকা ৬৭
displaced population - স্থানচ্যুত জনসংখ্যা ১৫৬
displacees - বাস্তুহারা ১১১
displacement of population - জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি/বাস্তুচ্যুতি ৫২
distribution of resource - সম্পদ বিন্যাস ১৫১
divorce - তালাক/বিচ্ছেদ ৬৬
divorce rate - তালাক হার/বিচ্ছেদ হার ৬৬
dot map - বিন্দু মানচিত্র ১১৪
doubling time - দ্বিগুণিক সময় ৬৭
dual record system - দ্বৈত নিবন্ধী পদ্ধতি ৬৮
dropout (student) - পরিত্যাগী (ছাত্র) ৮৩
dual residence - দ্বৈত আবাস স্থল ৬৭
dual citizenship - দ্বৈত নাগরিকত্ব ৬৭

E

early marriage - অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহ ৫
earth capacity - ভূমি ধারণ ক্ষমতা/বহন ক্ষমতা ১২৩
ecological balance - বাস্তব্যজনিত ভারসাম্য ১১১
economic base - অর্থনৈতিক ভিত্তি ৭
economic characteristics - অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ৭
economically active population - অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা ৮
economic region - অর্থনৈতিক অঞ্চল ৭
economic status - অর্থনৈতিক মর্যাদা ৮
economy of scale - আয়তনিক সুবিধাদি ১৪
ecumenopolis - ইকুমেনোপলিস ১৫
education - শিক্ষা ১৪১
effective fertility - কার্যকর প্রজননশীলতা ২৪

elderly population - বয়স্ক জনসংখ্যা ১০৬

emigration - প্রবাসন ৯৪

empirical life table - পর্যবেক্ষণ নির্ভর জীবন সারণি ৮৪

employment - কর্মসংস্থান ২১

endemic disease - আঞ্চলিক ব্যাধি/রোগ ১২

endogamy - অন্তর্বিবাহ/অন্তর্গোত্র বিবাহ ৩

enumeration - গণনা ৩০

epidemic - মহামারী ১২৭

epidemic cycle - মহামারী চক্র ১২৮

epidemiology - মহামারী তত্ত্ব ১২৮

estimated population - প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ৯৮

ethnic cleansing - জাতিসত্তা শুদ্ধি অভিযান ৬০

ethnic composition/group - উপজাতি গ্রন্থনা/গোষ্ঠী ১৭

ever-married women - বিবাহিতা ১১৬

exodus -গণ প্রস্থান/হিজরত ৩০

exogamy - অসমবর্ণ বিবাহ ১১

expectation of life at birth - জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু ৫৫

expected family size - প্রত্যাশিত পরিবার আকার ৯৪

exponential growth - সূচক বৃদ্ধি ১৫৫

extended family - বিস্তৃত পরিবার ১১৬

F

family - পরিবার ৮৩

family planning -পরিবার পরিকল্পনা ৮৩

family size - পরিবার আকার ৮৩

farm population - খামার জনসংখ্যা ২৮

fecundity - সন্তানোৎপাদী ক্ষমতা/প্রজনন ক্ষমতা ১৫০

Feeny mortality technique - ফীনি মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি

fe rtility period - উর্বরাকাল ১৯

fertility - প্রজননশীলতা ৯২
fertility history - প্রজনন ইতিহাস ৯১
fertility rate - প্রজনন হার ৯২
fertility ratio - প্রজনন অনুপাত ৯১
fertility regulation - প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ৯২
finite population - পরিমেয় জনসংখ্যা ৮৩
floating population - ভ্রাম্যমাণ জনসংখ্যা ১২৪
foetal death - ভ্রূণ মৃত্যু ১২৪
food cycle - খাদ্য চক্র ২৭
forced labour - বাধ্যকর শ্রম ১১০
forced migration - বাধ্যকর অভিগমন ১১০
foreign aid - বৈদেশিক সাহায্য ১১৮
foreign worker - বিদেশী কর্মী ১১৩
formal demography - প্রাতিষ্ঠানিক জনমিতি ৯৮
forward survival - অগ্রবর্তী উদ্বর্তন (পদ্ধতি) ১
full employment - পূর্ণ কর্ম সংস্থান ৮৮

G

gainful employment - উপার্জনশীল নিয়োগ ১৮
gainful occupation - উপার্জনশীল পেশা ১৮
general education - সাধারণ শিক্ষা ১৫৪
general marital fertility rate - সাধারণ বৈবাহিক প্রজনন হার ১৫৩
genocide - গণহত্যা ৩০
geographic distribution of population- জনসংখ্যার ভৌগোলিক বিন্যাস ৫২
geographical mobility -ভৌগোলিক ভ্রাম্যমাণতা (জনসংখ্যার) ১২৪
geocoding - ভূ-সাংকেতিক পদ্ধতি ১২২
ghetto - গেটো ৩৪
gross reproduction rate- মোট সংজনন হার ১৩

H

habitat - আবাসস্থল ১৪
hamlets - ক্ষুদ্র গ্রাম/পল্লী/পাড়া ২৭
Hindus - হিন্দু ১৬১
historical demography - ঐতিহাসিক জনমিতি ২১
homogeneous population - সমরূপ জনসংখ্যা ১৫১
host country - স্বাগতিক দেশ ১৫৭
household - খানা ২৭
household census - খানা শুমারি ২৮
household composition - খানার গঠন ২৮
household schedule - খানা তালিকা (তফসিল) ২৮
household survey - খানা জরিপ ২৮
household work - খানাভিত্তিক কর্ম/পারিবারিক কর্ম ২৮
human ecology - মানব প্রাণ পরিবেশ/বাস্তব্য ১৮
human resource - মানব সম্পদ ১২৯
hyper urbanization - অতি নগরায়ন ২

I

ideal population - আদর্শ জনসংখ্যা ১৩
ideal size of family - আদর্শ পরিবার আকার ১৩
illegal alien - অবৈধ বিদেশী ৫
illegitimacy - জারজতা ৬১
illiterate - অশিক্ষিত ৮
immigrant - অভিবাসী ৬
immigration - অভিবাসন ৬
incidence rate - আক্রান্ত হার ১২
incomplete registration - অসম্পূর্ণ নিবন্ধীকরণ ১১
indigenous population - দেশীয় জনসংখ্যা ৬৭
induced abortion - স্বপ্রবৃত্ত গর্ভপাত/প্ররোচিত গর্ভপাত ১৫৭

industrial composition - শিল্পভিত্তিক কাঠামো ১৪১
industrial labour force - শিল্প ভিত্তিক শ্রমশক্তি ১৪৩
industrial proletariat - শিল্পভিত্তিক শ্রমজীবী শ্রেণী ১৪৩
infanticide - শিশু হত্যা ১৪৫
infant death - শিশু মৃত্যু ১৪৪
infant mortality rate - শিশু মৃত্যু হার ১৪৪
infertility - ঊষরতা ১৯
inhabitant - অধিবাসী ২
intercensal period - আন্তঃশুমারি সময় ১৩
internal migration - অভ্যন্তরীণ অভিগমন ৭
international migration - আন্তর্জাতিক অভিগমন ১৩
intervening obstacles (opportunities) - মধ্যবর্তী বাধাসমূহ (সুযোগ সমূহ) ১২৫
intrinsic birth rate - স্বাভাবিক জন্মহার ১৫৮
intrinsic death rate - স্বাভাবিক মৃত্যুহার ১৫৯
intrinsic rate of natural increase - স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হার ১৫৯
invisible unemployment - অদৃশ্য বেকারত্ব ২
Islam - ইসলাম ১৫
isogloss area - সমশব্দ (অঞ্চল) ১৫১
isolated population - বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যা ১১৩

J

Jew - ইহুদী ৯৭
joint family - যৌথ পরিবার ১৩৫

K

kin - জ্ঞাতি ৬৪
kinsfolk - জ্ঞাতিজন ৬৪
kinship - জ্ঞাতিসম্পর্ক ৬৪

kinship bond - জ্ঞাতিসম্পর্ক বন্ধন ৬৪

knowledge-attitude-practice survey - অভিজ্ঞান-দৃষ্টিভঙ্গি-ব্যবহার জরিপ ৬

L

labour - শ্রমিক সম্প্রদায়/শ্রম ১৪৮

labour force - শ্রমশক্তি ১৪৭

labour market - শ্রম বাজার/শ্রমিক বাজার ১৪৭

labour migration - শ্রমিক অভিগমন ১৪৮

labour mobility - শ্রম প্রচরণ ১৪৬

language - ভাষা ১২১

land reform - ভূমি সংস্কার ১২৩

legal abortion - বৈধ গর্ভপাত ১১৮

legal minimum age of marriage - বৈধ সর্বনিম্ন বিবাহ বয়স ১১৮

legal separation - বৈধ বিচ্ছেদ ১১৮

life cycle - জীবন চক্র ৬২

life expectancy (at birth) - প্রত্যাশিত আয়ু (জন্ম লগ্নে) ৯৪

life span - জীবনকাল ৬১

life table - জীবন সারণি ৬২

life table central death rate -জীবন সারণি কেন্দ্রীয় মৃত্যু হার ৬৪

life time migration - জীবনকালীন অভিগমন ৬২

ligation - জন্ম নিয়ন্ত্রণের বন্ধন পদ্ধতি (লাইগেশন) ৫৪

linguistic composition - ভাষাগত গঠন ১২১

literacy - সাক্ষরতা ১৫৪

literacy rate - শিক্ষিতের হার/সাক্ষরতা হার ১৪১

live birth - সজীব জন্ম/জীবন্ত জাতক ১৪৯

longevity - আয়ুষ্কাল ১৫

longitudinal survey/study - পারিসরিক জরিপ/সমীক্ষা ৮৫

logit mortality technique - লজিট মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি ১৩৭

M

mail survey - ডাক জরিপ ৬৫

malnutrition - অপুষ্টি ৪

Malthusian population theory - ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব ১৩০

man-land ratio - জন-ভূমি অনুপাত ৩৭

man power - জন শক্তি ৩৯

marital dissolution - বৈবাহিক সম্পর্কচ্ছেদ ১১৯

marital fertility - বৈবাহিক প্রজননশীলতা ১১৯

marital history - বৈবাহিক ইতিহাস ১১৯

marital status - বৈবাহিক অবস্থা ১১৯

marriage - বিবাহ ১১৫

marriage rate - বিবাহ হার ১১৫

marriage squeeze - বিবাহ সঙ্কোচন ১১৫

Marx's theory of population - মার্কসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব ১৩০

masculinity ratio - পুরুষতা অনুপাত ৮৮

mass poverty - গণ দারিদ্য ৩০

mass migration - গণ অভিগমন ২৯

matched and unmatched events - সদৃশ এবং অসদৃশ জন্ম ঘটনা (পদ্ধতি) ১৫০

maternal mortality rate - প্রসূতি মরণশীলতা হার ৯৬

mathematical demography - গাণিতিক জনমিতি ৩৪

matriarchal family/society - মাতৃ প্রধান পরিবার/সমাজ ১২৮

matrilineal family -মাতৃগত পরিবার ১২৮

matrilocal marriage - মাতৃ অবস্থানিক বিবাহ ১২৮

mean age - গড় বয়স ২৯

mean age of child bearing - সন্তান ধারণের গড় বয়স ১৫০

mean age at marriage - গড় বিবাহ বয়স ২৯

mean centre of population - গড় জনসংখ্যা কেন্দ্র ২৯

median age - মধ্যমা বয়স ১২৫

megalopolis - মহানগর অঞ্চল ২৬
menarche - রজঃদয় ১৩৫
menopause - রজঃবিরাম ১৩৬
menses - রজঃ ১৩৫
menstrual cycle - রজঃস্রাব চক্র ১৩৬
menstrual regulation - রজঃস্রাব নিয়ন্ত্রণ ১৩৬
metropolis - মহানগরী ১২৫
metropolitan area - মহানগরী অঞ্চল ১২৬
micro-demography- মাইক্রো জনমিতি ১২৮
midwife - ধাত্রী ৭০
mid year population - মধ্য বৎসর জনসংখ্যা ১২৪
migration - অভিগমন ৬
migration policy - অভিগমন নীতি ৬
migration stream - অভিগমন প্রবাহ ৬
minority nationality - সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ১৪৮
miscarriage - অকাল প্রসব ১
misreporting (of age) - ভ্রমপূর্ণ তথ্যদান (বয়স সম্পর্কে) ১২৪
mixed race - মিশ্র/সঙ্কর জাতি ১৩০
mobility (of population) - প্রচরণ (জনসংখ্যার) ৯১
mobility transition - প্রচরণ পরিবৃত্তি (জনসংখ্যার) ৫২/৯০
model life table -মডেল জীবন সারণি ১২৪
monogamous - এক বিবাহচারী ২০
monogamy - এক বিবাহ ২০
morbidity - রুগ্নতা ১৩৭
mortality - মরণশীলতা ১২৪
mortality rate - মরণশীলতার হার ১২৪
Mortara fertility technique -মর্তারা প্রজননশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি ১২৪
mother tongue - মাতৃভাষা ১২৮
mover - স্থানান্তরী ৫৭

multiple births - বহু সন্তান জন্ম ১১০
municipality - পৌর অঞ্চল ৮৯
Muslim - ইসলাম ধর্মাবলম্বী (মুসলমান) ১৬/১৩০
Myer's index - মায়ার সূচক ১২৮

N

natality - জন্ম সম্বন্ধীয়/জনম ৫৭
national census - জাতীয় শুমারি ৬১
nationality - জাতীয়তা ৬১
national minority - জাতীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ৬১
native population - আদিম অধিবাসী ১৩
natural fertility - স্বাভাবিক প্রজননশীলতা ১৫৮
natural growth rate - স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হার ১৫৮
natural increase - স্বাভাবিক বৃদ্ধি ১৫৯
natural resource - প্রাকৃতিক সম্পদ ৯৭
negative population growth - ঋণাত্মক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ১৯
negro - নিগ্রো ৭৮
neo-Malthusian - নব্য-ম্যালথুসীয় ৭৭
neo-natal death - নবজাত মৃত্যু ৭৬
neo-natal mortality rate - নবজাত মৃত্যুহার ৭৬
net acceptor - নিট গ্রহণকারী ৭৯
net census error - নিট শুমারি ত্রুটি ৭৯
net coverage error - নিট অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি ৭৮
netmigration - নিট অভিগমন ৭৮
netmigration rate - নিট অভিগমন হার ৭৮
net reproduction rate - নিট সংজনন হার ৭৯
night population - নিশীথ জনসংখ্যা ৮২
nomad - যাযাবর ১৩২
non-active population - নিকর্মা জনসংখ্যা ৮২

non-agricultural population - অকৃষি জনসংখ্যা ১
nuclear family - এককেন্দ্রিক পরিবার ২১
nuptiality - বৈবাহিক অবস্থা ১১৮
nuptial reproduction rate - বৈবাহিক অবস্থাধীন সংজনন হার ১১৮
nutrition - পুষ্টি ৮৮
nutritional density - পৌষ্টিক ঘনত্ব ৯০
nutritional status - পুষ্টি মর্যাদা/অবস্থা ৮৮

O

occupation - পেশা ৮৯
occupational class - পেশাগত শ্রেণী ৮৯
official language - রাষ্ট্রীয়/প্রশাসনিক ভাষা ১৩৭
optimum population - কাম্য জনসংখ্যা ২৪
optimum population theory - কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ২৪
oral contraceptive pill - জন্মনিয়ন্ত্রক খাওয়ার বড়ি ৫৪
orphan - অনাথ ২
orphanhood technique - অনাথ পরিমাপ পদ্ধতি ২
overcrowding - অতি জনাধিক্য ১
over enumeration - অতিরিক্ত গণনা ২
over population - জনসংখ্যাধিক্য/জনাধিক্য ৫১
overseas migration - বৈদেশিক অভিগমন ১১৬
own child method - স্বীয় সন্তান পদ্ধতি ১৬০
ovulation - ডিম্বোস্ফোটন ৬৫

P

pandemic - মহামড়ক ১২৬
parity - সদৃশ সন্তান জন্ম ১৫০
partial birth rate - আংশিক জন্মহার ১২

partial death rate - আংশিক মৃত্যুহার ১২
participation rate - অংশগ্রহণ হার ১
pastoral nomadism - চারণ ভিত্তিক যাযাবরত্ব ১৩৬
paternal fertility -পিতৃ প্রজননশীলতা ৮৬
patriarchal family/society - পিতৃ প্রধান পরিবার/সমাজ ৮৬
patrilineal family - পিতৃ গত পরিবার ৮৬
patrilocal marriage -পিতৃ অবস্থানিক বিবাহ ৮৬
patrilocal system -পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ৮৬
perinatal - জন্মসন্ধিক্ষণ ৫৬
perinatal death - জন্মসন্ধিক্ষণ মৃত্যু ৫৬
perinatal mortality - সদ্যজাত মরণশীলতা ১৪৯
perinatal mortality rate - সদ্যজাত মৃত্যুহার ১৪৯
perinatal mortality ratio - জন্মসন্ধিক্ষণ মরণশীলতা অনুপাত ৫৭
period analysis - সময় নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ১৫১
period fertility - সময় নির্দিষ্ট প্রজননশীলতা ১৫০
periurban area - উপকণ্ঠ নগর এলাকা ১৭
P/F ratio method - পি/এফ অনুপাত পদ্ধতি ৮৫
pilot census/survey - নির্দেশ শুমারি/জরিপ ৮০
place of arrival - আগমন স্থল ১২
place of birth - জন্ম স্থান ৫৭
place of departure - প্রস্থান স্থল ৯৬
place of destination - লক্ষ্য স্থল ১৩৭
place of origin - উৎপত্তিস্থল ১৬
place of permanent residence - স্থায়ী আবাস স্থল ১৫৬
place of previous residence - পূর্ব আবাস স্থল ৮৯
place of residence - আবাস স্থান ১৪
planned spacing of birth - পরিকল্পিত জন্ম ব্যবধান করণ ৮২
political nationality - রাজনৈতিক জাতীয়তা ১৩৬
polyandry - বহুভর্তৃক ১১০

polygamy - বহু বিবাহ ১০৮

polygyny - বহুপত্নিক ১০৮

popollution - জনদূষণ ৩৮

population - জনসংখ্যা ৩৯

population atlas - জনসংখ্যা মানচিত্রাবলী ৪৯

population boom/explosion - জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ৪৮

population characteristics - জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্য ৪৮

population composition/structure - জনসংখ্যা গঠন/কাঠামো ৪১

population concept of Hung Liang Chi (the Chienese Malthus) - হাং লিয়াং চী (চীনা ম্যালথাস)-এর জনসংখ্যা মতবাদ ১৬০

population control - জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ৪২

population cycle - জনসংখ্যা চক্র ৪২

population disparity - জনসংখ্যা অসমতা ৩৯

population dispersion - জনসংখ্যা বিশ্লিষ্টতা ৪৭

population distribution - জনসংখ্যা বিন্যাস ৪৭

population ecology - জনসংখ্যা বাস্তব্য ৪৬

population education - জনসংখ্যা শিক্ষা ৪৯

population estimate - জনসংখ্যা প্রাক্কলন ৪০

population exchange - জনসংখ্যা বিনিময় ৪৭

population gene group - জনসংখ্যা কুলজী গোষ্ঠী ৪১

population geography - জনসংখ্যা ভূগোল ৪৮

population growth - জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ৪৫

population growth rate - জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হার ৪৫

population inertia - জনসংখ্যা টান ৪২

population mapping - জনসংখ্যা মানচিত্রায়ণ ৪৯

population model - জনসংখ্যা মডেল ৪৯

population momentum - জনসংখ্যা ভরবেগ ৪৮

population movement - জনসংখ্যা গমনাগমন ৪১

population policy - জনসংখ্যা নীতি ৪৩

population poential - জনসংখ্যা সম্ভাবনা ৫০
population pressure - জনসংখ্যা চাপ ৪২
population problem - জনসংখ্যা সমস্যা ৫০
population programme - জনসংখ্যা কর্মসূচী ৪১
population projection - জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ ৩৯
population pyramid - জনসংখ্যা পিরামিড ৪৩
population redistribution - জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস ৫১
population registration - জনসংখ্যা নিবন্ধীকরণ ৪২
population replacement - জনসংখ্যা প্রতিস্থাপন ৪৫
population reproduction - জনসংখ্যা সংজনন ৫০
population size - জনসংখ্যা আকার ৩৯
population studies - জনসংখ্যা পঠন ৪৩
population subgroup - জনসংখ্যা উপগোষ্ঠী ৩৯
population theory - জনসংখ্যা মতবাদ ৪৯
population transfer - জনসংখ্যা স্থানান্তর ৫২
population trend - জনসংখ্যা ধারা ৪২
positive check - প্রাকৃতিক দমন ৯৭
post- enumeration survey - গণনা–উত্তর জরিপ ৩০
post-neonatal death - নবজাতোত্তর মৃত্যু ৭৭
post-neonatal mortality rate - নবজাতোত্তর মৃত্যু হার ৭৭
post-partum amenorrhoea - প্রসবোত্তর রজঃবিরতি ৯৫
pregnancy - গর্ভধারণ ৩১
pregnancy history - গর্ভধারণ ইতিহাস ৩১
pregnancy wastage - গর্ভধারণ অপচয় ৩১
premarital conception - প্রাক্‌বিবাহ গর্ভধারণ ৯৭
pre-test - প্রাক্‌-জরিপ ৯৬
prevalence rate - ব্যাপকতা হার ১২০
preventive check - প্রতিরোধমূলক দমন ৯৩
primacy (of urban centre) - প্রাধান্যতা (শহরের) ৯৮

primate city - নিয়ন্তা নগর ৮০
projected estimates - অভিক্ষেপিত প্রাক্কলন ৫
pronatalist policy - জন্মানুকূলিক নীতি ৫৮
pure demography - মূল জনমিতি ৩১
push and pull factors - বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ উপাদান ১১১

Q

qualitative demography - গুণমাত্রিক জনমিতি ৩৪
quantitative demography - পরিমাত্রিক জনমিতি ৮৩
quasi-poulation analysis - কোয়াসি-জনসংখ্যা বিশ্লেষণ ২৬
quasi-stable population - কোয়াসি-স্থির জনসংখ্যা ২৬

R

race - জাতি ৫৯
racial discrimination - জাতিগত বৈষম্য ৫৯
racism - জাতিবাদ/বর্ণবাদ ৫৯
radix - মূল সহভাগী ১৩১
rate of natural increase - স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১৫৯
rate of population increase - জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪৮
raceiving country - গ্রহণকারী দেশ ৩৪
refugee - শরণার্থী ১৩৮
registration - নিবন্ধীকরণ ৮০
rehabilitation - পুনর্বাসন ৮৭
rejuvenation of population - পুনরুজ্জীবিত জনসংখ্যা ৮৭
religious group - ধর্মীয় গোষ্ঠী ৬৮
remarriage rate - পুনর্বিবাহ হার ৮৮
repatriation - প্রত্যাগমন ৯৩
replacement index of population - জনসংখ্যার পুনঃস্থাপন সূচক ৫১
replacement level (of population) - প্রতিস্থাপন পর্যায় (জনসংখ্যার) ৯৩

replacement level fertility - পুনঃস্থাপন পর্যায়ে প্রজননশীলতা ৮৭
replacement rate of population - জনসংখ্যার প্রতিস্থাপন হার ৫১/৮৭
reproduction age/period - প্রজনন বয়স কাল ৯২
resettlement - পুনঃবসতিকরণ ৮৭
resident population - আবাসিক জনসংখ্যা ১৪
residential area - আবাসিক এলাকা ১৪
residential structure - আবাসিক কাঠামো ১৪
resource - সম্পদ ১৫১
return migration - প্রত্যাগত অভিগমন ৯৩
returnee - প্রত্যাগমনকারী ৯৩
retrospective survey - পূর্বাবস্থা জরিপ ৮৯
reverse survival technique - পশ্চাদমুখী উদ্বর্তন পদ্ধতি ৮৪
rural area - গ্রামীণ এলাকা ৩৫
rural depopulation - গ্রামীণ জনবিরাণত্ব ৩৫
rural population - গ্রামীণ জনসংখ্যা ৩৫
rural-urban fringe - গ্রাম-নগর উপকণ্ঠ ৩৫
rural-urban migration - গ্রাম-নগর অভিগমন ৩৫

S

safer period method - নিরাপদকাল পদ্ধতি ৮০
satellite town - উপশহর ১৭
saturation level - সংসক্তি মাত্রা ১৪৮
school age population - বিদ্যালয়গামী জনসংখ্যা ১১৩
seasonal employment - ঋতুভিত্তিক কর্মসংস্থান ২০
seasonal migration - ঋতুভিত্তিক অভিগমন ২০
seasonal unemployment - ঋতুভিত্তিক বেকারত্ব ২০
seasonal workers - মৌসুমী শ্রমিক ১৩৪
secondary occupation - অপ্রধান পেশা ৫
selective migration - নির্বাচিত অভিগমন ৮১

self employment - স্ব-নিয়োজিত পেশা ১৫৭
self enumeration - স্বয়ং গণনা ১৫৭
self-sufficiency in food production - খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ২৭
senility - বার্ধক্য ১১১
separated person - বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি (বৈবাহিক দিক থেকে) ১১৩
settlement - জনপদ ৩৭
sex composition (structure) - লিঙ্গভিত্তিক গঠন (কাঠামো) ১৩৮
sex preference - লিঙ্গ পক্ষপাত ১৩৮
sex ratio - লিঙ্গ অনুপাত/নারী–পুরুষ অনুপাত ১৩৮
sex ratio at birth - জন্মলগ্নে লিঙ্গ অনুপাত ৫৫
shanty - বস্তি/ঝুপড়ি ১০৮
shanty town - বস্তি শহর ১০৮
sibling - আত্মজ/আত্মীয় ১২
single parent - একক পিতা অথবা মাতা/অভিভাবক ২০
singulate mean age of marriage - অমিশ্রিত গড় প্রথম বিবাহ বয়স ৭
skilled manpower - দক্ষ শ্রম শক্তি ৬৭
social characteristics - সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৫৪
social demography - সামাজিক জনমিতি ১৫৪
social stratification-সামাজিক স্তর/স্তরায়ণ ১৫৪
social structure - সামাজিক কাঠামো ১৫৪
social system - সমাজ পদ্ধতি/রীতি ১৫১
socialist theory of population - জনসংখ্যার সামাজিক তত্ত্ব ৫২
sparsely populated area - জনবিরল এলাকা ৩৭
squatter settlement - স্বত্ববিহীন বসত ১৫৮
stable age distribution - স্থবির/স্থির বয়স বিন্যাস ১৫৬
stable population - স্থবির জনসংখ্যা ১৫৫
stable population analysis - স্থবির জনসংখ্যা বিশ্লেষণ ১৫৬
standard metropolitan area - প্রমিত মহানগরী এলাকা ৯৫

standard metropolitan statistical area - প্রমিত মহানগরীয় পরিসংখ্যান এলাকা ৯৫
standardisation - প্রমিতকরণ ৯৪
standardised birth rate - প্রমিত জন্মহার ৯৫
standardised death rate - প্রমিত মৃত্যুহার ৯৫
standard of living - জীবন যাত্রা মান ৬৩
stationary population - নিশ্চল জনসংখ্যা ৮২
statistical map - পরিসাংখ্যিক মানচিত্র ৮৪
step migration - ক্রমধাপীয় অভিগমন ২৭
sterility - বন্ধ্যাত্ব ৯৯
sterilization - বন্ধ্যাকরণ ৯৯
still birth - মৃত্যুজাত ১৩১
subsistence economy - স্বয়ংভোগী অর্থনীতি ১৫৭
suburb/suburban - শহরতলী ১৪০
Sullivan mortality technique- স্যালিভান মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি ১৫৫
survey (population) - জরিপ (জনসংখ্যা) ৫৮
survey schedule - জরিপ তফসিল ৫৮
survival rate/ratio - উদ্বর্তন হার/অনুপাত ১৬
survivorship probabilities - উদ্বর্তন সম্ভাব্যতা ১৬
synthetic parity - কৃত্রিম সাদৃশ্য/প্যারিটি ২৫

T

temporary migration - অস্থায়ী অভিগমন ১১
theoretical demography - তাত্ত্বিক জনমিতি ৬৬
threshold population - প্রারম্ভিক জনসংখ্যা ৯৮
total dependency rate/ratio - মোট নির্ভরশীলতার হার/অনুপাত ১৩২
total fertility rate - মোট প্রজননশীলতা হার ১৩৩
total marital fertility rate - মোট বৈবাহিক প্রজননশীলতা হার ১৩৩

town - শহর ১৩৯
transhumance - যাযাবরিক কর্মকাণ্ড ১৩৪
transmigration - পুনরভিগমন ৮৭
Trussell mortality technique - ট্রাসেল মরণশীলতা পরিমাপ পদ্ধতি ৬৫

U

unbalanced growth theory - অসম প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব ১১
underdeveloped country - অনুন্নত দেশ ২
under employment - উনকর্মসংস্থান ১৯
under enumeration - অবগণনা ৫
under population/populated - নিম্ন জনঅধ্যুষিত ৮০
unemployed labour force - বেকার শ্রম শক্তি ১১৬
unmet need - অপূর্ণ চাহিদা ৪
United Nations age-sex accuracy index - জাতিসংঘের বয়স-লিঙ্গ নির্ভুলতা সূচক ৬০
urban agglomeration - নগর পুঞ্জ ৭১
urban area - পৌর এলাকা ৯০
urban blight - নগরীয় জরাবস্থা ৭৬
urban field - নগর ক্ষেত্র ৭১
urban fringe - পৌর উপকণ্ঠ ৯০
urban growth - নগর প্রবৃদ্ধি ৭২
urban hierarchy - নগর শ্রেণীক্রম ৭৩
urbanism - নগরত্ব ৭৩
urban population - নগর জনসংখ্যা ৭১
urban renewal - নগর নবীকরণ ৭১
urban ribbon - নগর ফিতা বিস্তৃতি ৭৩
urban settlement - নগর জনপদ ৭১
urban sprawl - নগর বিক্ষেপণ ৭৩
urbanization- নগরায়ন/শহরায়ন ৭৬

BANSDOC Library
Accession No. 18772

V

village - গ্রাম ৩৫
vital event - জীবনগত সংঘটন ৬২
vital index - জীবনগত ঘটন সূচক ৬২
vital records/statistics - জীবনগত তথ্য তালিকা ৬২
vital registration - জীবনগত তথ্য নিবন্ধনকরণ ৬২
voluntary migration - স্বেচ্ছা অভিগমন ১৫৯
voluntary repatriation - স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন ১৬০

W

Whippl's index - হুইপলস -এর সূচক ১৬১
white collar worker - পেশাজীবী ৯০
widow - বিধবা ১১৩
widower - বিপত্নীক ১১৪
widowhood - বৈধব্যবস্থা ১১৮
woman power - নারী শক্তি ৭৭

Y

young population - তরুণ জনসংখ্যা ৬৬

Z

zero population growth - শূন্য জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ১৪৬